sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 1

সকালের শিরোনাম

নয়াদিল্লিতে শুরু চার দিনের মেগা বৈঠক লক্ষ্য ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা ● পৃঃ ৬
এবার নজর বেআইনি নির্মাণে, অডিটের মুখে কলকাতা পুরসভা ● পৃঃ ৩
তারকাহীন শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা, 'ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল' দেখছেন রুদ্রনীলরা ● পৃঃ ৩

মঙ্গলবার
দৈনিক বাংলা পত্রিকা ● ২ জুন ২০২৬ ● বাংলা ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● বর্ষঃ- ০১ ● সংখ্যা ঃ- ২৫৮ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা ● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

সরানো হলো লেকটাউনের সেই বিপজ্জনক মেসি-মূর্তি

আজকের খবর

নবান্ন থেকে স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

পুরুষরা যেভাবে জালিয়াতি করে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছিলেন, তা আটকাতেই অন্নপূর্ণা যোজনায় ১৩ পাতার ফর্ম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

এখনও পর্যন্ত মোট ২২টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট পাওয়া গিয়েছে। যেখান থেকে পুরুষদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে। ১টি অ্যাকাউন্ট রাকিবুলের, আরও ১৫টি মুস্তাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী তুহিনার, বাকি ৬টি অ্যাকাউন্ট তারিকুল রহমানের'। এই তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করে আজ(সোমবার) নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ব্যাখ্যা করলেন কেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার জন্য ১৩ পাতার ফর্ম বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'যারা ১২ পাতা, ১৬ পাতা, ১৮ পাতা করছেন , জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নেতা ও তাদের দলকে বলব সংখ্যাটা কত হবে আমরা জানি না। অনুপ্রবেশকারী, হাজার-হাজার তৃণমূল নেতা , যারা মহিলা নন , তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুট করছেন। আমরা কাউকে ছাড়ব না। সিট গঠন করতে বলেছি। আমরা হিসাব করে দেখেছি। রাকিবুল, মুস্তাফিজুরদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা হবে। লুটেরাদের পার্টি কীভাবে লুট করেছে এটা তার প্রমাণ। তৃণমূল স্তর থেকে খতিয়ে দেখা হবে'। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মিথ্যা প্রচার চলছে। ফর্মপূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন অনেকে। জনগণ সহযোগিতা করেছেন। সোমবার থেকে অনলাইনে চালু হয়ে গিয়েছে। আশা করছি বুধবার আরও অনেকের ফর্ম ফিলআপের কাজ হয়ে যাবে'।

বিধানসভার সই জাল কান্ড প্রসঙ্গে

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের একাধিক বিধায়কের বাড়িতে কত কয়েক দিনে সিআইডির গোয়েন্দারা যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিরোধীদের উপরে রাজনীতির প্রতিহিংসা নেওয়া হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার সম্পূর্ণ খন্ডন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'অমুকের বাড়ি তমুকের বাড়ি সিআইডি যাচ্ছে বলে আপনারা দেখাচ্ছেন। এতে বিজেপি অথবা সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। গত ৯ মে আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একটি চিঠি লেখেন বিধানসভার অধ্যক্ষকে। সেই চিঠিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার কথা জানিয়ে চিঠি দেন। ১৮ মে বিধানসভার প্রধান সচিব আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক-কে দলীয় বৈঠকের মিনিটস জমা দেওয়ার জন্য চিঠি দেন। ২০ মে সেই চিঠির জবাব আসে। ২৭ মে দু'জন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এরপর ৪ পৃঃ

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন হলো

লোকভবনে মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ৩৫ বিজেপি বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ২২ দিন পরে গঠিত হলো রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী সভা। সোমবার কলকাতার লোকভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি শপথ বাক্য পাঠ করালেন ৩৫ বিজেপি বিধায়ক ও বিধায়িকাকে। এদিন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। সরকার গঠনের এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সোমবার রাজভবনে ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলেন। গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৯৪টির মধ্যে ২০৮টি আসন জিতে সরকার গঠন করে। ৯ মে ব্রিগেডের প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ কয়েকজন প্রথমে শপথ নেন। দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পান। তারপর এদিন এই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। সোমবার রাজ্যপাল আর এন রবি নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান। এই সম্প্রসারণে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত দফতর বণ্টন করবেন। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট বৈঠকের দিনে নতুন শপথ নেওয়া মন্ত্রীদের দফতর বন্টনের ঘোষণা করা হবে।

একনজরে মন্ত্রীদের সম্পূর্ণ তালিকা

ক্যাবিনেট মন্ত্রী (১৩ জন) দলের প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ একঝাঁক হেভিওয়েট নেতাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকায় রয়েছেন ১. দীপক বর্মণ (ফালাকাটা) ২. তাপস রায় (মানিকতলা) ৩. ডঃ শঙ্কর ঘোষ (শিলিগুড়ি) ৪. মনোজ কুমার ওরাওঁ (কুমারগ্রাম) ৫. অর্জুন সিং (নোয়াপাড়া) ৬. গৌরী শঙ্কর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ) ৭. স্বপন দাশগুপ্ত (রাসবিহারী) ৮. জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি) ৯. কল্যাণ চক্রবর্তী ১০. অজয় পোদ্দার (কুলটি) ১১. শাশ্বত মুখোপাধ্যায় (বিধাননগর) ১২. দুধকুমার মণ্ডল (ময়ূরেশ্বর) ১৩. অনুপ কুমার দাস।

প্রতিমন্ত্রী - স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত (৩ জন) তরুণ ও লড়াকু মুখদের কাজের স্বাধীনতা দিতে এই তিন নেতাকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী করা হচ্ছে ; ১. ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ (বেহালা পশ্চিম) ২. মালতি রাভা রায় (তুফানগঞ্জ) ৩. রাজেশ মাহাতো।

প্রতিমন্ত্রী (১৯ জন) আঞ্চলিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৯ জন বিধায়ককে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকায় একাধিক নতুন ও চমকপ্রদ নাম রয়েছে ১. জুয়েল মুর্মু ২. হরে কৃষ্ণ বেরা ৩. আনন্দময় বর্মন (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি) ৪. অশোক দিন্দা (ময়না) ৫. নাদিয়ার চাঁদ বাউরি ৬. বিশাল লামা (কালচিনি) ৭. শান্তনু প্রামাণিক ৮. মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৯. উমেশ রায় (হাওড়া উত্তর) ১০. পূর্ণিমা চক্রবর্তী (শ্যামপুকুর) ১১. কৌশিক চৌধুরী ১২. ভাস্কর ভট্টাচার্য ১৩. দিবাকর ঘরামি ১৪. অমিয় কিস্কু ১৫. কালিতা মাঝি (আউশগ্রাম) ; যিনি একসময় পরিচারিকার কাজ করতেন, আজ তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। ১৬. গার্গী দাস ঘোষ (কান্দি) ১৭. বিরাজ বিশ্বাস (করণদিঘি) ১৮. দীপঙ্কর জানা ১৯. সুমনা সরকার (বলাগড়)।

ঋতব্রত ও সন্দীপনকে দল থেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা কমে দাঁড়ালো ৭৮

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দলবিরোধী কার্যাকলাপে লিপ্ত থাকার পাশাপাশি বিরোধী বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার অভিযোগে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকেট বিজয়ী ২ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল। চিঠি দিয়ে ওই দু'জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তৃণমূল সূত্রে খবর, ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে ই-মেল এবং হোয়াট্সঅ্যাপ মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকেও। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী নাম না করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেন সিআইডি তদন্ত হচ্ছে তার কারণ হিসেবে তৃণমূলের এই দুই বিধায়কের দায়ের করা অভিযোগের কথা প্রকাশ্যে জানানোর পাশাপাশি দুই বিধায়কের নাম বলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'জনকে চিঠি দিয়ে বহিষ্কার করলো তৃণমূল। বিধানসভার সই জাল-কাণ্ডে সোমবার দুপুরে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, তৃণমূলের দুই বিধায়ক ঋতব্রত এবং সন্দীপনই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্পিকারকে। তার ভিত্তিতেই বিধানসভার সচিবালয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। শুভেন্দু জানান, পুলিশমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাছে বিষয়টি আসার পরেই তিনি সিআইডি-কে তদন্তে যুক্ত করার নির্দেশ দেন। শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তৃণমূল উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে বহিষ্কারের পরেই দুই বিধায়কের নাম না-করে ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি

এরপর ৪ পৃঃ

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে

ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন না অভিষেক

চিঠি দিয়ে ১৫ দিনের সময় চাইলেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিধানসভায় বিধায়কদের সই-জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে সিআইডির নোটিশ পাওয়ার পরেও ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল এবং পুলিশ সূত্রে খবর, হাজিরা দিতে না-পারার কারণ জানিয়ে সিআইডি-কে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সই-কাণ্ডের তদন্তে সোমবার দুপুর ১২টায় তাঁকে ভবানী ভবনে তলব করেছিল সিআইডি। অভিষেকের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, 'শারীরিক অসুস্থতার' কারণেই ভবানী ভবনে হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক। ওই সূত্রের দাবি, অভিষেকের ডান দিকের চোয়াল, ঘাড় এবং বুকের আশপাশে এখনও ব্যথা রয়েছে। আপাতত বাড়িতেই রয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের দেখতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিষেক। ওই দিন রাতেই বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অভিষেককে। সেখানে চিকিৎসা না-হওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁকে পরে মিন্টো পার্কের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে ভর্তি করানোর মতো গুরুতর শারীরিক পরিস্থিতি নয়। অভিষেককে বাড়িতেই বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সূত্রের আরও খবর, অভিষেকের বেশ কিছু ডাক্তারি পরীক্ষা এখনও বাকি। তাতে কিছুটা সময় লাগবে। সবমিলিয়ে সিআইডি হাজিরায় আরও খানিকটা সময় নিতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মর্মে তিনি ইমেল করে কয়েক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তদন্তকারীদের কাছে। বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষরে গরমিল ধরা পড়ায় বিধানসভার সচিব এফআইআর দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতে সিআইডি তদন্তে নেমে একাধিক বিধায়ককে নোটিস ধরায়। এ প্রসঙ্গে নোটিস দিয়ে তলব করা হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শনিবার তিনি এই নোটিস পাওয়ার পর সোনারপুরে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে ব্যাপকভাবে জনরোষের শিকার হন।

এরপর ৪ পৃঃ

ঘূর্ণাবর্তের কাঁটা

পিছাল বর্ষার দিনক্ষণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষার আগমন আরও এক দফা পিছিয়ে গেল। ১ জুন নির্দিষ্ট দিনেও কেরলে পা রাখল না দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়া দফতরের শেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩ জুনের আগে দেশে বর্ষা ঢোকার কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহবিদদের একাংশের আশঙ্কা, এই সময়সীমা আরও পার হয়ে যেতে পারে। এই নিয়ে চলতি মরসুমে তিন বার বর্ষা আসার দিনক্ষণ পিছাল ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি)। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, ২৬ মে সময়ের আগেই কেরলে বর্ষা চলে আসবে। পরে সেই তারিখ পিছিয়ে ২৮ মে করা হয়। এরপর বলা হয়েছিল, ১ জুন নির্ধারিত দিনেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা ঢুকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ও মিলল না। মৌসম ভবন জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থান করা একটি ঘূর্ণাবর্তের কারণেই এই বিলম্ব। ওই ঘূর্ণাবর্তটি বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে বাধা দিচ্ছে। যে বাতাস বর্ষাকে মূল ভূখণ্ডের দিকে ঠেলে পাঠায়, তাকে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে এটি। তবে ১ জুন থেকে এই বাতাস শক্তিশালী হতে শুরু করবে বলে আবহবিদরা মনে করছেন। ক্রমে তা বর্ষাকে মূল ভূখণ্ডের দিকে ঠেলে পাঠাবে। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে বর্ষা নামার নিশ্চিত তারিখ এখনই বলা সম্ভব নয়। কেরলে পা রাখার পর সাধারণত মৌসুমি বায়ু উত্তরের দিকে এগোয়। জুনের শেষ বা জুলাইয়ের শুরুতে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মৌসম ভবনের নিয়ম অনুযায়ী, তিনটি শর্ত পূরণ হলে তবেই দেশে সরকারিভাবে বর্ষা প্রবেশের ঘোষণা করা হয়। প্রথমত, কেরলের মোট আবহাওয়া কেন্দ্রের অন্তত ৬০ শতাংশে ভালো বৃষ্টি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, আরব সাগরের উপর পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ নির্দিষ্ট অঙ্কের চেয়ে বেশি থাকতে হবে। তৃতীয়ত, উপগ্রহ চিত্রে আকাশে পর্যাপ্ত মেঘের উপস্থিতি দেখা যাওয়া চাই। বর্তমানে কেরল এবং লক্ষদ্বীপের বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু কেরল উপকূলে পশ্চিমা বায়ু এখনও যথেষ্ট দুর্বল থাকায় বর্ষা এসেছে বলা যাবে না। বর্ষা কিছুটা দেরি করে এলে কি বড় কোনও সমস্যা হবে? মৌসম ভবন আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, নির্ধারিত

এরপর ৪ পৃঃ

আগামী সপ্তাহে বিএসএফ বিজিবি বৈঠক

নজর অবৈধবাসী বিতাড়নে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে বসছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরের মেগা বৈঠক। ৮ জুন থেকে শুরু হওয়া এই তিন দিনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিএসএফ এবং বিজিবি-র শীর্ষ কর্তারা মুখোমুখি হচ্ছেন। বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম দুই দেশের ডিজি পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটপরিবর্তনের আবহে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবারের বৈঠকের মূল ফোকাস সীমান্ত সুরক্ষায় কঠোরতা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ। পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর করায় নজরদারি আরও জোরদার হয়েছে। এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়লেই তাঁদের বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার এবং তাঁদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার' খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ধৃত অবৈধবাসীদের বিজিবি-র কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি বৈঠকের প্রধান আলোচ্য হতে চলেছে। পাশাপাশি সীমান্তে কাঁটাতারহীন এলাকা সুরক্ষিত করা, অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার অভিযোগ নিয়ে কড়া বার্তা দিতে পারে নয়াদিল্লি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, যার প্রায় ৮৬০ কিলোমিটার এখনও কাঁটাতারহীন। এর মধ্যে ১৭৪ কিলোমিটার এলাকা ভৌগোলিক কারণে দুর্গম। ফলে দুই দেশের সীমান্ত অপরাধ দমন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে এই আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন বিএসএফ প্রধান প্রবীণ কুমার এবং বাংলাদেশের পক্ষে থাকবেন বিজিবি-র ডিজি মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। পিটিআই সূত্রে খবর, মূলত সীমান্ত অপরাধ দমন এবং দুই বাহিনীর সমন্বয় নিয়েই কথা হবে। গত ফেব্রুয়ারিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্কে যে শৈত্য তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে সম্পর্ক মসৃণ করতে মরিয়া দুই দেশই। সেই আবহে দুই বাহিনীর এই বৈঠক সীমান্ত কূটনীতিতে নতুন মোড় আনতে পারে। ফাইল ফটো।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 2

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়

২ জুন ২০২৬ মঙ্গলবার

আশার সঞ্চার...

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির ভূরাজনীতিতে শান্তির খবর আজকাল বিরল ।সেই প্রেক্ষাপটে ইসরাইল ও লেবাননের সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বৈঠক নতুন আশার সঞ্চার করেছে ।দীর্ঘ কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো দুই দেশের প্রতিনিধিরা সরাসরি আলোচনায় বসেছেন যা শুধু কূটনৈতিক দিক থেকেই নয় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠককে 'ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেছেন পেন্টাগনের দ্বিতীয় শীর্ষ কর্মকর্তা এলব্রিজ কলবি ।তাঁর মতে,এই সংলাপ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক আলোচনার ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে ।বাস্তবিক অর্থে এটি এমন এক পদক্ষেপ যা সংঘাতের ভাষা থেকে আলোচনার ভাষায় ফেরার ইঙ্গিত বহন করে ।তবে আশার এই আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক ।সীমান্তে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলি হামলায় প্রাণহানির ঘটনা যেমন ঘটছে তেমনি হিজবুল্লাহও পাল্টা হামলা চালিয়ে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। ফলে আলোচনার টেবিলে যে ইতিবাচক বার্তা উঠে এসেছে তা এখনও যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতায় পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি ।এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন। লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন যথার্থভাবেই বলেছেন শান্তি আলোচনায় বাস্তব অগ্রগতি আনতে হলে প্রথম শর্ত একটি কার্যকর যুদ্ধবিরতি। কারণ গোলাগুলির শব্দের মধ্যে কূটনীতির ভাষা কখনও পূর্ণতা পায় না ।বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি না হলে আলোচনার ফলও দীর্ঘস্থায়ী হয় না ।যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।ওয়াশিংটন শুধু আলোচনার আয়োজনই করেনি বরং ভবিষ্যতেও এ ধরনের নিরাপত্তা সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ।এটি প্রমাণ করে যে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আগ্রহ এখনও অব্যাহত রয়েছে। ইসরাইল ও লেবাননের সম্পর্ক বহু দশক ধরে সংঘাত, অবিশ্বাস এবং রক্তক্ষয়ের ইতিহাসে আবদ্ধ। সেই প্রেক্ষাপটে একটি সফল বৈঠক হয়তো সব সমস্যার সমাধান নয় কিন্তু এটি শান্তির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইতিহাস সাক্ষী, বড় বড় সংঘাতের অবসানও শুরু হয়েছিল ছোট ছোট আলোচনার মাধ্যমে ।আজ প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা,পারস্পরিক সংযম এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া ।যদি যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনার পথকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত আকাশেও শান্তির নতুন সূর্য উদিত হতে পারে ।বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই এই বৈঠককে কেবল একটি কূটনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে ।এটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি সম্ভাবনার বার্তা যেখানে অস্ত্রের গর্জনের মাঝেও শান্তির জানালা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।

স্মৃতির পাতা থেকে

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (২৮ মে ১৮৮৩ , ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬), যিনি বীর সাভারকর নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং চিন্তাবিদ । ১৯২২ সালে রত্নগিরিতে বন্দী থাকাকালীন তিনি হিন্দুত্ব নামক হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দু মহাসভার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ।সাভারকর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীনই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন এবং পুনের ফার্গুসন কলেজে অধ্যয়নকালেও তা অব্যাহত রাখেন। তিনি ও তাঁর ভাই মিলে 'অভিনব ভারত সোসাইটি' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর সাভারকর 'ইন্ডিয়া হাউস' এবং 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি'-এর মতো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি বিপ্লবী পন্থায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বইও প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর একটি, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ, যা ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ নিয়ে লেখা, ব্রিটিশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ।১৯১০ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে এবং 'ইন্ডিয়া হাউস'-এর সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কারণে ভারতে ফেরত পাঠায়। ভারতে ফিরে আসার পর তাঁকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে ধারাবাহিক ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন করার পর ১৯২৪ সালে তিনি মুক্তি পান। কারাগার থেকে মুক্তির পর সাভারকর কার্যত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা বন্ধ করে দেন। ১৯৩৭ সালে রত্নগিরি জেলায় তাঁর উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর সাভারকর ব্যাপকভাবে ভ্রমণ শুরু করেন এবং হিন্দু রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের পক্ষে একজন প্রভাবশালী বক্তা ও লেখকে পরিণত হন। আহমেদাবাদে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তাঁর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ভারতকে একটি 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাকে সমর্থন করে ।১৯৩৯ সালে ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে অংশগ্রহণকারী ঘোষণা করলে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গণহারে পদত্যাগ করে। সাভারকরের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা বহু প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য অ-কংগ্রেস দলগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করে। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু করলে সাভারকর সেই আন্দোলন বয়কট করেন, নিজ নিজ দায়িত্বে অবিচল থাকোদ শিরোনামে একটি চিঠি লেখেন এবং ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের নিয়োগে উৎসাহিত করেন। ১৯৪৮ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে মহাত্মা গান্ধী হত্যাকাণ্ডে সহ-ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; তবে প্রমাণের অভাবে আদালত তাঁকে খালাস দেয়। তাঁর অনুসারীদের কাছে তিনি 'বীর' উপাধিতে পরিচিত, যার অর্থ 'সাহসী' বা 'বীরপুরুষ' তবে এই উপাধি নিয়ে অনেকের আপত্তিও রয়েছে ।তাঁকে তভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বিভাজনমূলক ব্যক্তিত্ব এবং বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিতর্কিত ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে ।আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের বিমানবন্দরের নাম ২০০২ সালে পরিবর্তন করে 'বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' রাখা হয় ।ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভ কমিশন কর্তৃক 'ইন্ডিয়া হাউস'-এ স্থাপিত স্মারক নীল ফলকগুলোর একটিতে লেখা রয়েছে তবিনায়ক দামোদর সাভারকর, ১৮৮৩, ১৯৬৬, ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও দার্শনিক এখানে বসবাস করতেন। আহমেদাবাদের নারানপুরায় অবস্থিত 'বীর সাভারকর ক্রীড়া কমপ্লেক্স'-এর নামও তাঁর নামে রাখা হয়েছে ।ভারত সরকার ১৯৭০ সালে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল ।২০০৩ সালে ভারতীয় সংসদে সাভারকারের একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়েছিল ।১৯১১ সালে তাঁকে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে (কালাপানি) পাঠানো হয়। সেখানে সাভারকরের ওপর অমানুষিক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু এই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর ভেতরের কবি ও লেখক সত্তা দমে যায়নি। জেলের দেওয়ালে পাথরের টুকরো দিয়ে স্ক্র্যাপ করে তিনি হাজার হাজার লাইনের কবিতা লিখেছেন এবং তা মুখস্থ করে রেখেছেন। দীর্ঘ এক দশক আন্দামানে বন্দি থাকার পর, ব্রিটিশ সরকারের কাছে বেশ কয়েকটি ক্ষমাভিক্ষা বা মুচলেকা আবেদন (মার্সি পিটিশন) জমা দেওয়ার পর ১৯২১ সালে তাঁকে মূল ভূখণ্ডের জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৯২৪ সালে রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরের পর কিছু কঠোর শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় ।শর্তানুযায়ী তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারতেন না এবং রত্নগিরি জেলার বাইরে যেতে পারতেন না ।রত্নগিরিতে অন্তরীণ থাকাকালীন সাভারকর তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেন যা ছিল সমাজ সংস্কার। তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি দলিতদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার এবং সমবেত ভোজনের পক্ষে সওয়াল করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুত্ব' তত্ত্বের অবতারণা করেন যা ভারতকে একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক একক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে ।১৯৩৭ সালে তাঁর ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর তিনি 'অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা'-র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন।

বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরএসএসের দ্রুত বিস্তার

তৎপরতা যাদবপুরেও ?

পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদলের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। দীর্ঘদিন ধরে যেখানে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রভাব ছিল প্রবল, সেখানে এখন দ্রুত সংগঠন বিস্তার করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সংগঠন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক সংগঠন এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা মঞ্চে এই পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় জয়ের পর থেকেই এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের পর্যবেক্ষণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রকে বামপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে দেখা হতো। পরে তৃণমূল কংগ্রেসও ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই পুরনো সমীকরণে ফাটল ধরতে শুরু করেছে ।সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি। সংগঠনের নেতাদের দাবি, নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ৯৬টি কলেজে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। কিন্তু ফল ঘোষণার দু'সপ্তাহের মধ্যেই সেই সংখ্যা ৪০০-র বেশি হয়ে গিয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ নয়, বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন ইউনিট গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে বলেও দাবি তাদের ।এবিভিপির নেতাদের বক্তব্য, বহু ছাত্র তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের শাখা খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। এমনও দাবি করা হয়েছে, আগ্রহ দেখানো ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বা এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও এই দাবির স্বাধীন যাচাই এখনও হয়নি ।শুধু ছাত্র সংগঠন নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বাড়ছে বলে খবর। ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল এবং অখিল ভারতীয় জাতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের মতো সংগঠনগুলিও নতুন সদস্য ও সমর্থকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে বলে দাবি করেছে। এই সংগঠনগুলির মতে, নির্বাচনের ফলাফলের পর বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ।এই পরিস্থিতিকে আরএসএস নেতৃত্ব একটি বৃহত্তর আদর্শগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখছে। তাঁদের মতে, বাংলা এমন একটি অঞ্চল যেখানে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ঐতিহাসিক শিকড় রয়েছে। কিন্তু কয়েক দশক ধরে সেই ঐতিহ্য আড়ালে চলে গিয়েছিল। এখন রাজ্যের মানুষ নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের দিকে ফিরে যেতে চাইছেন বলে তাঁদের দাবি ।সংগঠনের নেতারা আরও বলছেন, অতীতে বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁরা কঠিন ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। কারণ সেখানে বামপন্থী প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং পরে তৃণমূলও নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সেই বাধা ভেঙে দিয়েছে। ফলে যেসব জায়গায় আগে সংগঠন বিস্তার করা কঠিন ছিল, সেখানেও এখন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে ।পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিবর্তন কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মাধ্যমে বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রের আদর্শগত চরিত্রেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন, গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং প্রতিবাদী সংস্কৃতির জন্য পরিচিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন নতুন রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি দৃশ্যমান হচ্ছে ।এরই মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে আরএসএসের কার্যকলাপ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বহু বছর ধরে যাদবপুরকে বাম-উদারপন্থী চিন্তার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়েছে ।তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রবণতাকে ভিন্নভাবে দেখছে। তাঁদের মতে, ক্ষমতার পরিবর্তনের পর অনেকেই নতুন শাসক দলের ঘনিষ্ঠ সংগঠনের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত চরিত্র স্থায়ীভাবে বদলে যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসাহও কমে যেতে পারে ।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। গত কয়েক দশক ধরে আরএসএস বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্য সেই দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টাকে নতুন গতি দিয়েছে ।এখন দেখার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নতুন সাংগঠনিক বিস্তার কতটা স্থায়ী হয় এবং আগামী দিনে ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতির উপর এর কী প্রভাব পড়ে। তবে এটুকু স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের অভিঘাত ইতোমধ্যেই শ্রেণিকক্ষ, ক্যাম্পাস ও শিক্ষাঙ্গনের করিডরে পৌঁছে গিয়েছে। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

বাসে বিনা ভাড়া, অন্নপূর্ণার সূচনা

প্রতিশ্রুতি পূরণের বার্তায় নতুন সরকারের প্রথম দিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নতুন মন্ত্রিসভার শপথের দিনেই জন মুখী দু'টি বড় সিদ্ধান্ত কার্যকর করে রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট করল রাজ্যের নতুন সরকার। একদিকে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা চালু হল, অন্যদিকে প্রশাসনিক স্তরে গতি পেল অন্নপূর্ণা যোজনা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে;সোমবার এমনই দাবি শাসক শিবিরের। রাজ্যের সর্বত্র সরকারি পরিবহণে মহিলা যাত্রীদের আর ভাড়া দিতে হবে না বলে ঘোষণা করেন মুখ ্যমন্ত্রী। পাহাড় থেকে উপকূল, পরিবহণ নিগমের আওতাধীন সমস্ত রুটে এই সুবিধা কার্যকর হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। ইতিমধ্যেই বাসকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রতিদিন কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা বাজারে যাতায়াত করা লক্ষাধিক মহিলার মাসিক ব্যয়ের একটি বড় অংশ কমবে বলে মনে করছে প্রশাসন। একই দিনে সামনে আসে অন্নপূর্ণা যোজনার অগ্রগতির ছবিও। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, উপভোক্তাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রশাসন সক্রিয় হয়েছে। জেলা পর্যায়ে নজরদারির জন্য জ্যেষ্ঠ আমলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহায়তাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের প্রথম দিনের এই পদক্ষেপ কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভোটের আগে দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি প্রতীকী সূচনা। কারণ, নির্বাচনী প্রচারে নারী নিরাপত্তা, আর্থিক স্বস্তি এবং দরিদ্র পরিবারকে সহায়তার প্রশ্নই ছিল অন্যতম প্রধান আলোচ্য। তবে বিরোধী শিবির ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র ভাড়া মকুব করলেই হবে না; পর্যাপ্ত বাস, নির্ভরযোগ্য পরিষেবা এবং যাত্রী নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও সমান জরুরি। যদিও সরকারের বক্তব্য, পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং পরিষেবার মানোন্নয়নের কাজ ধাপে ধাপে এগোবে। শপথ গ্রহণের দিনেই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সূচনা করে নতুন প্রশাসন যে রাজনৈতিক প্রত্যাশার মানদণ্ড নিজেই আরও উঁচুতে তুলে দিল, তা নিয়ে দ্বিমত নেই রাজনৈতিক মহলের। এখন নজর থাকবে;ঘোষণার পর বাস্তবের পথে এই কর্মসূচিগুলি কত দ্রুত এবং কতটা কার্যকরভাবে পৌঁছয় সাধারণ মানুষের দরজায়।

সোনারপুরের অভিঘাতকে হাতিয়ার সমাজমাধ্যমে পাল্টা আক্রমণে অভিষেক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা,
কলকাতা

সোনারপুরের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত থামার বদলে আরও তীব্র হচ্ছে। মাঠের লড়াই এবার সরাসরি পৌঁছে গেল সমাজমাধ্যমের পর্দায়। শনিবারের বিতর্কিত ঘটনার পর সোমবার নতুন বার্তায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর আরও চড়ালেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে শুধু ক্ষোভ নয়, ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর এক অভিযোগের কাঠামোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দলীয় সূত্রের মতে, সোনারপুরে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগের পর থেকেই অভিষেক ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন হামলা হিসেবে নয়, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন।

শঙ্কর ঘোষকে ঘিরে বাড়ছে শিলিগুড়ির প্রত্যাশা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ির রাজনীতিতে বহু দিন পর এমন একটি মুহূর্ত এল, যখন কোনও নির্বাচনী জয় নয়, বরং প্রশাসনের কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়াই আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার পর শঙ্কর ঘোষকে ঘিরে পাহাড়-সমতলের সংযোগস্থল এই শহরে শুরু হয়েছে নতুন হিসাব-নিকাশ। কারণ, ভোটে প্রতিপক্ষকে হারানোর সাফল্য আর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব; এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান কম নয়। সোমবার শপথ নেওয়ার পর থেকেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহলে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে; রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করা এই নেতা কি এবার শহরের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন?

সাম্প্রতিক দুই বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুই পরিচিত রাজনৈতিক মুখকে পরাস্ত করে শঙ্কর ঘোষ নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করেছেন। একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটি এবং পরে তৃণমূলের প্রভাববলয়ে থাকা শিলিগুড়িতে তাঁর ধারাবাহিক সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার পরিচয় নয়, উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেরও ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু মন্ত্রীত্বের সঙ্গে প্রত্যাশার বোঝাও বেড়েছে। শহরের নাগরিকদের একাংশের মতে, যানজট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা এবং কর্মসংস্থানের সংকট; এই চারটি প্রশ্নই এখন শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে শহরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি সেই সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় তুলে আনতে পারে বলেই আশা করছেন তাঁরা। উল্লেখ যোগ্যভাবে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মহলেও তাঁর মন্ত্রী হওয়া নিয়ে প্রকাশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া শোনা যায়নি। বরং অনেকের বক্তব্য, দলীয় মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু শহরের উন্নয়ন যদি গতি পায়, তার সুফল পাবেন সাধারণ মানুষই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল একজন বিধায়ককে পুরস্কৃত করার বার্তা নেই। উত্তরবঙ্গে নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও মজবুত করার বৃহত্তর কৌশলও লুকিয়ে রয়েছে। সেই কারণেই শঙ্কর ঘোষের মন্ত্রীত্বকে অনেকেই উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে দেখছেন। এখন নজর একটাই; ভোটের ময়দানে অর্জিত আস্থা তিনি প্রশাসনিক ফলাফলে রূপাস্ত ন্র করতে পারেন কি না। কারণ, শিলিগুড়ির মানুষ আজ একজন বিজয়ী নেতার চেয়ে বেশি, একজন কার্যকর মন্ত্রীর অপেক্ষায়।

তৃণমূল শিবিরে ভাঙনের গুঞ্জন

পাল্টা শক্তির বার্তা মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দলের ভিতরে অস্বস্তি বাড়ছে, একের পর এক নেতা প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানাচ্ছেন, দুই বিধায়কের বহিষ্কার ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। ঠিক এমন এক সময়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়; চাপ, প্রলোভন কিংবা ভয় দেখিয়ে তাঁর দলকে দুর্বল করা যাবে না। সোমবার সমাজমাধ্যমে সরাসরি বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতার কথায় বারবার উঠে আসে রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ। তাঁর দাবি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একটি অংশের কাছে বিভিন্ন সূত্র থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কখনও তদন্তের ভয়, কখনও প্রশাসনিক চাপ দেখিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্য বদলানোর চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। দিনভর রাজনৈতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ঘটনা ছিল দুই বিধায়কের দলচ্যুতি। সেই ঘটনার পরেই মমতার বক্তব্যকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। যদিও বহিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি সরাসরি মন্তব্য করেননি, তবু তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল সংগঠনের ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান ।তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, ভোট- পরবর্তী সময়ে বহু এলাকায় দলের কর্মী-সমর্থকেরা আক্রমণের মুখে পড়েছেন। ভাঙচুর হয়েছে দলীয় কার্যালয়ও। একই সঙ্গে তিনি সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে ঘটনার নেপথ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন।

খবর

ধর্নার আগেই ধর্মতলায় সংঘাতের আবহ

মঞ্চ ঘিরে মুখোমুখি তৃণমূল-পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ধর্না শুরু হতে এখনও ঘণ্টা কয়েক বাকি। কিন্তু তার আগেই রানি রাসমণি রোড যেন রাজনৈতিক শক্তি-পরীক্ষার মঞ্চ হয়ে উঠল। মঞ্চ তৈরির উদ্যোগকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যায় ধর্মতলা চত্বরে তৈরি হল টানটান উত্তেজনা। একদিকে পুলিশি কড়াকড়ি, অন্যদিকে রাস্তায় বসে প্রতিবাদে নামলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবারের অবস্থান কর্মসূচিকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আগেই। কিন্তু দলের অভিযোগ, নির্ধারিত স্থানে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হতেই প্রশাসন বাধা দেয়। সরঞ্জাম নামানো থেকে নির্মাণ; সবকিছুই আটকে দেওয়া হয় বলে দাবি শাসকবিরোধী শিবিরের। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কুণাল ঘোষ। তাঁর নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকদের একাংশ রাস্তার উপরেই বসে প্রতিবাদ শুরু করেন। তৃণমূলের বক্তব্য, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হামলার ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচিকে কার্যকর হওয়ার আগেই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দলের দাবি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত করার প্রবণতাই এ দিনের ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক মহলের যুক্তি ভিন্ন। শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত অংশে বৃহৎ জমায়েতের প্রভাব, যান চলাচলের চাপ এবং সাম্প্রতিক সংঘর্ষের আবহ; সব দিক বিবেচনা করেই সতর্ক অবস্থান নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে সূত্রের দাবি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ঘটনাটি কেবল একটি মঞ্চ তৈরির বিতর্ক নয়। নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণ যে আরও তীব্র হয়েছে, ধর্মতলার এই অচলাবস্থা তারই প্রতীক। কারণ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের সতর্কতা যেমন রয়েছে, তেমনই বিরোধী রাজনীতির পরিসর সংকুচিত হওয়ার অভিযোগও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে অনুমতি-জট, রাস্তার প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি অভিযোগের আবহে রানি রাসমণি রোড এখন রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। রাত যত গড়াবে, নজরও তত সেখানেই আটকে থাকবে।

শপথের মঞ্চে অর্জুনের বার্তা

ক্ষোভ নয়, কাজই এখন একমাত্র লক্ষ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা,
কলকাতা

রাজনীতির লড়াইয়ে বহু ঝড় দেখেছেন তিনি। হামলা, হুমকি, সংঘাত; সবকিছুর সাক্ষী থেকেও মন্ত্রিত্বের শপথ নেওয়ার দিন অতীতের হিসাব মেলানোর পথে হাঁটলেন না নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। বরং লোক ভবনের শপথমঞ্চ থেকে তাঁর বার্তা, দায়িত্বই এখন সবচেয়ে বড় পরিচয়। সোমবার রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন জানালেন, ব্যক্তিগত বিরোধ বা প্রতিশোধের রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ নেই। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানা আক্রমণের শিকার হওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বলেন, অতীতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চান। তাঁর কথায়, কারও প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কোন দফতরের দায়িত্ব তাঁর হাতে আসতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও সেই প্রশ্নে মুখ খোলেননি বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যে দায়িত্বই দেওয়া হোক, মাঠের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই মানুষের জন্য কাজ করতে চান। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অর্জুন সিংয়ের এই সংযত অবস্থান নতুন সরকারের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ভোট-পরবর্তী উত্তপ্ত আবহে প্রতিহিংসার বদলে প্রশাসনিক দায়িত্বের উপর জোর দেওয়ার বার্তা দিতে চাইছে শাসক শিবির। সেই কৌশলের প্রতিফলনই দেখা গেল তাঁর বক্তব্যে। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ থেকে নোয়াপাড়ার বিধায়ক; দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এবার মন্ত্রীসভার সদস্য অর্জুন। তাঁর শপথ শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের মুহূর্ত নয়, বিজেপির নতুন প্রশাসনিক কাঠামোয় অভিজ্ঞ নেতৃত্বকে সামনে আনার রাজনৈতিক সংকেত বলেও মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। এখন নজর, তাঁর হাতে কোন দায়িত্ব আসে এবং সেই দায়িত্ব পালনে তিনি কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন।

উত্তরবঙ্গে মন্ত্রিত্বের দশ মুখ, নতুন সমীকরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা,
কলকাতা

রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার শপথপর্ব শেষ হতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এক অন্যরকম প্রত্যাশার আবহ। কারণ সংখ্যার নিরিখে নয়, রাজনৈতিক বার্তার দিক থেকেও এবারের মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গের উপস্থিতি নজরকাড়া। একসঙ্গে দশ জন জনপ্রতিনিধির প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়াকে অনেকেই দেখছেন দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক দাবির স্বীকৃতি হিসেবে। চা-বাগান, সীমান্ত অঞ্চল, পাহাড়ের পাদদেশ কিংবা কৃষিনির্ভর জনপদ; উত্তরবঙ্গের বিচিত্র ভৌগোলিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মন্ত্রিসভার গঠনে। পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক, দীপক বর্মন, শঙ্কর ঘোষ এবং মনোজ ওঁরাও। অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রী ও স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর পদে জায়গা পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের আরও ছয় জন বিধায়ক। ফলে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান হল। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে মালদহ; নানা জায়গায় রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। অনেকের বক্তব্য, এতদিন উত্তরবঙ্গের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও সেগুলির সমাধান প্রক্রিয়া প্রায়শই কলকাতাকেন্দ্রিক প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের আড়ালে চাপা পড়ে যেত। এবার পরিস্থিতি বদলানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই নিয়োগের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গ রাজ্যের রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে যে অঞ্চল বড় ভূমিকা নিয়েছে, মন্ত্রিসভার বিন্যাসে সেই বাস্তবতার প্রতিফলন স্পষ্ট। ক্ষমতার কেন্দ্র ও সীমান্তবর্তী জনপদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর বার্তাও এতে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশা, রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, কৃষি ও কর্মসংস্থান; বহুদিনের অমীমাংসিত প্রশ্ন এবার দ্রুত প্রশাসনিক গুরুত্ব পাবে। তবে প্রত্যাশার পাশাপাশি চাপও কম নয়। কারণ সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্বকে বাস্তব উন্নয়নে রূপান্তর করাই হবে নতুন মন্ত্রীদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গকে ঘিরে সরকারের ভবিষ্যৎ রূপরেখার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে এই মন্ত্রিসভায়। এখন নজর থাকবে, উৎসবের আবহ কত দ্রুত বাস্তব উন্নয়নের ছবিতে বদলে যায়।

রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার শপথপর্ব শেষ হতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এক অন্যরকম প্রত্যাশার আবহ। কারণ সংখ্যার নিরিখে নয়, রাজনৈতিক বার্তার দিক থেকেও এবারের মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গের উপস্থিতি নজরকাড়া।

এবার নজর বেআইনি নির্মাণে, অডিটের মুখে কলকাতা পুরসভা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

তৃণমূল আমলে জরিমানার বিনিময়ে কত অবৈধ নির্মাণকে আইনি তকমা দেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। বিল্ডিং রেগুলারাইজ়েশন সংক্রান্ত পুরনো সব ফাইলপত্রের অভ্যন্তরীণ অডিটের নির্দেশ দিয়েছেন পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। গত কয়েক বছরে শহরের ঠিক কতগুলি বেআইনি বহুতল 'বৈধ' হয়েছে, বিল্ডিং বিভাগকে এখন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নথি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে হবে। এই নির্দেশ ঘিরে ইতিমদ্ধেই পুরসভার অন্দরমহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া অবস্থান ও বুলডোজার অভিযান দেখা গিয়েছে। তার মাঝেই এই অভ্যন্তরীণ অডিট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরসভার একাংশের মতে, এই স্ক্রুটিনির মাধ্যমে অতীতে রেগুলারাই জেশনের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে মানা হয়েছিল কি না, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা চলছে। অডিটের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হতে পারে বলেও প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। যদিও গোটা বিষয়টিকে রুটিন প্রক্রিয়া বলেই দাবি করছেন বিল্ডিং বিভাগের কয়েক জন আধিকারিক। তাঁদের বক্তব্য, 'এ ধরনের অডিট কোনও নতুন বিষয় নয়।' প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং নথিপত্রের সত্যতা যাচাই করতে সময়ে সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়ে থাকে। ফলে বর্তমান নির্দেশকে অস্বাভাবিক ভাবে দেখার কোনও কারণ নেই বলেই মত তাঁদের। উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগটি বর্তমানে নিজের হাতেই রেখেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। স্বাভাবিক ভাবেই এই অডিটের ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।বিরোধীদের একাংশের দাবি, অবৈধ নির্মাণ এবং সেগুলিকে পরবর্তী কালে বৈধতা দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে। অডিট রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে সেই বিতর্কের অনেকটাই স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নজর পুরসভার অভ্যন্তরীণ তদন্ত ও তার পর্যবেক্ষণের দিকেই। ফাইল ফটো।

তারকাহীন শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা

'ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল' দেখছেন রুদ্রনীলরা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে পালাবদলের পর সোমবার প্রকাশিত হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৪১ জনের নতুন মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ তালিকা। তবে মন্ত্রী, স্বাধীন প্রতিমন্ত্রী কিংবা প্রতিমন্ত্রীদের এই দীর্ঘ তালিকায় ব্রাত্যই থেকে গেল টলিউড। চার জন তারকা বিধায়ক পদে জিতলেও মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি একজনও। গত ৪ মে-র পর থেকেই 'রাজনীতিমুক্ত টলিউড'-এর যে আওয়াজ উঠেছিল, এই তালিকা যেন তাকেই মান্যতা দিল। তারকারা মন্ত্রী না হওয়ায় বিনোদন দুনিয়া এবং রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এক নামী সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই নিয়ে মুখ খুললেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অরিজিৎ দত্ত, রুদ্রনীল ঘোষ এবং অতনু রায়চৌধুরী। মন্ত্রিসভায় টলিউডের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রিয়া সিনেমাহলের মালিক অরিজিৎ দত্ত অবশ্য একেবারেই অবাক নন। উল্টে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন তারকাদের ভূমিকা নিয়েই। অরিজিতের কথায়, 'বলিউড, টলিউডের অনেক তারকা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। মন্ত্রিসভায় বা সংসদভবনে তাঁরা সিনেমাদুনিয়ার কথা কতটা বলেছেন?' এই প্রসঙ্গে সুনীল দত্ত, বৈজয়ন্তী মালা, জয়া বচ্চন, হেমা মালিনী থেকে শুরু করে এ রাজ্যের দেব, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাহরণও টেনেছেন তিনি। তবে তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় তলপতির নাম ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে অরিজিৎ জানান, তিনি প্রথম থেকেই বিনোদনদুনিয়ার সমর্থনে ইতিবাচক পদক্ষেপ করছেন। অরিজিতের মতে, টলিপাড়ার কেউ মন্ত্রী হবেন এমন আশা তিনি করেননি। যিনি যে দায়িত্ব পাচ্ছেন, তিনি তা সঠিক ভাবে পালন করলেই রাজ্য ও ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল। আপাতত দেশের বাইরে থাকা অভিনেত্রী-প্রযোজক ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এই তালিকা দেখে কিছুটা রক্ষণাত্মক পথই বেছে নিয়েছেন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যক্তিগত মতামত দিতে চাননি তিনি। ঋতুপর্ণার মতে, যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তবে টলিউডের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, মন্ত্রী না হলেও টলিউডের কিছু প্রতিনিধি তো বিধায়ক হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ইতিবাচক কাজকর্ম করবেন। নতুন মন্ত্রিসভার কাছে ঋতুপর্ণার স্পষ্ট আবেদন, 'যিনিই মন্ত্রী হোন না কেন, তিনি যেন ইতিবাচক হন। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হন। বিপদে তাঁকে যেন পাওয়া যায়। তখন যেন তাঁরা অধরা না হয়ে যান।' সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সুস্থ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরির দাবিও জানিয়েছেন তিনি। বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের গলাতেও শোনা গেল আশ্বাসের সুর। সদ্যপ্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আগের সরকার তাঁকে ব্রাত্য করেছিল নন্দনে। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকলের আগে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এবং নন্দনে তাঁকে যাতে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়, তার আয়োজন করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত, টলিউডের প্রতিনিধি না হলেও বিনোদন দুনিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নতুন সরকার।' নিজে মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছিলেন কি না, সেই প্রশ্নে রুদ্রনীলের সাফ জবাব, 'যিনি যে পদের যোগ্য, তাঁকে সেই পদই দেওয়া হবে। এই বিশ্বাস আমার আছে। আমিও এত বড় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, এটা ভেবেই সন্তুষ্ট।' তথ্য-সংস্কৃতি দফতর মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রাখায় টলিউডের ভালোই হবে বলে মনে করেন তিনি। অন্যদিকে, প্রযোজক তথা হাই কোর্টের আইনজীবী অতনু রায়চৌধুরীও সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে জানান, এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে।

সিজিও-তে রথীন

দলের 'খামতি' নিয়ে বিস্ফোরক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। সোমবার সকালে ইডির দফতরে ঢোকার আগে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মধ্যমগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক। বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রসঙ্গে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'কোথায় খামতি, তা বুঝতে পারলে অনেক কিছু হত।' একই সঙ্গে এ দিন রাজভবনে শপথ নেওয়া নতুন মন্ত্রীদের শুভেচ্ছাও জানান তিনি।এ বারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে ৮০-তে নেমে এসেছে। জায়গায় জায়গায় দলের শীর্ষ নেতারা জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ছেন। সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। আমজনতার এই ক্ষোভের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রথীন বলেন, 'সেটা বুঝতে পারলে অনেক কিছু হত। মানুষ চায়নি, তাই...। বিভিন্ন কারণে হয়নি।' তবে এর বেশি বিষদ ব্যাখ্যা দিতে চাননি তিনি। রবিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা জরুরি বৈঠকে ৬০ জন তৃণমূল বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে বৈঠকটি বাতিল করতে হয়। নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর সাফাই, 'আমার তো শরীর খারাপ। তাই যেতে পারিনি।' তবে দলের অন্দরে কোনও বড় ফাটল নেই বলেই দাবি তাঁর। এ দিন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে নতুন মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, বিধায়ক হিসেবে এলাকার উন্নয়নে তাঁদের সহযোগিতা পাবেন। এর আগে গত ১৫ মে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন রথীন। ২৫ মে পুনরায় তলব করা হলেও তিনি হাজিরা দেননি। ভোটের আগে ব্যস্ততার অজুহাতে একাধিক বার হাজিরা এড়িয়েছিলেন। সোমবার প্রয়োজনীয় নথি হাতে নিয়ে ইডি দফতরে ঢোকার সময় বিধায়ক জানান, 'ডেকেছে, তাই এসেছি। যে নথিগুলো চেয়েছিল, সেগুলো নিয়ে এসেছি।'

সরানো হলো লেকটাউনের সেই বিপজ্জনক মেসি-মূর্তি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় অবশেষে লেকটাউন থেকে সরিয়ে নেওয়া হল ফুটবলের রাজপুত্র লিয়োনেল মেসির ৭০ ফুট উঁচু বিশালাকার মূর্তিটি। সোমবার দুপুরে একটি হাইড্রলিক ক্রেনের সাহায্যে পাটাতন থেকে নামিয়ে মূর্তিটি সতর্কতার সাথে ট্রাকে তোলে পূর্ত দফতর (পিডব্লিউডি)।

আপাতত পিডব্লিউডির নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই নিরাপদে রাখা হবে এটি। তবে বিকল্প কোন জায়গায় এটি পরবর্তীতে পুনর্স্থাপন করা হবে, তা রাজ্য সরকার বা পূর্ত দফতর এখনও খোলসা করেনি। তবে বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী জল্পনা চলছে , রবীন্দ্র সরোবর বা ইকো পার্কে ঠাঁই হতে পারে এই মূর্তির। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নবান্নই।

ভিআইপি রোডের আন্ডারপাসের ওপর বসানো এই বিশালাকার মূর্তিটি নিয়ে সম্প্রতি তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। দিন কয়েক আগে ঝড়ের দাপটে মূর্তিটি বিপজ্জনকভাবে দুলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা। তাঁরাই প্রথমে লেকটাউন থানায় খবর দেন। পুলিশ মারফত খবর পেয়ে পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। পূর্ত দফতরের ঠিকাদার প্রবীর পাল জানান, মূর্তির 'ফাউন্ডেশন বোল্ট'-এ গোলমাল রয়েছে। মূর্তিটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে এবং যে কোনও সময়ে তা পড়ে যেতে পারে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত এটি সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। সোমবার সেই মোতাবেক শুরু হয় অপারেশন। পূর্ত দফতরের ডেপুটি প্রোজেক্ট ম্যানেজার সূর্যকান্ত গিরি জানান, পাটাতন লোহার কাঠামোতে স্ক্রু দিয়ে বসানো ছিল। সেই স্ক্রু খুলে মূর্তি কাঠামো থেকে সরানো হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। সরানোর সময় মূর্তির যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্ত্রীর সেই নির্দেশ মেনেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ শেষ করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা।গত বছরের ডিসেম্বরে কলকাতা সফরে এসে স্বয়ং আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা রিমোট টিপে এই মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে সরকারি জমিতে এই মূর্তি বসানো নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছিল। প্রসঙ্গত, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসু সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন।মেসির সেই কলকাতা সফর ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেও চরম নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কেটেও প্রিয় তারকাকে মাঠে মাত্র ১৬ মিনিট দেখতে পান ভক্তরা।

নিরাপত্তার কারণে রক্ষীরা মেসিকে সরিয়ে নিলে ক্ষুব্ধ জনতা স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায়, বোতল ছোড়ে। গ্যালারি থেকে মেসিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্পষ্ট দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। যুবভারতীর এই তাণ্ডব নিয়েও পরবর্তীতে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কাঠামোগত ত্রুটির জেরে শহরের বুক থেকে অপসারিত হল ফুটবল ঈশ্বরের বিতর্কিত এই মূর্তি। আপাতত দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও মেসির মূর্তি শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থায়ী জায়গা পাবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। শহরবাসীর একাংশ চান এটি ইকো পার্কেই পুনর্স্থাপিত হোক, যেখানে ফুটবলপ্রেমীরা সহজেই এটি দেখতে পাবেন। তবে সবটাই নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের সবুজ সঙ্কেতের ওপর। প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে ফুটবল কলকাতার আমজনতা।

'বিরোধী বিধায়ক হতে ভয়', 'দলবদলু'দের খোঁচা কুণালের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দলের খারাপ সময়ে 'হাঁটু কাঁপছে' একদা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা সুবিধাবাদীদের। বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের মাস কাটতেই তৃণমূলের অন্দরে মাথাচাড়া দেওয়া বিদ্রোহ ও দলবদলের জল্পনা নিয়ে এভাবেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সই জাল সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক তখনই সোমবার সমাজ মাধ্যমে দীর্ঘ বিস্ফোরক পোস্টে দলবদলুদের 'কাপুরুষ' ও 'বেইমান' বলে দাগিয়ে দিলেন তিনি। স্পষ্ট জানালেন, একসময় বিপদে পড়ে দল তাঁর পাশ থেকে সরলেও, তৃণমূলের এই চরম দুঃসময়ে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে এক ইঞ্চিও সরবেন না। ভবিষ্যতে এর জন্য তাঁর উপর অনেক ঝড়, নিগ্রহ বা হয়রানি নেমে এলেও তিনি নেত্রীর পাশেই অবিচল থাকবেন। তৃণমূল বিধায়কের নিশানায় মূলত তাঁরাই, যাঁরা এখন 'বিলম্বিত বিবেক জাগরণের' কথা বলে দমবন্ধ হওয়ার অজুহাতে দূরত্ব তৈরি করছেন। কুণালের প্রশ্ন, 'আজ দিদি মুখ্যমন্ত্রী হলে তো অনেকেই মন্ত্রী হওয়ার জন্য লবি করতেন। এখন হঠাৎ নানা কারণ দেখিয়ে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা হচ্ছে? এটা কাপুরুষতা।' কড়া ভাষায় তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, দলবদলু নেতারা কেউ নিজেদের ক্ষমতায় নির্দল হিসেবে জেতেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, প্রচার এবং তৃণমূলের প্রতীক ব্যবহার করেই তাঁরা বৈতরণী পার হয়েছেন। এখন বিরোধী বিধায়ক হতে তাঁদের কিসের এত ভয়, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কুণাল। তাঁর কটাক্ষ, 'দলের ভালো সময়ে যাঁরা ক্ষমতা, ছবি আর সেলফি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আজ খারাপ সময়ে তাঁদের হাঁটু কাঁপছে কেন? সরকার পক্ষে থাকলে যাঁরা সাহসী, আজ বিরোধী বিধায়ক হতে তাঁদের এত ভয় কিসের?' কুণাল অবশ্য নিজের দলের রণকৌশল এবং লোক চেনার ক্ষেত্রে বিরাট ভুল হয়েছে বলে মেনে নিয়েছেন। নেতৃত্বের একাংশের প্রতি তাঁর নিজেরও বহু ক্ষোভ, যন্ত্রণা আর অভিমান রয়েছে। দলের কিছু নেতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, লোক চেনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মীদের গুরুত্বহীন করে দেওয়ার সমালোচনাও করেছেন তিনি। অতীতে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই দুঃসময়ে জ্ঞানত কোনও অপরাধ না করলেও, আজ যাঁরা 'বিপ্লবী' সাজছেন, তাঁরা সেদিন তাঁর সমর্থনে একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি। তবুও সুবিধাবাদী ও স্তাবকদের ঘোর বিরোধী কুণাল সমস্ত ক্ষোভ ভুলে দলের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। কর্মপদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভ থাকলে তা দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে বা প্রয়োজনে প্রকাশ্যে, কিন্তু দলের পাশে থেকেই বলা উচিত বলে তিনি মনে করেন। দলবদলের এই স্রোতের জন্য অবশ্য বিরোধী শিবির বিজেপিকে খুব একটা কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ কুণাল। তাঁর মতে, বিজেপি যদি তৃণমূলের কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানার চেষ্টা করে, তাতে বিজেপির কোনও দোষ নেই। কারণ, অতীতে তৃণমূলও বিরোধীদের নিয়ে 'যোগদান মেলা' করেছে। তবে কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের সই জালের বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়াকে 'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা' বলে মনে করেন তিনি। তৃণমূল কর্মীরাই এই বেইমানির সঠিক বিচার করবেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের নতুন করে দল ঢেলে সাজাবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বেলেঘাটার বিধায়ক জানিয়েছেন, সদ্য বিধায়ক হওয়ার পরেই দলবিরোধী কাজ করলে বেলেঘাটার সাধারণ মানুষ তাঁকে 'গদ্দার' ভাববেন। তাই চরম দুঃসময়ে মমতাদেবীর পাশেই অবিচল থাকবেন তিনি। ফাইল ফটো।

নকশালবাড়ি থেকে মন্ত্রিসভায়

প্রত্যাশার ভার আনন্দময়ের কাঁধে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

কখনও কৃষক আন্দোলন, কখনও রাজনৈতিক ইতিহাস; নকশালবাড়ির নাম বরাবরই আলোচনায় থেকেছে অন্য কারণে। কিন্তু এবার সেই জনপদ নতুন পরিচয়ে শিরোনামে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একজন প্রতিনিধি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আনন্দময় বর্মনের শপথ শুধু একটি রাজনৈতিক পদোন্নতি নয়, উত্তরবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কাছে তা দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের প্রতীকও। সোমবার শপথগ্রহণের পর থেকেই এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু একটাই; এতদিন যে অঞ্চল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রান্তে ছিল, এবার কি সেই অঞ্চল সরাসরি নীতিনির্ধারণের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে?

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসন সম্প্রসারণ এবং নাগরিক পরিকাঠামোর ওপর বাড়তি চাপ গত কয়েক বছরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বাস্তবতা বদলে দিয়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে নগর পরিকল্পনার একাধিক প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে উত্তরহীন রয়ে গিয়েছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর আনন্দময় বর্মনও সেই বাস্তবতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জনপরিষেবার বিস্তার এবং প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই অঞ্চলের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন

ধরেই রাজ্যের ক্ষমতার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সেই প্রেক্ষাপটে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্বকে অনেকেই বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে দেখছেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন স্থানীয় নেতৃত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের ভোট-রাজনীতিতেও স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হয়েছে।

এলাকার ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী এবং সাধারণ বাসিন্দাদের আশা, বহু বছর ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলির জট এবার কাটতে পারে। একই সঙ্গে প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের প্রতিশ্রুতিও তাঁদের প্রত্যাশা বাড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাস তৈরি করা যতটা কঠিন, ইতিহাসের প্রত্যাশা পূরণ করা তার চেয়েও কঠিন। তাই আনন্দময় বর্মনের মন্ত্রীত্ব এখন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়; এটি একটি জনপদের দীর্ঘদিনের দাবি, বঞ্চনা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নেরও পরীক্ষা। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে সেই পরীক্ষার ফলের দিকেই এখন নজর সকলের।

অভিষেক-কাণ্ডে জামিন ৫ ধৃতের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় ধৃত পাঁচ অভিযুক্তই জামিন পেলেন। ঘটনার ঠিক দু'দিন বাদে বারুইপুর মহকুমা আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে। আঘাত করা, বেআইনি জমায়েত এবং পথ আটকানোর অভিযোগে ধৃত আকাশ গায়েন, কাজল দাস, দেবাশিস দত্ত, তপন মাইতি এবং নির্মাল্য সেনগুপ্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃতেরা সকলেই রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাপানউতর শুরু হয়েছে।শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে 'ভোট-পরবর্তী হিংসা'য় নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক। কিন্তু ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পৌঁছোনোর আগেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল, জুতো এবং ডিম ছোড়া হয়। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মাথায় ক্রিকেটের হেলমেটও পরেন অভিষেক।তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। চড়-ঘুষি ও ধস্তাধস্তিতে তাঁর চশমা ভেঙে যায়, ছেঁড়ে শার্টও। এই চরম উত্তেজনার মধ্যেই নিহত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। বিকেলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় এলাকা ছাড়েন তিনি। ঘটনার পরেই অভিষেক দাবি করেন, 'পরিকল্পিত ভাবে হামলা করেছিল বিজেপি।' পাশাপাশি 'আইনি লড়াই করবেন' বলেও জানান তিনি। এর পরই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে। ছবি সংগৃহীত।

৩৫ জনের শপথে বিজেপির প্রথম বড় বার্তা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

শপথের মঞ্চে শুধু নতুন মন্ত্রীদের মুখই দেখা গেল না, দেখা গেল নতুন সরকারের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের খসড়াও। লোকভবনে সোমবার ৩৫ জনের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা। কিন্তু এই তালিকার দিকে গভীরভাবে তাকালে স্পষ্ট হয়, এটি কেবল পদ বণ্টনের অনুশীলন নয়; বরং অঞ্চল, সমাজ ও সংগঠনের নানা স্তরকে এক সূত্রে বাঁধার সচেতন প্রয়াস। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকভবনের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে জমেছিল রাজনৈতিক কৌতূহল। কারা পূর্ণমন্ত্রী হবেন, কারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবেন; সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শপথ নেন নতুন সদস্যরা। রাজ্যপালের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হওয়া এই অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রিসভার শক্তি বেড়ে দাঁড়াল ৪১-এ। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে পূর্ণমন্ত্রীদের তালিকা। উত্তরবঙ্গ থেকে শঙ্কর ঘোষ ও দীপক বর্মন, শহরতলি থেকে অর্জুন সিং ও তাপস রায়, আবার বীরভূমের দুধকুমার মণ্ডলের মতো নেতাদের অন্তর্ভুক্তি স্পষ্ট করেছে যে সরকার ভৌগোলিক ভারসাম্যকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। একই সঙ্গে স্বপন দাশগুপ্তের মতো দীর্ঘ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুখকে সামনে এনে নীতিনির্ধারণে অভিজ্ঞতার মূল্যও তুলে ধরা হয়েছে।

জেলে প্রাণ সংশয়' শান্তনুর, প্রথম শ্রেণির বন্দিত্ব চান জয়ও

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের জেলে 'প্রাণ সংশয়' রয়েছে। আদালতের কাছে ফের এই আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রথম শ্রেণির বন্দির মর্যাদা চাইলেন তিনি। এবার তাঁর সুরেই বিশেষ বন্দিত্বের আবেদন জানালেন বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারও। অন্য দিকে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে জেলের হাসপাতালে চিকিৎসার আর্জি জানিয়েছেন কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু। ইডির মামলার জেরে কলকাতার বিচার ভবনে সোমবার এই তিন অভিযুক্তের ভাগ্য নির্ধারণে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়। এ দিন শান্তনু ও সোনা পাপ্পুকে সশরীরে এবং জয়কে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে শান্তনুর আইনজীবী মক্কেলের সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, শান্তনু আগে কলকাতা পুলিশের ডিসি পদ সামলেছেন, একাধিক থানার দায়িত্বে ছিলেন। আদালতে খোদ শান্তনু বলেন, 'আমার জীবনের থ্রেট রয়েছে। আমার তদন্তে উঠে আসা অভিযুক্তেরা জেলে রয়েছেন। জেলের পরিবেশ তো ভাল হয় না।' ইডি অবশ্য এই প্রাণ সংশয়ের বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করে বিষয়টি আদালতের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়। পাশাপাশি, ব্যবসায়ী জয়ের আইনজীবীও তাঁর মক্কেলের জন্য প্রথম শ্রেণির বন্দির মর্যাদা চান। যদিও তদন্তের অগ্রগতির কথা জানিয়ে ইডি আদালতে দাবি করে, গত ২২ মে তল্লাশিতে জয়ের ডেরা থেকে ১৭ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না ও ডিজিটাল ডিভাইস মিলেছে। অনেকের বয়ান নেওয়া হয়েছে এবং আরও বয়ান সংগ্রহ বাকি রয়েছে।

উদ্বাস্তু কলোনির ছেলে থেকে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী, ডালখোলার বিরাজ বিশ্বাসের সাফল্যে খুশির জোয়ার পরিবারে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডালখোলা

উদ্বাস্তু পরিবারের সাধারণ এক ছেলের মন্ত্রী হওয়ার গল্প আজ ডালখোলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা। ডালখোলা পুরসভার সূর্য নগর কলোনির বাসিন্দা বিরাজ বিশ্বাস সোমবার রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে রাজ্যের শাসনভারের অংশীদার হওয়ার এই যাত্রায় এখন গর্বিত বিরাজের বাবা বিনয় বিশ্বাস ও মা বীনা বিশ্বাস। বিরাজ বিশ্বাসের এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ লড়াই। ডালখোলা হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থাতেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (ঙ্ক)ঞ্চ) মাধ্যমে রাজনীতির হাতেখড়ি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। পরবর্তীতে কলকাতা উচ্চ আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে করনদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে আজ তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য।

ছেলের সাফল্যে বাবা বিনয় বিশ্বাস বলেন, আনুষের জন্য কাজ করার বড় সুযোগ পেয়েছে বিরাজ। দেশের ও দশের জন্য সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, এতেই আমি গর্বিত।দ যদিও মা বীনা বিশ্বাসের কণ্ঠে ঝরল একটু আবেগী সুর। এত বছরের কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগের প্রতিদানে এই প্রাপ্তি, যা তাঁদের কাছে পরম পাওয়া। তবে ভাইয়ের প্রোটোকল ও নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ভাই বিক্রান্ত বিশ্বাস। তিনি জানান, মন্ত্রী হওয়ার পর দাদা এখন পুরোপুরি মানুষের সেবায় ব্যস্ত থাকবেন, যা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ অনেকটাই কমিয়ে দেবে। স্থানীয় বিজেপি নেতা ভজন দের মতে, মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পর বিরাজের ওপর এলাকার সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মীদের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। এলাকাবাসীর আশা, তাঁদের 'ঘরের ছেলে' এবার ডালখোলা তথা করনদিঘির দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নেবেন। এই প্রত্যাশার চাপ সামলানোই এখন পরিবারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

সোমবার শপথের খবর ডালখোলায় পৌঁছাতেই সূর্য নগর কলোনির বাড়িতে ভিড় জমান দলীয় কর্মী-সমর্থক ও প্রতিবেশীরা। মিষ্টিমুখের ধুম পড়ে যায় এলাকা জুড়ে। উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে থেকে রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে ওঠার এই ঘটনা এখন ডালখোলার মানুষের মুখে মুখে ফিরছে।

ফ্রি বাসযাত্রার ঘোষণা, মানিকচক-রতুয়া- চাঁচলে সরকারি বাসই নেহ

সরকারি বাস নেই, ফ্রি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মহিলারা

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মানিকচক

রাজ্যের মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের পরিষেবা চালুর ঘোষণা করা হলেও মালদার মানিকচক, রতুয়া, সামসী ও চাঁচল এলাকার বাসিন্দারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে এই পরিষেবা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি সরকারি বাসও চলাচল না করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় মহিলারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি বাস পরিষেবা চালু থাকলেও মানিকচক থেকে রতুয়া, সামসী হয়ে চাঁচল পর্যন্ত রুটে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি বাসের অভাব রয়েছে। ফলে বিনামূল্যে যাতায়াতের সরকারি ঘোষণা বাস্তবে তাঁদের কোনও উপকারে

> ‘মানিকচক-রতুয়ায় সরকারি বাসের ঘাটতি মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দু'টি বাসের আবেদন করব।
>
> **গৌর চন্দ্র মন্ডল, বিধায়ক মানিকচক বিধানসভা**

আসছে না। বাধ্য হয়ে প্রতিদিন বেসরকারি বাস ও অন্যান্য যানবাহনে অতিরিক্ত ভাড়া গুনে যাতায়াত করতে হচ্ছে।এলাকার বহু মহিলার দাবি, তাঁদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। সরকারি বাস থাকলে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পেয়ে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি মিলত। কিন্তু সরকারি বাস পরিষেবা না থাকায় সেই সুবিধা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত।এই প্রসঙ্গে মানিকচক বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ত্দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে সরকারি বাস পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন।

আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে খুব শীঘ্রই এই এলাকায় অন্তত দু'টি সরকারি বাস চালুর আবেদন জানাব, যাতে মানুষ সরকারি সুবিধা পেতে পারেন।দস্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো মালদার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও দ্রুত সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হোক, যাতে মহিলারা ঘোষিত বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা বাস্তবে ভোগ করতে পারেন।

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি ও পরিবেশ দিবস নিয়ে জোর প্রস্তুতি শিলিগুড়ি পুরনিগমে, বৈঠকে বড় পরিকল্পনা মেয়রের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণ, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন এবং বনমহোৎসব; এই তিন বিষয়কে সামনে রেখে সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের সভাকক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হওয়া এই বৈঠকে মেয়র গৌতম দেবের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল সদস্যরা, বরো চেয়ারম্যানরা, বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা এবং বন ও দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক শেষে মেয়র গৌতম দেব জানান, রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা যাতে প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, তার জন্য পুরনিগম বদ্ধপরিকর। শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩টি ওয়ার্ডের ফর্ম বিতরণের দায়িত্ব মহকুমা শাসকের দপ্তরের ওপর ন্যস্ত থাকলেও, বাকি ১৪টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব শিলিগুড়ি পুরনিগম নিজে পালন করবে। মেয়র জানান, বুধবারের মধ্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও নামের তালিকা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে 'নির্মল সাথী' কর্মীদের বিশেষ কাজে লাগানো হবে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে যাতে সাধারণ মানুষ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে পুর প্রশাসন। অন্নপূর্ণা যোজনার পাশাপাশি আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিও এদিনের বৈঠকের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মেয়র জানান, এবারের পরিবেশ দিবসে 'মা কে নাম এক পেড়' অর্থাৎ মায়ের উদ্দেশ্যে একটি গাছ রোপণের বার্তার ওপর ভিত্তি করে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি, শহরের দূষণ রোধে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বনমহোৎসব উপলক্ষে গত বছরের সাফল্যকে পুঁজি করে এবার আরও বেশি সংখ্যক গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে পুরনিগম। মেয়র দাবি করেন, গত বছর পুরনিগমের উদ্যোগে যে ১০ হাজার গাছ লাগানো হয়েছিল, তার বেশিরভাগই বর্তমানে সুস্থভাবে বেড়ে উঠছে।

সেই সাফল্যের ধারা বজায় রেখে পরিবেশ রক্ষা ও শহরকে আরও সবুজ করে তুলতে প্রশাসন, বন দপ্তর এবং নাগরিক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। এদিনের বৈঠকের পর পুরনিগমের এই বহুমুখী পরিকল্পনা ঘিরে শহরজুড়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের 'জোড়া ফলা'য় জ্বলছে উত্তরবঙ্গ! পাহাড়ে অসহ্য গরম, তাপমাত্রা ভাঙছে রেকর্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গে অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। তীব্র দাবদাহে কেবল সমতল নয়, চরম নাজেহাল শৈলশহর দার্জিলিং ও গ্যাংটকের পর্যটকরাও। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, বঙ্গোপসাগরের বুকে তৈরি হওয়া দুটি ঘূর্ণাবর্ত বা 'জোড়া ফলা'ই উত্তরবঙ্গের এই তীব্র গরমের প্রধান কারণ। পরিস্থিতির এখনই বড়সড় উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। স্বস্তির খোঁজে পাহাড়ে গিয়েও পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে শৈলরানিকে টেক্কা দিয়ে গ্যাংটকে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। গরম পোশাকের তোয়াক্কাই করতে হচ্ছে না পর্যটকদের। পাথুরে গরমে ম্যাল বা পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বেশিক্ষণ থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। সমতলের জেলাগুলিতে গরমের দাপট গত বছরের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। জলপাইগুড়িতে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা গত বছরের ২৮ মে'র ৩৬.৬ ডিগ্রিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। একই অবস্থা কোচবিহার ও শিলিগুড়িতেও। কোচবিহারে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৩৬.৩ ডিগ্রি এবং শিলিগুড়িতে ৩৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

রাস্তাঘাট শুনশান, বেলা বাড়লে মানুষ ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড বা বিধান রোডের মতো ব্যস্ত এলাকাগুলিতেও এদিন লোকসমাগম ছিল কম। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই অঞ্চলের আকাশে বর্তমানে তেমন কোনো মেঘ নেই। সিকিমের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানিয়েছেন, ত্বর্তমানে এই অঞ্চলে কোনো শক্তিশালী নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত নেই। উল্টে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে দুটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। এই জোড়া ঘূর্ণাবর্ত বাতাসের জলীয় বাষ্প ও মেঘ টেনে নেওয়ায় উত্তরবঙ্গের আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছে। সরাসরি রোদ এসে পড়ায় তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।দ আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া দপ্তরেও অস্বস্তির পারদ ক্রমশ চড়ছে। তবে আশার কথা, আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। তার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের মানুষজনকে এই 'পাথুরে গরম' ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।

ঋতব্রত ও সন্দীপনকে দল থেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

১ পৃঃ পর

লেখেন, ফল প্রকাশের এক মাসও হয়নি। তার আগেই দলে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা? দলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ? তাহলে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কেন? আজ দিদি মুখ্যমন্ত্রী হলে তো অনেকে মন্ত্রী হওয়ার জন্য লবি করত। এখন হঠাৎ নানা কারণ দেখিয়ে দূরত্ব? এটা কাপুরুষতা। দলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে দলের বৈঠকে খোলাখুলি বলব। প্রয়োজনে প্রকাশ্যে বলব। কিন্তু দলের পাশে থেকে। তাতে কাজ না-হলে তারপর দেখা যাবে'। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত এবং সন্দীপনদের নাম করে আক্রমণ করেন কুণাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এবং ছবি ব্যবহার করে জেতার ২০ দিনের মাথায় কেন শাসকপক্ষের কাছে দলের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল। তাঁর কথায়, 'মমতাদি সরকার গড়লে সব ভাল। আর আজ দল ক্ষমতায় নেই বলে সব খারাপ হয়ে গেল? তা হলে দলের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?' শুভেন্দু জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ের যে রেজোলিউশন জমা দেওয়া হয়েছিল, তা সঠিক নয়। ওই রেজোলিউশনে থাকা ১৪ জনের সই ব্লক লেটারে লেখা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন ঋতব্রত ও সন্দীপন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে, স্পিকারের নির্দেশে বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিআইডি-র হাতে। এরপরই ১৩ জন তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে যায় সিআইডি। নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, অরূপ রায়, চন্দ্রনাথ সিনহা, তাপস মাইতি, তাপস মণ্ডল, শুভাশিস দাস, তোরাফ হোসেন মণ্ডল, দীনেন রায়, আব্দুল আজিজ, তোসিফুর রহমান, আব্দুল মতিন, বাহরুল ইসলাম। এদের মধ্যে তিনজন বিধায়ক স্বীকার করেছেন যে সই আমাদের নয়। তাঁরা হলেন, বাহরুল ইসলাম, শুভাশিস দাস ও অরূপ রায়। বাহরুল এও জানান যে তিনি কলকাতাতেই যাননি, বাড়িতেই ছিলেন। শুভেন্দু বলেন, 'সিআইডির সামনে তিন জন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা কেন ফাঁসবেন?

রেজোলিউশন তো আমাদেরও দিতে হয়েছিল ২০২১-এ। এরা এত দুর্নীতিগ্রস্ত'। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আইন অনুযায়ী সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

নবান্ন থেকে স্পষ্ট জানালেন

১ পৃঃ পর

এবং সন্দীপন সাহা অভিযোগ করেন যে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের জন্য ৬ মে তৃণমূলের দলীয় বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাঁরা শুধুমাত্র বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সই করেছিলেন। তাঁদের সই জাল করা হয়েছে। তৃণমূলেরই দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভার সচিব হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানান। এর পর স্বরাষ্ট্রসচিবের নির্দেশে এবং আমার অনুমোদনে মামলার তদন্তভার হাতে নেয় সিআইডি'। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, তৃণমূলের দেওয়া ওই চিঠিতে ১৪ জন তৃণমূল বিধায়কদের সই হিসেবে বড় হরফে তাঁদের নাম লেখা ছিল। ওই ১৪ জন বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেছে সিআইডি। হস্তরেখা বিশারদকে দিয়ে ওই বিধায়কদের সইও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। ১৪ জন বিধায়কের মধ্যে ১৩ জন বিধায়কের সঙ্গে সিআইডি ইতিমধ্যে কথাও বলেছে। তিন জন বিধায়ক তাঁদের সই জাল করা হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অভিযোগ করেছিল, তা খণ্ডন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখানে বিজেপি অথবা সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তৃণমূলের দুই বিধায়কের অভিযোগেই তদন্ত হচ্ছে। তৃণমূল চোরের দল। এতদিন বাংলার মানুষকে ঠকিয়েছে, এবার নিজেদের বিধায়কদের ঠকাচ্ছে। যে দল ১৫ বছর সরকার চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠা বাংলার জন্য অত্যন্ত চিন্তার'। তবে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশমন্ত্রী হিসেবে বলছি যাঁরা সই জাল করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা আছে। আমরা সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। বিধানসভা থেকেও পুলিশ সুপারিশ নেবে। একজনের সই তো অন্যজন করতে পারেন না'। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সব চোরের পাঠশালা, কালীঘাটের টালির চালা। তৃণমূল পার্টিটা কার্যত উঠেই গেছে। ভোটে লড়ার আগে তৃণমূলের প্রার্থী পালাচ্ছেন। তৃণমূলের কোনো লোকই প্রতিবাদে রাস্তায় নামবেন না। নিজের দলের বিধায়কদের সঙ্গে তঞ্চকতা ও প্রতারণা করেছে তৃণমূল। তবে বিজেপি সরকারের আমলে এই সই চোরেরা কোনো ছাড় পাবেন না। একজনের সই অন্যজন করতে পারেন না'।

বিদ্যুৎ কর্মীদের পাশে বিজেপি যুব মোর্চা, চাঁচলে কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো অত্যাধুনিক সুরক্ষা সামগ্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা গভীর রাতেও যারা নিরলসভাবে সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখেন, সেই বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজের ঝুঁকি কমাতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল মালদা উত্তর বিজেপি যুব মোর্চা। সোমবার চাঁচল বিদ্যুৎ দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কর্মীদের হাতে অত্যাধুনিক সুরক্ষা সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এদিন মালদা উত্তর বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মার নেতৃত্বে দলের কর্মীরা চাঁচল বিদ্যুৎ দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অত্যাধুনিক হেডলাইট, টর্চলাইট, সুরক্ষা গ্লাভস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টির মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন সাধারণ মানুষ ঘরে থাকেন, তখন বিদ্যুৎ কর্মীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের এই কর্মদক্ষতাকে কুর্নিশ জানিয়ে এবং কাজের ঝুঁকি কমাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, ত্বিদ্যুৎ কর্মীরা আমাদের সমাজের নীরব যোদ্ধা। সাধারণ মানুষের স্বার্থে তারা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, তা প্রশংসনীয়। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় যাতে তারা আরও সুরক্ষিত থাকেন, সেই লক্ষ্যেই এই সরঞ্জাম প্রদান। সুরক্ষা সামগ্রী পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এদিন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এক কর্মী জানান, তঅনেক সময় মাঝরাতে দুর্যোগের মধ্যে কাজ করতে হয়। তখন এই ধরনের হেডলাইট বা মজবুত গ্লাভসের অভাব ভীষণভাবে অনুভব করি। বিজেপি যুব মোর্চার এই সরঞ্জামগুলো আমাদের কাজে গতি আনার পাশাপাশি নিরাপত্তাও বাড়াবে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের কথায়, কোনো রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এই ধরনের মানবিক ও সময়োপযোগী উদ্যোগ সচরাচর দেখা যায় না। বিজেপি যুব মোর্চার এই পদক্ষেপকে এলাকার সাধারণ মানুষ ও সচেতন নাগরিকরা স্বাগত জানিয়েছেন। এদিনের এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিক সৌজন্যের এক অনন্য নজির হিসেবে দেখছেন অনেকে।

এবছর কীর্তন আসরে পদ্ম পলাশ, অনুরাধা দেব গোস্বামী

ভক্তির ঢেউয়ে দেবীপুর হরিবাসরে ৮৪তম পদাবলী কীর্তন, প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্বে ব্যস্ত গ্রাম

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

গ্রামবাংলার প্রাণ, বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের এক অনন্য মেলবন্ধন-মালদার রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর। জেলার বৃহত্তম কীর্তন অনুষ্ঠান ও দ্বিতীয় বৃহৎ মেলা হিসেবে সুপরিচিত এই গ্রাম।পদাবলী কীর্তন উৎসব এবার পা দিচ্ছে তার ৮৪তম বর্ষে। আগামী ৩রা জুন থেকে শুরু হয়ে টানা পাঁচ দিনব্যাপী ৩২ প্রহরের এই কীর্তন যজ্ঞ শেষ হবে ৭ই জুন মহা রাসলীলার মধ্য দিয়ে।সোমবার কুঞ্জভঙ্গ। জ্যৈষ্ঠ মাসের নির্দিষ্ট বুধবারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর আয়োজিত এই মহোৎসব যেন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়;এটি গ্রামবাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক। কয়েক প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্য আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীকে। এবারের আয়োজন আরও বর্ণাঢ্য। এর পূর্বে এই কীর্তন আসরে অপূর্ব লীলা পরিবেশন করেছেন কীর্তন জগতের একাধিক দিকপাল;সুমন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ পাল, রাধা রানী বৈরাগ্য, কৃষ্ণপদ হালদার, শান্তিরাম মুখার্জী, সুদীপ্তা দাসী প্রমুখ।এবছর উপস্থিত থাকবেন সারেগামাপা খ্যাত সুর সম্রাট পদ্ম পলাশ।বাংলা টেলিভিশন খ্যাত অনুরাধা দেব গোস্বামী।এছাড়াও কলকাতা, বীরভূম সহ সারা বাংলা থেকে নামী শিল্পীদের উপস্থিতিতে এবারের আসর যে ভক্তিমুখর হয়ে উঠবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে এই বিশাল আয়োজনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক;এর আর্থিক ভিত্তি। কোনো বড় কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা নয়, বরং 'ভিক্ষা' বা সাধারণ মানুষের ছোট ছোট অনুদানই এই মেলার মূল সম্বল। বৈশাখ মাস পড়তেই দেবীপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কমিটির সদস্যরা সংগ্রহ করেন অর্থ, চাল, সামগ্রী;যার ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয় এই বিশাল উৎসব। এখন প্রস্তুতির শেষ লগ্নে দেবীপুর যেন এক কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র। নতুন রঙে সেজে উঠেছে মন্দির চত্বর, সংস্কার করা হয়েছে আশপাশের ঘরবাড়ি। বাঁশের নিপুণ কারুকার্যে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ, তোরণ ও অস্থায়ী কাঠামো;যা গ্রামীণ শিল্পকলার এক জীবন্ত নিদর্শন। প্রায় ৪৮ বছর ধরে কমিটির দায়িত্ব সামলানো, ৭৫ উর্ধ্ব সম্পাদক অশোক কুমার সিং আবেগঘন কণ্ঠে বলেন; এই কীর্তন আমাদের কাছে উৎসব নয়, এটা আমাদের জীবনযাত্রার অংশ। ভিক্ষা করেই এই মেলা হয়;এই গর্বটাই আলাদা। গ্রামের মানুষ নিজের হাতে এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যতদিন এই বিশ্বাস থাকবে, ততদিন এই কীর্তনও চলবে। অন্যদিকে, মেলার অন্যতম আকর্ষণ প্রতিমা নির্মাণেও শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। মালদার খ্যাতনামা শিল্পী রতন মিশ্রর নিখুঁতভাবে শেষ করছেন প্রতিমা গড়ার কাজ। শিল্পীর কথায়; এই প্রতিমা শুধুমাত্র শিল্প নয়, এটি মানুষের ভক্তি ও আবেগের প্রতিফলন। বছরের এই সময়টা আমাদের কাছে এক বিশেষ দায়িত্বের সময়। ভোরের দেবীপুরও যেন অন্যরকম। মূল মন্দিরে সেবায়েত পিকলু মিশ্রর মন্ত্রোচ্চারণে সকালের আরতি এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করে। তিনি বলেন; এই কীর্তন মেলা মানুষের আত্মিক শান্তির জায়গা। এখানে এসে মানুষ ভক্তিতে ডুবে যায়, দুঃখ ভুলে যায়। এই পরিবেশটাই দেবীপুরকে আলাদা করে তোলে। সব মিলিয়ে, আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরই দেবীপুরে নামবে ভক্তির জোয়ার। মৃদঙ্গ, করতাল আর পদাবলীর সুরে মুখরিত হয়ে উঠবে সমগ্র এলাকা। মালদার বুকে আবারও লেখা হবে এক নতুন ভক্তির ইতিহাস;যেখানে মিশে থাকবে মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস আর চিরন্তন সংস্কৃতি।

চিঠি দিয়ে ১৫ দিনের সময় চাইলেন

১ পৃঃ পর

তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম-জুতো ছোড়া, জামা ছিঁড়ে মারধর করা হয়। মাথায় হেলমেট থাকায় ছোড়া ইটের আঘাত থেকে বেঁচে যান। পরে দুটি হাসপাতালে অভিষেকের চিকিৎসা হয়। আপাতত তিনি বাড়িতেই বিশ্রামে রয়েছেন। পেইন কিলার-সহ একাধিক ওষুধ চলছে তাঁর। এই অবস্থায় ভবানীভবনে গিয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয় বলে সিআইডি-কে জানিয়েছেন অভিষেক। সূত্রের খবর, ইমেলে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেই কয়েক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন হাজিরার জন্য। ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধী তাঁকে ফোন করে হায়দরাবাদ গিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। অভিষেক জানান, এখনই তা সম্ভব নয়।

আরও পিছাল বর্ষার দিনক্ষণ

১ পৃঃ পর

দিনের পর আরও সাত দিন অর্থাৎ ৮ জুন পর্যন্ত সময়কে স্বাভাবিক ধরা হয়। এর মধ্যে বর্ষা ঢুকলে তাকে দেরিতে আসা বলা চলে না। তাই এখনই চরম উদ্বেগের কারণ নেই। আসল চিন্তা অন্য জায়গায়। প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত 'এল নিনো'-র প্রভাবে জুন মাসে গরম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতে পারে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এবার বর্ষার বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশেও মৌসুমি বায়ু দুর্বল থাকতে পারে। এর ফলে দেশের বেশ কিছু এলাকায় খরার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। টান পড়তে পারে পানীয় জলের উৎসে। এই কারণে আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিকল্পনার ও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতে বর্ষা যদি আরও বেশি দেরি করে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হবে বলে আবহবিদদের একাংশ মনে করছেন। বিগত বছরগুলির খতিয়ান দেখলে বোঝা যায়, বর্ষার আগমনে বরাবরই তারতম্য থাকে। গত বছর সময়ের আগে, ২৪ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছিল। ২০২৪ সালে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে অর্থাৎ ৩০ মে দেশে বর্ষা ঢোকে। ২০২৩ সালে কেরলে বর্ষা এসেছিল ৮ জুন। এছাড়া ২০২২ সালে ২৯ মে, ২০২১ সালে ৩ জুন এবং ২০২০ সালে ১ জুন বর্ষার আগমন ঘটেছিল। ২০১৯ সালে বেশ খানিকটা দেরিতে, ৮ জুন বর্ষা ঢোকে। তার আগে ২০১৮ সালে ২৯ মে ও ২০১৭ সালে ৩০ মে বর্ষা এসেছিল। ২০১৬ এবং ২০১৫ সালেও বর্ষা কিছুটা দেরিতে পা রেখেছিল দেশে। ২০১৬ সালে ৮ জুন এবং ২০১৫ সালে ৫ জুন কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছিল। এবারও সেই অপেক্ষার পালা কতটা দীর্ঘ হয়, সেটাই দেখার। ছবি পিটিআই।

বেতনের পাশাপাশি স্টাইপেন্ডও!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট ও কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজ্যে তোলপাড়ের মাঝে এবার সামনে এল ডাঃ সুশান্ত রায়ের ছেলে ডাঃ সৌত্রিক রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। অভিযোগ, জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থাতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এমডি কোর্সে যোগ দিয়ে স্টাইপেন্ড নিয়েছেন তিনি। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একই সঙ্গে বেতন ও স্টাইপেন্ড নেওয়া এবং বিষয়টি পুরোপুরি গোপন রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক ও চিকিৎসা মহলে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সৌত্রিক রায়।

শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে নিখোঁজ জামাইয়ের মৃত্যু!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

কিশনগঞ্জ জেলার পাহাড়কাট্টা থানা এলাকার রমজান নদীতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে পরলাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরমনি ও ছগলিয়া গ্রামের মধ্যবর্তী নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাহাড়কাট্টা থানার পুলিশ। সোমবার সকালে গ্রামের কৃষকরা যখন ক্ষেতে পাকা ভুট্টা ফসল কাটতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁদের নজরে আসে নদীর জলে একটি দেহ ভাসছে। স্থানীয়রা খবর দিলে পাহাড়কাট্টা থানার আইসি ফুলেন্দ্র সিং পুলিশের একটি দলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেহটি অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে নথিভুক্ত করা হলেও, কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর সময় এক ব্যক্তি মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। মৃত যুবকের নাম দিলীপ ঋষিদেব (৩০)। জানা গিয়েছে, দিলীপ কিশনগঞ্জ জেলার মতিহারা গ্রামের বাসিন্দা। পাহাড়কাট্টা থানা এলাকারই দামলবাড়ী গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। গত শনিবারই তিনি সপরিবারে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি ফুলেন্দ্র সিং জানান, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কোনভাবে নদীর জলে ডুবে গিয়েই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা।

সোমবার এই ঘটনায় পাহাড়কাট্টা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

জামাইয়ের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে দিলীপ ঋষিদেবের পরিবার ও শ্বশুরবাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 5

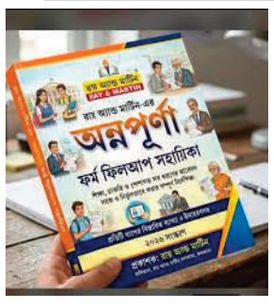

ফর্ম পূরণ শেখাতে ট্রেনিং

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে আবেদনের জন্য একাধিক শর্ত এবং ১৩ পাতার ফর্ম দেখে ধন্দে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ফর্ম নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ ছুটছেন পুরসভায়, এলাকার প্রধানের কাছে কিংবা পঞ্চায়েত সদস্যদের সাহায্য চাইতে হচ্ছে। কারও কাছে সদুত্তর না পেয়ে অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। এই সমস্যা দূর করতে রবিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার 'প্রয়াস' হলে পুরসভার অধীন থাকা এসএসকে কর্মীদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়। রবিবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, ওএস এবং এগজিকিউটিভ অফিসার সহ অন্যরা। প্রথমে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এবং পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এসএসকে কর্মীদের ফর্ম পূরণের নিয়ম এবং ধরন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এদিন পুর ওয়ার্ডে থাকা সাড়ে চার হাজার মহিলার ফর্ম পূরণ করে দেওয়ার টার্গেট দেওয়া হয়। এ নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'এদিন এসএসকে কর্মীদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণের নিয়ম ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মহিলাদের ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করতে পারেন। এ ছাড়াও পুরসভায় সারা সপ্তাহের জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। যেখানে মহিলারা এসে ফর্ম তুলতে এবং জমা দিতে পারবেন।' এদিকে, সদর বিডিও অফিস থেকেও প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকেও ফর্ম মিলছে কিন্তু তা পূরণে মহিলারা সমস্যায় পড়ছেন। যেমন পাগলারহাটের বাসিন্দা মিনু বর্মন বলেন, 'এত কিছু ফর্মের মধ্যে লিখতে হচ্ছে এবং তার সঙ্গে এত নথিপত্র জোগাড় করতে হবে যে গোটা কাজটি এক মাসেও করা সম্ভব হবে না। তাই কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

স্কুল খুলতেই তাপমাত্রার রক্তচক্ষু,

ডুয়ার্সে গরমের ছুটির নির্ঘণ্ট বদলের দাবিতে সরব নানা মহল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

মে মাস জুড়ে বৃষ্টিস্নাত মনোরম আবহাওয়া উপভোগের পর জুন মাস পড়তেই ডুয়ার্সজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র দাবদাহ। গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার প্রাক্কালেই তাপমাত্রা হুহু করে চড়তে থাকায় চরম অস্বস্তিতে পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকরা। এই পরিস্থিতিতে ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির নির্ঘণ্টে বদল আনার দাবিতে জোরালো দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া শিলিগুড়ি ৩৬.৫, কোচবিহার ৩৬.৩ এবং মালদায় ৩৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তের কারণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস উত্তরবঙ্গে পৌঁছাতে পারছে না, ফলে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বরং আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। ডুয়ার্সের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এখনও টিনের চালের। শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলেন, ছুটি শেষ হতেই গরম পড়া শুরু হয়েছে। ফ্যান চললেও টিনের চালের ভ্যাপসা গরমে শিশুদের ক্লাসরুমে বসিয়ে রাখা রীতিমতো দুষ্কর হয়ে পড়েছে।দ অভিভাবকদের মতে, ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে কেবল গরম নয়, বর্ষাকালও স্কুল যাতায়াতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষায় ডুয়ার্সের রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই দুই সংগঠনের নেতারাও। গেরুয়া শিবিরের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মনোজ ভুজেল বলেন, তজলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে এখন জুন-জুলাইয়ে গরমের তীব্রতা বেশি থাকে। পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বিষয়টি নিয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা করা যায় কি না, তা শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।দ এখন দেখার, তীব্র দাবদাহ ও পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দপ্তর

প্রতিকূলতাকে মাথায় রেখেই জেলাভিত্তিক ছুটির নির্ঘণ্ট তৈরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এই সমস্যা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও। গেরুয়া শিবিরের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মনোজ ভুজেল বলেন, তজলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে এখন জুন-জুলাইয়ে গরমের তীব্রতা বেশি থাকে। পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বিষয়টি নিয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা করা যায় কি না, তা শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।দ এখন দেখার, তীব্র দাবদাহ ও পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দপ্তর গরমের ছুটির নির্ঘণ্ট পুনর্বিবেচনা করে কি না। আপাতত গরমে নাজেহাল ডুয়ার্সবাসী বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন।

মাটির দাম আকাশছোঁয়া, সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীরা!

কাঁচামালের খরচ সামলাতে নাভিশ্বাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

দুর্গাপুজোর এখনও বেশ কয়েক মাস বাকি থাকলেও মৃৎশিল্পীদের ঘরে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কর্মব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। প্রতিমা তৈরির মূল কাঁচামাল; মাটির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় দিশেহারা জলপাইগুড়ির অধিকাংশ মৃৎশিল্পী। কাঁচামালের চড়া দামের কারণে প্রতিমার দাম বাড়াতে গিয়ে একদিকে যেমন ব্যবসায় লোকসানের মুখে পড়ছেন তাঁরা, অন্যদিকে ক্রেতাদের ক্ষোভের মুখেও পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী অসীম পালের মতে, তআগে শহরের কাছের ইটভাটাগুলো থেকে মাটি আনতাম, এখন অধিকাংশ কারখানা বন্ধ। ফলে বাইরে থেকে এঁটেল মাটি আনতে হচ্ছে। তাতে পরিবহণ খরচসহ দাম ২০-৩০ শতাংশ বেশি পড়ছে। আর ট্রলিতে মাটি আসায় পরিমাণ কম, দাম বেশি।দ তরুণ শিল্পী মাধব শীলের অভিজ্ঞতায় বিষয়টি আরও ভয়াবহ। তিনি জানান, আগে এক লরি মাটি ৪০০০ টাকায় পাওয়া যেত। তা বেড়ে ৭০০০ হয়েছে, আর এখন এক ট্রলি মাটির দামই পড়ছে ১০,০০০ টাকা। সবমিলিয়ে মাটির দাম আকাশছোঁয়া। শুধু মাটি নয়,

প্রতিমা তৈরির উপকরণের দামও বর্তমানে মৃৎশিল্পীদের নাভিশ্বাস তুলছে। খড়, সুতলি থেকে শুরু করে প্রতিমার সাজসজ্জার গয়না; সবকিছুর দামই বেড়েছে কয়েকগুণ। মৃৎশিল্পী রমেশ পালের কথায়, তএত মূলধন পাব কোথায়? জমানো টাকা ভেঙে সংসার চালাতে হচ্ছে। কাঁচামালের সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরিও বেড়েছে। সব মিলিয়ে প্রতিমা প্রতি অন্তত পাঁচ-সাতশো টাকা বেশি না নিলে খরচই উঠছে না।দ মৃৎশিল্পীদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষ সস্তায় ভালো প্রতিমা চান। কিন্তু বর্তমানে উপকরণের যা দাম, তাতে কম দামে প্রতিমা বিক্রি করা কার্যত অসম্ভব। এই অফ-সিজনে কাজ পেয়েও তাই খুশি হতে পারছেন না তাঁরা। দাম বাড়ালে ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, ফলে কাজ থাকলেও আয়ের মুখ দেখছেন না কারিগররা। জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীদের এই করুণ দশা ও ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের দাম নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তুলছেন অনেকেই। উৎসবের মরশুমে প্রতিমা শিল্পের এই সংকট নিরসনে কোনো উপায় বের হয় কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিনামূল্যে আলু বিতরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বানারহাট

ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে আলু বিতরণ করলেন এক কৃষক। ঘটনাটি বানারহাট ব্লকের নাথুয়ার ফটকটারি এলাকার। ডুয়ার্সের উর্বর জমিতে পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় সোমবার এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

স্থানীয় কৃষক রঞ্জিত রায় চলতি মরশুমে প্রায় ২৫ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন। অনুকূল আবহাওয়া ও পর্যাপ্ত পরিচর্যার ফলে ফলনও ভালো হয়েছিল। ভালো দামের আশায় তিনি বাড়িতে বিপুল পরিমাণ আলু মজুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু, উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও বাজারে ফসলের দাম তলানিতে ঠেকেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে আলুর দাম কমতে থাকায় বিপাকে পড়েন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কম দামে আলু বিক্রি করলে পরিবহণ খরচও উঠে আসছে না। তাই বাধ্য হয়ে মানুষের মধ্যে আলু বিলিয়ে দিচ্ছি। সরকারের কাছে আমার আবেদন, সহায়কমূল্যে আলু সংগ্রহ করা হোক এবং কৃষকদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা হোক। তাহলে আমাদের মতো চাষিরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন।'

বালি-পাথর উত্তোলন বন্ধ,

বানারহাটে হাজার হাজার পরিবারের জীবন-জীবিকা সংকটে! ভিনরাজ্যে পাড়ি শ্রমিকদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বানারহাট

ডুয়ার্সের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত নদীকেন্দ্রিক বালি ও পাথর উত্তোলনের কাজ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের ডায়না, রাঙ্গামাটি ও নোনাই নদীর ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক, ট্রাক মালিক ও লরি চালকরা এখন দিশেহারা। প্রশাসনিক জটিলতা ও রয়্যালটি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই এই পেশা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। নদীতীরবর্তী এলাকার হাজার হাজার শ্রমজীবী পরিবার বছরের পর বছর ধরে এই বালি-পাথর তোলার কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। কাজ বন্ধ হওয়ায় তাদের ঘরে এখন অনটনের ছবি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা থেকে শুরু করে সন্তানদের পড়াশোনা ও চিকিৎসার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা হরিপদ রায়ের কথায়, তআমরা আইনকানুন জানি না, শুধু জানি কাজ বন্ধ থাকলে না খেয়ে মরতে হবে।দ শুধু শ্রমিকরাই নন, লরি মালিকরাও পড়েছেন চরম বিপাকে। ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে লরি কিনেছিলেন অনেকেই। কাজ বন্ধ থাকায় আয়ের পথ নেই, কিন্তু ঋণের কিস্তি, বিমা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মেটাতে গিয়ে অনেকে এখন লরি বিক্রির কথা ভাবছেন। জীবিকার সন্ধানে বানারহাটের বহু তরুণ ও শ্রমিক এখন ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। কেউ কেরালা, কেউ তামিলনাড়ু, আবার কেউ দিল্লি বা মহারাষ্ট্রে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিবার-পরিজন ছেড়ে ভিনরাজ্যে যাওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ডুয়ার্সের এই জনপদে। এই জটিলতা প্রসঙ্গে এলাকার সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, তনিয়ম মেনে খুব দ্রুত বালি-পাথর উত্তোলনের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আবার তৈরি হবে।দ স্থানীয়দের দাবি, সরকার দ্রুত আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করে রয়্যালটি সংক্রান্ত জট কাটিয়ে বালি-পাথর উত্তোলনের কাজ চালু করুক। স্থানীয় জয় মুন্ডার আক্ষেপ, তআমরা দ্রুত কাজ শুরুর আশায় ছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।দ এখন প্রশাসনিক স্তরে কবে এই সমস্যার সমাধান হয়, সেটাই দেখার বিষয়।

ডুয়ার্সের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত নদীকেন্দ্রিক বালি ও পাথর উত্তোলনের কাজ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের ডায়না, রাঙ্গামাটি ও নোনাই নদীর ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক, ট্রাক মালিক ও লরি চালকরা এখন দিশেহারা। প্রশাসনিক জটিলতা ও রয়্যালটি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই এই পেশা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

দু'মাসেই বন্ধ দুটি ট্রেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হলদিবাড়ি

ভোট মিটতেই কি উধাও রেলের চমক? নির্বাচনের প্রাক্কালে, গত ১১ মার্চ হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে ঘটা করে চালু হয়েছিল বালুরঘাট এবং বামনহাটগামী (১৫৪৬৭/৬৮) দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পরিষেবা। সেই দুটি ট্রেনের চলাচল আচমকাই বন্ধ গিয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছেন হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির সাধারণ যাত্রীরা। গত ২২ মে অজ্ঞাত কারণে শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত ট্রেন দুটি বাতিল করা হয়। এরপর পরপর তিনবার পরিষেবা বন্ধ রাখার মেয়াদ বাড়ানোর পর শেষপর্যন্ত আগামী ৮ জুন অবধি ট্রেন দুটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। কেন বন্ধ করা হল পরিষেবা? এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তিনি কোনওকিছু জানাতে সম্মত হননি। পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এই অঞ্চলের মানুষ। টোটোচালক চঞ্চল ঘোষ যেমন জলপাইগুড়ি শহরে দিনভর টোটো চালিয়ে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরতেন। সেই ট্রেন বন্ধ থাকায়, বর্তমানে সাড়ে ছয়টার ট্রেন ধরে ফিরতে হচ্ছে। এতে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমিত রক্ষিত বলেন, 'বালুরঘাটে মেয়ে পড়াশোনা করে। ট্রেনটি সাময়িক বন্ধ থাকায় যাতায়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে।' আরেক নিত্যযাত্রী অনিল রায়ের বক্তব্য, 'সকালসকাল শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য এই ট্রেন দুটি খুব ভালো ছিল। মেডিকেল কলেজে রোগী দেখানোর সুবিধা হত। এখন অসুবিধায় আছি। কারণ অত সকালে আর কোনও বাস বা ট্রেনের পরিষেবা চালু নেই।' ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে এখন সরব হয়েছে 'হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রেল উন্নয়ন নাগরিক মঞ্চ'।

সংগঠনের সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, 'হলদিবাড়ি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এত বড় জায়গা ও পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও রেল পরিষেবায় অনেকটাই পিছিয়ে। দিল্লি বা চেন্নাই-বেঙ্গালুরুগামী দূরপাল্লার কোনও ট্রেন এখান থেকে চলে না। শুধুমাত্র কলকাতাগামী দুটো ট্রেন চলে, তাও একটি ত্রি-সাপ্তাহিক। এর মধ্য থেকে যদি আবার দুটো ট্রেন এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় তা অত্যন্ত বেদনার। পুনরায় ওই ট্রেন দুটির পরিষেবা চালুর জন্য আমরা ডিআরএম-এর কাছে আমাদের দাবি রেখেছি।'

বিজেপির চাপে কাটমানি ফেরালেন দম্পতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

জিতি বাগানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে তৃণমূল নেতা-নেত্রী হিসেবে পরিচিত এক দম্পতির বিরুদ্ধে কাটমানি আদায়ের অভিযোগ এসেছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূল আমলে দুঃস্থ পরিবারকে আবাস পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে এই দম্পতি টাকা আদায় করেছিলেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিজেপি নেতারা হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্ত দম্পতিকে টাকা ফেরত দিতে চাপ দেন। সেই চাপে পড়ে শনিবার সন্ধ্যায় ৮ জনকে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা ফেরত দেন এই দম্পতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই দম্পতি আবাস যোজনায় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় ৩০ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। পরিবারপিছু পরিমাণ ছিল ১০-৩০ হাজার টাকার মধ্যে। ৮ জনকে টাকা ফেরত দেওয়ার পর বাকিদেরও কিস্তিতে ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে গরিব মানুষের থেকে টাকা আদায়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা। পাশাপাশি তাঁরা পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। এছাড়াও নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা ও টন্ডুতে গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনের পর বন্যাদুর্গতদের বিতরণ করা সরকারি ত্রাণের টাকাতেও অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, এই বিষয়গুলোরও বিস্তারিত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিজেপির জিতি চা বাগানের শ্রমিক নেতা সন্তোষ হাতি বলেন, 'তৃণমূলের নেতা-নেত্রী, জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে গরিব মানুষকে নানাভাবে ঠকিয়েছেন তা কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা টাকা নিয়েছেন তাঁদের তা ফেরত দিতেই হবে। আমরা ছাড়ব না।' এই ব্যাপারে তৃণমূলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি প্রেম ছেত্রী বলেন, 'কেউ যদি কাটমানি নিয়ে থাকেন তা দল কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।'

মুর্তা বেতের অভাবে সংকটে শীতলপাটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নিশিগঞ্জ

গ্রীষ্মের চড়া তাপপ্রবাহে শরীরে এক চিলতে শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিতে আজও শীতলপাটির জুড়ি মেলা ভার। বিয়ের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বৈঠকখানার শোভা বাড়াতে শীতলপাটি আজও সমান সমাদৃত। কিন্তু যে কাঁচামালের ওপর দাঁড়িয়ে এই কুটিরশিল্প বেঁচে রয়েছে, সেই 'মুর্তা' বা পাটি বেতের ভাণ্ডারই ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমছে মুর্তা চাষ। তার ফলে কোচবিহারের নিশিগঞ্জের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ভবিষ্যৎ ঘিরে এখন দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তার কালো ছায়া। নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটকিবাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী ভোগমারা গ্রামের বহু পরিবার আজও বংশপরম্পরায় শীতলপাটি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভোরের আলো ফুটতেই বাড়ির দাওয়ায় বসে নিপুণ হাতে পাটি বুনতে শুরু করেন গৃহবধূ সরস্বতী দে। কাঁচামালের আকাল ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলছিলেন, 'গরমে পাটির চাহিদা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু মুর্তা গাছের জোগান আগের মতো নেই। খরচ বাড়ছে, লাভ কমছে।' সাধারণত পাটি চার রকমের হয়ে থাকে; সাধারণ পাটি, ডালার পাটি, বুকার পাটি এবং শীতলপাটি। এর মধ্যে শীতলপাটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও পরিচিত। শুধু এ রাজ্যেই নয়, ভিনরাজ্যেও এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। বিয়ের পিঁড়িতে গায়েহলুদ বা আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে কনেকে শীতলপাটির ওপর বসানো বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক কিছু পালটালেও এর আবেদন আজও ফিকে হয়নি। তবে সমস্যা বাড়াচ্ছে কাঁচামালের জোগান। জলাভূমিতে জন্মানো মুর্তা গাছের ছাল বিশেষ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় নরম শীতলপাটি। তবে জমির চরিত্র বদলে যাওয়া ও লাভ কমে যাওয়ায় চাষিরা মুর্তা চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের পাটিশিল্পী রথীন দে জানান, 'প্রায় ৬০ বছর ধরে এখানে পাটি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখন মুর্তার খেত কমে যাচ্ছে। কাঁচামালের সংকট বাড়লে ভবিষ্যতে এই শিল্পও সংকটে পড়বে।' এদিকে, স্থানীয় শিল্পীদের আরেকটি বড় আক্ষেপ, নিশিগঞ্জে তৈরি পাটি আজও বাজারে 'ঘুঘুমারির পাটি' নামে বিক্রি হয়। ফলে কঠোর পরিশ্রম করলেও নিজেদের স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারেননি তাঁরা। পাশাপাশি, শীতলপাটি দিয়ে ব্যাগ, ট্রে, ল্যাম্পশেড বা ওয়ালেটের মতো নানা শৌখিন সামগ্রী তৈরির দারুণ সুযোগ থাকলেও পর্যাপ্ত বিপণন ব্যবস্থার অভাবে সেই সম্ভাবনাকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে কাঁচামালের তীব্র অভাব আর সঠিক বাজারের অভাবে ধুঁকছে এই গ্রামীণ শিল্প।

গরম থেকে বাঁচতে বেঙ্গল সাফারিতে বাড়তি ব্যবস্থা, নাজেহাল অবস্থা প্রাণীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

মরশুমের সর্বোচ্চ গরম রেকর্ড হয়েছে রবিবার। ৩৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলঘর্ম অবস্থা সাধারণ মানুষের। এই তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা বেঙ্গল সাফারির প্রাণীদেরও। আবহাওয়া দপ্তরও জানিয়েছে, আপাতত এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে না। তাই গরম থেকে প্রাণীদের কিছুটা সুরাহা দিতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ। সাফারি সূত্রে খবর, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে আপাতত মাংসাশী প্রাণীদের খাসির মাংসের বদলে মুরগির মাংস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত প্রাণীদের জন্য ওআরএসমিশ্রিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাখিদের জন্য দেওয়া হচ্ছে রসালো ফল। নাইট শেলটারের সামনে এয়ার কুলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণী যাতে রোদ থেকে বাঁচতে শরীর ভেজাতে পারে, সেজন্য বরফ মিশ্রিত ঠান্ডা জলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাফারির এক আধিকারিক বলেন, 'বেশি গরমে পশুদের ডিহাইড্রেশনের আশঙ্কা থাকে। সেজন্য বাড়তি নজরদারি রাখতে হয়। পশুদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। জল ঠান্ডা রাখার জন্য ঘনঘন বরফের চাঁই দেওয়া হচ্ছে।' সাফারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গরম এবং ঠান্ডাতে পশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাই এই গরমে কোনও প্রাণীর সমস্যা হচ্ছে কি না, তা দেখতে বনকর্মীরা বাড়তি নজর রাখছেন।

এদিকে, কর্তৃপক্ষের তরফে বরফ মিশ্রিত যে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিকা, রিকা, বিভান। এছাড়াও তরমুজ, আপেল, কলা, পাকা পেঁপের মতো খাবার পাখিরা বেশ পছন্দ করছে। গরমের হাত থেকে স্বস্তি পেতে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাচ্ছে রসালো ফলগুলি। সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যতদিন না তাপমাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন এমন ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া তাপমাত্রা যদি আরও বাড়ে, তাহলে প্রয়োজনে এয়ার কুলারের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR

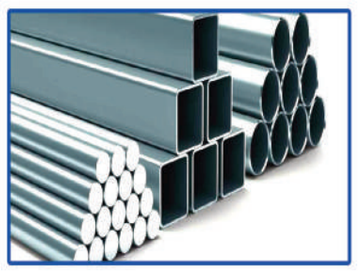

All types of Febrication works

NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 6

পরিকাঠামো এবং কৃত্রিম মেধা

ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক বৃদ্ধির দুই প্রধান চালিকাশক্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ভারত তার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেশের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি তাঁর বার্ষিক বার্তায় জানিয়েছেন, যে সমস্ত দেশ ভৌত পরিকাঠামোর সঙ্গে ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তাকে সফলভাবে সংযুক্ত করতে পারবে, আগামী দশকগুলিতে তারাই বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামোর সম্পর্ক বর্তমানে একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে। আগে রাস্তা, বন্দর বা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা তৈরি করে তার সঙ্গে প্রযুক্তি যুক্ত করার যে প্রথাগত পদ্ধতি ছিল, তা এখন বদলে গিয়ে এমন এক নতুন মডেল তৈরি হচ্ছে যেখানে পরিকাঠামো ও প্রযুক্তি একইসঙ্গে গড়ে তোলা হয়। এই সমন্বয়ের ফলেই আগামী দিনে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা, ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার রূপরেখা নির্ধারিত হবে। কৃত্রিম মেধা বা এআই-কে সাধারণত সফটওয়্যার-চালিত বিপ্লব হিসেবে দেখা হলেও, বাস্তব হল এটি ভৌত পরিকাঠামোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ডেটা সেন্টারগুলি চালানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, উন্নত ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, কুলিং সিস্টেম এবং উচ্চ গতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির প্রয়োজন হয়। বিশ্বজুড়ে এআই-চালিত পরিষেবার চাহিদা যত বাড়ছে, যে দেশগুলির পরিকাঠামোগত ভিত্তি মজবুত, তারা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। অন্যান্য উন্নত দেশগুলি যেখানে তাদের বহু পুরনো পরিকাঠামোর কারণে কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে, সেখানে ভারতের কাছে একেবারেই গোড়া থেকে আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এর ফলে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, লজিস্টিকস, পরিবহণ, স্টোরেজ এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে না গড়ে উঠে একটি সুসংহত ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসেবে বিকশিত হতে পারবে। ভৌত এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর এই সংযুক্তিকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল আদানি গ্রুপের বর্তমান ব্যবসায়ের রূপরেখা। বন্দর, বিমানবন্দর, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, লজিস্টিকস, উৎপাদন এবং ডেটা সেন্টারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে তাদের উপস্থিতি মূলত এমন একটি সংযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি বড় মাপের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে সাহায্য করবে। ২০২৬ অর্থবর্ষে আদানি গ্রুপের বিনিয়োগ তাদের এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যেরই প্রতিফলন। এই বছর তাদের মূলধনী ব্যয় বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা ১৯.৩ গিগাওয়াট অতিক্রম করেছে। পাশাপাশি, আদানি পোর্টস ৫০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্গো পরিচালনা করেছে এবং ট্রান্সমিশন ব্যবসার অর্ডার পাইপলাইনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং গ্রুপের ক্রমবর্ধমান ডেটা সেন্টার নেটওয়ার্কের মতো বড় প্রকল্পগুলির কাজও সমানতালে এগিয়ে চলেছে। তবে শুধু বিনিয়োগই যথেষ্ট নয়, আসল চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে রয়েছে এই প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের মধ্যে। আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কত দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে এবং বড় আকারে মূলধন বিনিয়োগ করে তাকে সফল করা যায়, সেটাই চূড়ান্ত সাফল্যের নির্ণায়ক হবে। যে দেশগুলি তাদের বিনিয়োগকে কার্যকরী পরিকাঠামো এবং উৎপাদন ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে পারবে, তারাই এই দৌড়ে এগিয়ে থাকবে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকার যখন জ্বালানি নিরাপত্তা, সাপ্লাই চেন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের বাধা এবং নতুন প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে চিন্তিত, সেই সময়ে এই বিনিয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের জন্য আজ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, দক্ষ লজিস্টিকস এবং শক্তিশালী শিল্প ক্ষমতার ওপর নির্ভরতা ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। ভারতের কাছে এটি একইসঙ্গে বড় সুযোগ এবং দায়িত্ব। পরিবেশবান্ধব শক্তি, ডিজিটাল পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই চেনে বিনিয়োগ শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেই ত্বরান্বিত করবে না, পাশাপাশি জাতীয় স্তরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্সকেও শক্তিশালী করবে। বিশ্ব অর্থনীতি এখন প্রযুক্তি ও স্থায়িত্বের দ্বারা চালিত এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে মূলধনের প্রাপ্যতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেই মূলধনের যথাযথ ব্যবহার। এই প্রতিযোগিতায় পরিকাঠামো, প্রযুক্তি এবং বাস্তবায়নের মধ্যে সফল সমন্বয় সাধনের উপরেই নির্ভর করছে বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতের অবস্থান।

মার্কিন বোমাবর্ষণের পর ফের অধিকাংশ আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল সাইট খুলে দিল ইরান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ওয়াশিংটন ডিসি

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খনন ও মেরামতির পর ইরান তাদের ভূগর্ভস্থ মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র পরিকাঠামোর একটি বড় অংশের প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছে। সিএনএন-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ঘটনা সুড়ঙ্গের প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়ার মার্কিন বোমাবর্ষণ কৌশল বা 'বম্বিং স্ট্র্যাটেজি'-র সীমাবদ্ধতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সিএনএন-এর খতিয়ে দেখা স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ চিত্রে স্পষ্ট ধরা পড়েছে যে, মার্কিন এবং ইজরায়েলি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি ভূগর্ভস্থ মিসাইল ফেসিলিটির ৬৯টি সুড়ঙ্গের প্রবেশপথের মধ্যে ৫০টিই সফলভাবে পুনরায় খুলে ফেলেছে ইরানি সেনা। মূলত রাস্তা ধ্বংস করে এবং সুড়ঙ্গের মূল প্রবেশপথগুলি বুজিয়ে দিয়ে তেহরানের মিসাইল ভাণ্ডারের নাগাল পাওয়ার পথ বন্ধ করাই ছিল এই জোড়া হামলার প্রাথমিক লক্ষ্য।

কিন্তু সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রবল সংঘর্ষ চলাকালীন খনন সরঞ্জামের ওপর বারবার হামলা হওয়া সত্ত্বেও, বুলডোজার এবং ডাম্প ট্রাকের মতো তুলনামূলকভাবে সাধারণ নির্মাণ সরঞ্জাম ব্যবহার করেই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছে ইরান।

বিশেষজ্ঞরা সিএনএন-কে জানিয়েছেন, এই অগ্রগতি প্রমাণ করে যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং টেকসই। জেমস মার্টিন সেন্টার ফর ননপ্রলিফারেশন স্টাডিজ-এ ইরানের মিসাইল প্রোগ্রাম নিয়ে গবেষণারত গবেষক স্যাম লেয়ার জানিয়েছেন, যদিও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তবুও লঞ্চার এবং ক্রু বা কর্মী থাকলে ইরান মিসাইল উৎক্ষেপণ চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থাতেই রয়েছে। কারণ, ইরানের হাতে এখনও যে বিপুল পরিমাণ মিসাইলের ভাণ্ডার রয়েছে, তা দিয়ে লঞ্চারগুলিকে সজ্জিত করতে কোনও বাধা নেই। সিএনএন-এর রিপোর্ট বলছে, যুদ্ধের সময় মিসাইল উৎক্ষেপণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও,

ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ ফেসিলিটিগুলির অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করে গোটা সংঘর্ষ জুড়েই মিসাইল হামলা চালিয়ে গিয়েছিল তেহরান।

সাত সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে এই খনন ও মেরামতির কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। মার্কিন ও ইজরায়েলি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করার পাশাপাশি বেশিরভাগ বোমার গর্ত বুজিয়ে ফেলে বেশ কিছু রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে বলেও স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গিয়েছে। স্যাম লেয়ার এই প্রসঙ্গে ট্যাকটিক্যাল এবং স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে জানিয়েছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী ট্যাকটিক্যাল সাফল্য এনে দিতে পারদর্শী এবং ইরানের মিসাইল ফোর্সকে ধ্বংস ও অবদমিত করা তারই একটি বড় উদাহরণ। কিন্তু এর সঙ্গে যদি যুক্তিসঙ্গত কৌশলগত যুদ্ধের লক্ষ্য না থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তা কৌশলগত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। সিএনএন আরও জানিয়েছে যে, ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে একটি সাময়িক চুক্তি হলেও, তা বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা এখনও চলছে।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, যদি ফের সংঘাত শুরু হয়, তবে আগের সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও তেহরান তাদের এই শক্তিশালী মিসাইল উৎক্ষেপণ ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, সিএনএন-এর এই দাবির প্রেক্ষিতে পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল সুনির্দিষ্ট কোনও মন্তব্য না করে শুধুমাত্র নিজেদের আগের একটি বিবৃতি পুনর্ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে, আমেরিকার সামরিক বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রেসিডেন্টের বেছে নেওয়া সময় ও স্থানে আঘাত হানার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি রয়েছে।

নয়াদিল্লিতে শুরু চার দিনের মেগা বৈঠক লক্ষ্য ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির (বিটিএ) চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির করতে সোমবার থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে চার দিনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। এই আলোচনায় অংশ নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মধ্যস্থতাকারী বা চিফ নেগোসিয়েটর ব্রেন্ডন লিঞ্চের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দল আজই ভারতে এসে পৌঁছচ্ছে। ১ জুন থেকে ৪ জুন পর্যন্ত চলা এই সফরে মূলত একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করার পাশাপাশি বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক কাঠামোর অধীনে বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। এই মেগা বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব তথা ভারতের প্রধান মধ্যস্থতাকারী দর্পণ জৈন।

বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, বাজার সম্প্রসারণ বা মার্কেট অ্যাক্সেস, শুল্ক বহির্ভূত পদক্ষেপ, শুল্ক ও বাণিজ্য সুবিধা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বৃহত্তর চুক্তির অধীনে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারত সফরে এসেছে। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতার অঙ্গ হিসেবেই নয়াদিল্লিতে এই মুখোমুখি বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর আগে গত ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল দর্পণ জৈনের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন ডিসি সফরে গিয়ে মার্কিন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিল। মূলত গত ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে হওয়া একটি যৌথ বিবৃতির ভিত্তিতেই এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার গতিবৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে উভয় দেশই পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামো তৈরিতে সম্মত হয়েছিল।

জানা গিয়েছে, এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বর্তমানে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে এবং দুই দেশই অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চুক্তির কাঠামো অনুযায়ী, ভারত ইতিমধ্যেই সমস্ত মার্কিন শিল্পপণ্য এবং বিভিন্ন মার্কিন খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য; যেমন পশুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত রেড সোরঘাম, সয়াবিন তেল, ট্রি-নাট, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, ওয়াইন এবং স্পিরিট-সহ বেশ কিছু পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো বা পুরোপুরি তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে, গত শুক্রবার আইআইটি দিল্লিতে আয়োজিত 'ইউএস-ইন্ডিয়া ট্রাস্ট ইনিশিয়েটিভ'-এর একটি অনুষ্ঠানে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এই চুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট আশাপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, গত সপ্তাহেই চুক্তির বাকি থাকা শেষ ১ শতাংশ কাজ চূড়ান্ত করতে ভারতীয় দল ওয়াশিংটনে গিয়েছিল এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ বা মাসের মধ্যেই বহু প্রতীক্ষিত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে তাঁরা প্রবল আশাবাদী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মতে, বিগত দুই দশকে দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে লাফিয়ে ২২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার কাছে ভারতের গুরুত্ব যে কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে ভারত যে তাঁদের অন্যতম প্রধান কৌশলগত মিত্র হয়ে উঠেছে, সে কথাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বক্স অফিসে চমক

প্রথম দিনেই ১.০৬ কোটি টাকার ব্যবসা করল জিনা দিল সে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

ছোট বাজেটের এবং নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তৈরি ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম বড় চমক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়ুথ-এন্টারটেইনিং ড্রামা 'জিনা দিল সে'। এডিআর মিডিয়া প্রোডাকশন নির্বেদিত এই ছবিটি বক্স অফিসে প্রথম দিনেই ১.০৬ কোটি টাকার আকর্ষণীয় ব্যবসা করেছে, যা চলচ্চিত্র মহলের সকলকে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছে। রুমা শর্মা, লক্ষ্য হান্ডা, মেহক জৈন, যশ পুরোহিত, কুণাল ছাবরা, দীক্ষা সূর্যবংশী, তেজি সিং, প্রিয়াঙ্কা মোদগিল, শিবানী উজির, কাঞ্চন সিং, কিয়ারা দেওয়ান, অভিষেক সিং রাজপুত, শ্রদ্ধা জোশী, মুসকান বর্ষণে, কৃতি ভার্মা এবং বিরাজ (কুশাগ্র সিং)-এর মতো একঝাঁক সম্পূর্ণ নতুন এবং প্রতিভাবান মুখ নিয়ে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও বক্স অফিসে এই ধরনের ওপেনিংকে একটি বড়সড় সাফল্য হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। নবাগত পরিচালক অধীশ রানা পরিচালিত এবং অমরদীপ রানা প্রযোজিত এই ছবিটি মূলত এর প্রাসঙ্গিক গল্প বলার ধরণ এবং সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক উপস্থাপনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তরুণ প্রজন্মের দর্শকদের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আজকের প্রজন্মের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে যে নিত্যদিনের মানসিক টানাপোড়েন তৈরি হয় এবং তার পাশাপাশি প্রেম, সম্পর্ক, স্বপ্ন ও বন্ধুত্বের গল্পকে কেন্দ্র করেই এই ছবির মূল প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। আর এই পরিচিত অথচ স্পর্শকাতর বিষয়বস্তুই টার্গেট অডিয়েন্সের সঙ্গে খুব সহজেই একাত্ম হতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এবং কলেজ-কেন্দ্রিক এলাকাগুলিতে তরুণ-তরুণী এবং যুগলদের মধ্যে 'মাউথ পাবলিসিটি' বা লোকমুখে ভালো প্রচারের কারণে ছবিটি ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং দর্শক টানতে সক্ষম হচ্ছে। সঞ্জয় প্রজাপতির মূল গল্পের ওপর ভিত্তি করে অনুজ কুমার এবং কিরণ শর্মার লেখা এই ছবির চিত্রনাট্যে এমন একটি আধুনিক স্বাদ রয়েছে যা জেন-জি দর্শকদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ছবিতে থাকা মাটির কাছাকাছি এবং বাস্তবোচিত আবেগ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফ্রেশ কেমিস্ট্রি, চার্টবাস্টার সঙ্গীত এবং সাদামাটা অথচ হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনাকে দর্শকরা দারুণভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। নবাগত পরিচালক অধীশ রানাও অতিরিক্ত বাণিজ্যিক মশলা বা তথাকথিত ট্রপের ওপর নির্ভর না করে আধুনিক সম্পর্কগুলিকে অত্যন্ত সতেজ এবং মানসিকভাবে আকর্ষক উপায়ে বড়পর্দায় তুলে ধরার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা কুড়োচ্ছেন। উইকএন্ডে এই ছবির ব্যবসার গ্রাফ আরও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন ১২০ মিনিটের বেশি কাটায় শহুরে তরুণরা

ই-কমার্সে এগিয়ে মহিলারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ভারতের শহরাঞ্চলে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিটিআয়ন এবং ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-এর একটি যৌথ রিপোর্টে উঠে এসেছে যে, এই বয়সী তরুণরা প্রতিদিন গড়ে ১২০ মিনিটেরও বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায়, যা সার্বিক গড় ৯৭.৯ মিনিটের চেয়ে অনেকটাই বেশি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স এবং লিঙ্গভেদে বড়সড় পার্থক্য রয়েছে। যেখানে কমবয়সীরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় কাটায়, সেখানে ৩৫ বছর বা তার বেশি বয়সী গ্রাহকরা মূলত বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ৭৭.২ মিনিট সময় ব্যয় করে থাকেন। সময়ের এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, ই-কমার্স এবং কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি সময় কাটান। বিশেষত ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪৭ শতাংশ বেশি। দেশের বড় শহর বা মেগা সিটিগুলিতে ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী মহিলারা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে গড়ে প্রতিদিন ৩৫.২ মিনিট সময় দেন, যেখানে ওই একই বয়সের পুরুষরা দেন মাত্র ২৪.৮ মিনিট।

অর্থাৎ, মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪২ শতাংশ বেশি। পরিষেবা মডেল নির্বিশেষে এই লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য স্থির রয়েছে। কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্লিনকিট-এ ৫৭ শতাংশ এবং ই-কমার্স অ্যাপ মিশো ও মিন্ত্রাতে যথাক্রমে ৬১ ও ৫৪ শতাংশ মহিলা গ্রাহক রয়েছেন। রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মহিলাদের কথা মাথায় না রেখে বা তাঁদের অগ্রাধিকার না দিয়ে ই-কমার্স ক্রেতাদের লক্ষ্য করে নেওয়া যে কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ভুল প্রমাণিত হতে বাধ্য।

কাঠামোগত প্রবণতাগুলি নির্দেশ করে যে, সামগ্রিকভাবে বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মগুলিতে মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং মূলত ৩৫-উর্ধ্ব গ্রাহকদের দ্বারাই তা পরিচালিত হয়। এর বিপরীতে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মূল কারিগর ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সীরাই।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনোদনের মাধ্যমগুলি মূলত গ্রাহকদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম এবং সেখানে মহিলাদের সময় কাটানোর হার অনেক বেশি।

এছাড়াও, মেসেজিং অ্যাপগুলিতে ব্যবহারকারীরা প্রতিদিন গড়ে ৫৮.৬ মিনিট সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে, লোন এবং ক্রেডিট অ্যাপের মতো নির্দিষ্ট বিভাগগুলির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

ভারতের শহরাঞ্চলে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিটিআয়ন এবং ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-এর একটি যৌথ রিপোর্টে উঠে এসেছে যে, এই বয়সী তরুণরা প্রতিদিন গড়ে ১২০ মিনিটেরও বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায়, যা সার্বিক গড় ৯৭.৯ মিনিটের চেয়ে অনেকটাই বেশি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স এবং লিঙ্গভেদে বড়সড় পার্থক্য রয়েছে।

বঙ্গের হিমসাগর ও আম চাষিদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এ বাংলার হিমসাগর! দেশের বিবিধ রাজ্যের বিবিধ প্রকৃতির আম নিয়ে চর্চাই উপজীব্য হয়ে উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৪-তম পর্বে। রাজ্য ধরে ধরে নাম করে মোদি যেমন তুলে ধরলেন সেখানকার বিখ্যাত আমের নাম, তেমনই ভূয়সী প্রশংসা করলেন দেশের আমচাষিদের। জানালেন, ভারতের আমের ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন কৃষকরা। আর সেই চর্চাতেই গোটা পর্বটি হয়ে উঠল 'আম'-ময়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "গরম পড়লেই দেশের ঘরে ঘরে আম-চর্চা শুরু হয়ে যায়। দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব আম রয়েছে।

তার স্বকীয় স্বাদ-গন্ধ রয়েছে, বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।" কথা প্রসঙ্গে এর পর মোদির বক্তব্যে উঠে আসে বিভিন্ন প্রদেশের আমের গুণগান। আর সেখানেই স্থান করে নেয় বাংলার গর্ব, সুমিষ্ট হিমসাগর আমও। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন মহারাষ্ট্রের হাপুস এবং আলফানসো, গুজরাতের কেশর, উত্তরপ্রদেশের দসেহরি, কাশীর ল্যাংড়া (মোদির সংযোজন পেকে গেলেও অনেকসময় সবুজই থাকে), বিহারের জারদালু, চৌসা এবং মালদহ (মালদহ বা দুধিয়া মালদা), দক্ষিণ ভারতের বঙ্গনাপল্লি, তোতাপুরি, নীলম, মলগোভা, ওড়িশার সুবর্ণরেখা এবং বাংলার হিমসাগর আমের কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অঞ্চল বদলালে যেমন পরিবেশ বদলায়, তেমনই আমের চেহারা, রং এবং স্বাদও বদলে যায়।" আমচাষে নিযুক্ত কৃষকদের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, "আজ 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমি আমচাষে যুক্ত আমার কৃষক ভাই-বোনদের প্রশংসা করতে চাই। আপনারা শুধু সাধারণ কৃষক নন, আপনারা দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবেই আপনারা সকলে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। আপনাদের পরিশ্রম দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।"

তবে শুধু আম-পে-চর্চাই নয়। 'মন কি বাত'-এর সাম্প্রতিক পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশের বস্তি শহরের এক তরুণ আকাশ গুপ্তার কথা।

আকাশ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল মনোরমা নদীকে দূষণমুক্ত করার। আর সেই কাজে তাঁরা সফলও হয়েছেন।

LIFE CARE HOSPITAL
Takes Care of Your Health
NABH Certified
ORTHOPAEDICS
✓ Total Joint Replacement (THR/TKR/PHR)
✓ Hip Fracture Management
✓ Spine Surgery & All Types of Pain Management
Empanelled with Govt. Corporates
Mediclaim Cashless Facility
80165 21222
Near Smart Bazar, City Centre, Durgapur

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 7

বার্নপুরে ‘লিওনেল অ্যাট লাস্ট’ বইয়ের উদ্বোধনে অগ্নিমিত্রা পাল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বার্নপুর

বার্নপুরের ভারতী ভবনে রবিবার সকালে একটি বইয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসিকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন ক্রীড়াবিদ কমলেন্দু মিশ্র। ‘লিওনেল অ্যাট লাস্ট’ নামের এই বইটিতে ২০২২ সালে বিশ্ব ফুটবলে মেসির অসাধারণ পারফরম্যান্সের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির মুখ বন্ধ লিখেছেন সিদ্ধার্থ বসু। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এদিনের অনুষ্ঠানে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি ফুটবল, বিশেষ করে মেসিকে নিয়ে এমন একটি বই লেখার জন্য কমলেন্দু মিশ্রের প্রশংসা করেন। মন্ত্রী বলেন, মেসি শুধু একজন জনপ্রিয় ফুটবলার নন, তিনি সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তরুণের স্বপ্ন। মেসির জীবন অনেক শিক্ষা দেয়। তিনি আর্জেন্টিনার একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তবে, তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্বের হৃদস্পন্দন হয়ে উঠেছেন। এটি প্রমাণ করে যে আমরা কোথা থেকে শুরু করেছি তা বড় কথা নয়; বরং আমাদের কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কতদূর পৌঁছাতে পারি সেটাই আসল। বইয়ের লেখক কমলেন্দু মিশ্র বলেন, ফুটবলার লিওনেল মেসির যাবতীয় জানা-অজানা অনেক কিছু বইয়ে তুলে ধরেছি। ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলের অনেক তথ্য আছে। বইয়ে কুইজের প্রশ্ন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমার ২০২২ এর বিশ্বকাপ ফুটবল চারটি খেলা দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে দুটো আর্জেন্টিনার খেলাও ছিল। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সেল আইএসপি ও ডিএসপির ডিআইসি বা ডিরেক্টর ইনচার্জ সুরজিৎ মিশ্র, সেল আইএসপির প্রাক্তন এমডি নীলোৎপল রায়, সেল আইএসপির তিন ইডি ইউপি সিং, আরকে সিং ও প্রবীণ কুমার, ডাঃ অশোক রায়, ডঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক রুদ্র ও নরেশ আগরওয়াল। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিজেপি কেন্দ্র ও রাজ্য দুজায়গাতেই এখন ক্ষমতায় রয়েছে। রাজ্যে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য একটি ডাবল-ইঞ্জিন সরকার কাজ করছে। রাজ্য সরকারও এই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে যে চারটি স্মার্ট সিটি গড়ার একটি প্রকল্প রয়েছে, তার মধ্যে আসানসোলও রয়েছে। এ ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে পাঁচটি নতুন শহর গড়ে তোলা হবে, যেগুলো হিমালয়ান সিটি নামে পরিচিত হবে। মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হয়েছে। এখন এখানকার উন্নয়ন কেউ থামাতে পারবে না। গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ৫০ বছরের মতো পিছিয়ে গেছে। তা এখন আর হবে না। এখন বাংলা দ্রুত গতিতে এগোবে। সবক্ষেত্রেই উন্নয়ন হবে।

কবরস্থানের জমি দখল করে তৃণমূলের অফিস, সরব বিজেপি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রানিগঞ্জ

রানিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ অভিযোগ করেন যে, রানিগঞ্জের রনাইয়ে আসানসোল পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কবরস্থানের ভেতরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় রয়েছে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও আশ্চর্যজনক যে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা এই বলে দাবি করে যে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেবা করে। অথচ তাদের জমি দখল করেছে। সেই জমিতে আবার অবৈধভাবে নিজেদের দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করেছে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, বিজেপি এই ধরনের কার্যকলাপ আর সহ্য করবে না। তৃণমূল কংগ্রসের নেতৃত্বকে তাদের দলীয় কার্যালয়টিকে স্বেচ্ছায় কবরস্থান থেকে কার্যালয়টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এই বিষয়ে ৩৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার আখতারি খাতুন বলেন, যদি দলীয় কার্যালয়টি কবরস্থানের জমিতে তৈরি হয়ে থাকে, তবে তা সরিয়ে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কার্যালয়ের ভেতরে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেবো এবং বিজেপি বিধায়কের হাতে চাবি তুলে দেবো। যে জমিতে দলীয় কার্যালয়টি রয়েছে সেটি যে কবরস্থানের জমি, সেই বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন কি না, জানতে চাইলে তৃণমূলের কাউন্সিলর বলেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তিনি বলেন, দলীয় কার্যালয়টি ২০১১ সালের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) বা সিপিএমের কার্যালয় ছিল। ২০১১ সালের পরিবর্তনের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি ২০১৮ সালে টিএমসিতে যোগ দান করেছিলাম। কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে এই দলীয় কার্যালয় থেকেই জনগণের সেবা করে আসছি। তিনি বলেন , যদি দলীয় কার্যালয়টি সত্যিই কবরস্থানের জমিতে হয়ে থাকে, তবে তিনি সেটি খালি করে দেবো। আমার কাউন্সিলারের মেয়াদ কয়েক মাস বাকি রয়েছে। সেই মাসগুলো নিজের বাড়ি থেকেই জনগণের সেবা করবো বলে কাউন্সিলার জানান ।

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে মাদ্রাসায় শুরু ‘বন্দে মাতরম’ পাঠ

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বাঁকুড়া

সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী পয়লা জুন সোমবার থেকে রাজ্যের স্কুলগুলির পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলিতেও শুরু হয়ে গেল জাতীয় স্তোত্র গাওয়া। বাঁকুড়া শহরের কেঠারডাঙ্গা হাই মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত জন গন মন র পাশাপাশি এদিন প্রার্থনার সময় গাওয়া হল জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরম।

তবে যেহেতু বন্দে মাতরম সঙ্গীত পড়ুয়াদের সেভাবে মুখস্ত নেই স্বাভাবিক ভাবেই স্কুলের নিজস্ব সাউন্ড বক্সে বন্দে মাতরম গানটি বাজানো হয়।

আর সেই গানে গলা মেলায় পড়ুয়ারা। শিক্ষক থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের দাবি জাতীয় সঙ্গীত জন গন মন র মতো ধীরে ধীরে শুনে শুনে

এই স্তোত্রও একদিন মুখস্ত হয়ে যাবে তাঁদের।

অবৈধ লটারির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানে ধৃত ২

অবৈধ ও অননুমোদিত লটারি ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। সাম্প্রতিক অভিযানে গুরাপ, পুরসুড়া এবং ধানিয়াখালী থানার আওতাধীন এলাকায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ লটারির টিকিট ও প্রচার সামগ্রী।

সকালের শিরোনাম

পাপ্পু সাঁতরা

হুগলি

অবৈধ ও অননুমোদিত লটারি ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। সাম্প্রতিক অভিযানে গুরাপ, পুরসুড়া এবং ধানিয়াখালী থানার আওতাধীন এলাকায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ লটারির টিকিট ও প্রচার সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরাপ থানার ১১৬/২০২৬ নম্বর মামলায় বিএনএস, ডব্লিউবিজি ও পিসি আইন এবং লটারি নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় পূর্ণ সরেন (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুরসুড়া থানার ১৪৬/২০২৬ নম্বর মামলায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময় তাঁর কাছ থেকে বিল ও চালানসহ মিজোরাম রাজ্যের ‘রাজশ্রী’ লটারির ১০৫টি টিকিট জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধানিয়াখালী থানার পুলিশ মল্লিকপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে ১৬৩/২০২৬ নম্বর মামলায় অমিত নন্দী (২২)-কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ‘ভুটান সরকারি লটারি কেডব্লিউআইএল’-এর অবৈধ কাগজের লটারির টিকিট, ‘মা লটারি এজেন্সি’-র প্রচারমূলক ফ্লেক্স ও ব্যানার, এবং অবৈধ লটারি ব্যবসায় ব্যবহৃত একটি কাঠের টেবিল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অবৈধ লটারি ব্যবসা জনস্বার্থের পরিপন্থী এবং সরকারি রাজস্বের ক্ষতি করে। তাই এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর পদক্ষেপ ও নিয়মিত অভিযান চালানো হবে। পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় অবৈধ লটারি চক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের বার্তা স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শুরু সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফর, খুশি মহিলারা

সকালের শিরোনাম

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর

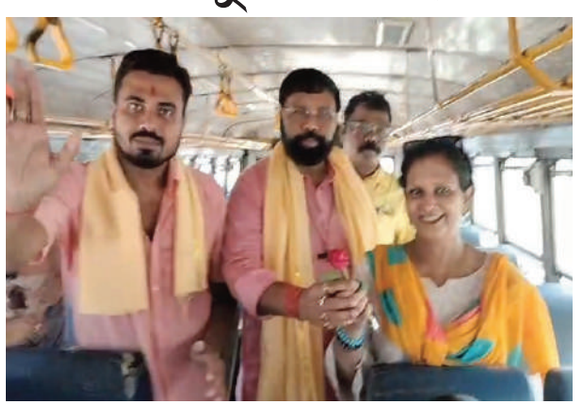

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হলো। সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। এর ফলে সরকারি বাসে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আর কোনো ভাড়া দিতে হচ্ছে না মহিলা যাত্রীদের।পরিবহন দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকার অনুমোদিত যে কোনো বৈধ পরিচয়পত্র দেখালেই মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে টিকিট পাচ্ছেন। বাসের কন্ডাক্টররা পরিচয়পত্র যাচাই করে ‘জিরো ভ্যালু টিকিট’ প্রদান করছেন। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি মহিলা যাত্রীরা। তাঁদের মতে, প্রতিদিন কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ আর্থিকভাবে বড় সহায়তা করবে। বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই বলেন, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ মহিলাদের যাতায়াত আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করবে। পরিষেবাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে প্রশাসন ও পরিবহন কর্মীদের নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকেই দুর্গাপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই পরিষেবার সুফল পেতে শুরু করেছেন মহিলারা।

ত্রিপল ও শীতবস্ত্র সরানোর অভিযোগে তুমুল উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জামুড়িয়া

জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শনিবার গভীর রাতে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল ও শীতবস্ত্র বোঝাই একটি গাড়িকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান অনিতা ঘোষের বাড়ি থেকে গাড়িতে করে ত্রিপল ও শীতবস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই রবিবার সকালে এলাকাবাসীরা গাড়িটি আটকায় এবং ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পড়াসিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ উদিপ সিং এর বাড়ি ঘেরাও করে স্থানীয় লোকজন। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী অনৈতিক ভাবে মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। শনিবার রাতে সেই ধরনের একটি ঘটনাই হাতেনাতে ধরা পড়েছে বলে তাদের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাড়িতে থাকা ত্রিপল ও শীতবস্ত্রের উৎস এবং সেগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা দাবি করেন তারা। ঘটনার খবর দ্রুত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে রাজনৈতিক মহলেও তৎপরতা শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির একাধিক পদাধিকারী ও কর্মী। তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান এবং অভিযোগ করেন যে, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী বেহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ কোনও সরকারি সামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে।

জমির বদলে চাকরির দাবিতে তিলাবনী কোলিয়ারিতে বিক্ষোভে জমিদাতারা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাণ্ডবেশ্বর

পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারিতে জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল পরিস্থিতি। সোমবার সকাল থেকে কোলিয়ারির উৎপাদন ও পরিবহন সম্পূর্ণ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক জমিদাতা পরিবার।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে ইসিএল কর্তৃপক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। জমিদাতাদের দাবি, প্রায় পাঁচশোরও বেশি পরিবার নিজেদের জমি কোলিয়ারির কাজে দিয়েছেন, কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও অধিকাংশ পরিবার চাকরি থেকে বঞ্চিত। জমিদাতা প্রতিনিধি রোহন মুখার্জী জানান,‘ইসিএল শুধু আশ্বাস দিয়েই চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা করা হচ্ছে। আমরা জমি দিয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান মেলেনি।’ এদিন বিক্ষোভের জেরে কোলিয়ারির স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। উৎপাদন ও কয়লা পরিবহন বন্ধ হয়ে পড়ায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, এই বিষয়ে কোলিয়ারির ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। এখন দেখার, ইসিএল কর্তৃপক্ষ জমিদাতাদের দাবির বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রেড ক্রস সোসাইটির সংবর্ধনায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসানসোল

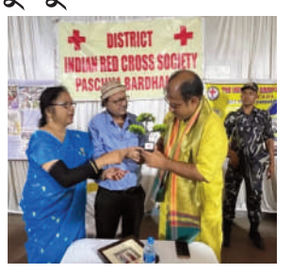

আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি। এই উপলক্ষে রবিবার আসানসোল আদালত সংলগ্ন ঘড়ি মোড়ের কাছে রেড ক্রস ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা রেড ক্রস সোসাইটির সেক্রেটারি ডাঃ শ্যামল সান্যাল, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ লক্ষ্মী গান্ধী, ডাঃ অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এ কে পান সহ অন্যান্যরা। বিজেপি বিধায়ক বলেন, ‘আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমান জেলা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ সংবর্ধনা পেয়ে আমি অত্যন্ত আপ্লুত ও সম্মানিত। জনসাধারণের জন্য কাজ করার যে অঙ্গীকার, এই সম্মান সেই দায়িত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে দিল। রেড ক্রস সোসাইটির সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। মানুষের পাশে থাকার এই যাত্রা আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে।’

জেলা পরিষদে পড়ল ‘ভয় আউট ভরসা ইন ‘পোস্টার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বীরভূম

বীরভূম জেলা পরিষদে ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’ পোস্টার পড়ল । ৩০ মে রাতে ওই পোস্টারটি দেখতে পান জেলাপরিষদের কর্মীরা ।

সেখানে লেখা হয়েছে - বীরভূম জেলাপরিষদে ‘বহিরাগত কাদির,সাদ্দাম, পলাশ, জসিম,প্রভাত,বসিরুলদের’ অফিসের সকল প্রকার কর্মচারী ও আধিকারিকদের প্রতি থ্রেট কালচার নিপাত যাক ।’

ঠিক তার নিচে লেখা হয়েছে - ‘ভয় আউট ভরসা ইন’ ।

তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয় ।

বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। রবিবার রাত্রে কাঁকসার ক্যানেল পাড়ের বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক এম ডি সামু-র বাড়িতে হানা দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন অভিযানে ছিলেন কাঁকসার আইসি অমিত দেব, কাঁকসার এসিপি এম ডি আলী রাজা, সহ কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সকালের শিরোনাম

সুজিত ভট্টচার্য্য

কাঁকসা

এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। রবিবার রাত্রে কাঁকসার ক্যানেল পাড়ের বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক এম ডি সামু-র বাড়িতে হানা দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন অভিযানে ছিলেন কাঁকসার আইসি অমিত দেব, কাঁকসার এসিপি এম ডি আলী রাজা, সহ কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন পুলিশের হানা দেওয়ার আগেই বাড়ি ছেড়ে পালায় এম ডি সামু। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা এলাকায় গাঁজা বিক্রি করে আসছে স্বামী এম ডি সামু ও স্ত্রী জুলি বিবি।কাঁকসার ক্যানেল পাড়ে সেচ খালের উপর গাঁজা ব্যবসার টাকা দিয়ে বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছে তারা।

এম ডি সামু, পেশায় টোটো চালক।বাড়ির ভেতরেই ছোট ছোট প্যাকেট করে টোটোর চালকের সিটের তলায় ভরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সেগুলি বিক্রি করত সামু। পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি প্যাকেট উদ্ধার করে।সামুর টোটোর সিটের নিচ থেকেও উদ্ধার হয় বেশ কিছু গাঁজার প্যাকেট।ওজন করতে আনা হয় দাঁড়িপাল্লা।পরে সবগুলি ওজন করে পুলিশ জানায় মোট পাঁচ কেজি ১৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।আরও কোথাও লুকানো থাকলেও তার খোঁজ শুরু করলেও সন্ধান পায় নি পুলিশ। শুধু কি ঘুরে ঘুরে বিক্রি করা নাকি বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা সাপ্লাই করার জন্যই এই বিপুল পরিমাণে গাঁজা বাড়িতে রাখা হয়েছিল।এই ব্যবসার সাথে আর কারা যুক্ত আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই অভিযান।কাঁকসা থানার পুলিশ এই ঘটনায় গ্রেফতার করে সামুর স্ত্রী জুলি বিবি কে।তাকে মহিলা পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।এম ডি সামুর খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনা পর থেকেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।সোমবার উদ্ধার হওয়া প্যাকেট ও সামুর স্ত্রীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ কুলটির বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দারের

সকালের শিরোনাম

সন্তোষ মন্ডল

কুলটি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটির বিধায়ক পেশায় চিকিৎসা ডাঃ অজয় পোদ্দার সোমবার সকালে রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন লোকভবনে। এর পরেই খুশির জোয়ার কুলটি বিধানসভা জুড়ে। কুলটির মন্ডল-১ কার্যালয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে খুশিতে মেতে উঠেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।সেখানে খেলা হয় গেরুয়া আবীর। ফাটানো হয় বাজি। এলাকার মানুষদের করানো হয় মিষ্টি মুখ। তার সঙ্গে ছিন্নমস্তা মন্দিরে পূজায় দেন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। বিজেপি নেতা কর্মীদের একটাই বক্তব্য, কুলটি থেকে এই প্রথম মন্ত্রী।অনেক উন্নয়ন বাকি রয়েছে। তা এবার এলাকার মানুষ পাবেন মন্ত্রী ডাঃ অজয় পোদ্দারের হাত দিয়ে। জানা, দুপুরের দিকে এদিন শপথ নেওয়া ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী নবান্নে যাবেন। সেখানে নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করা হবে। প্রসঙ্গতঃ, এর আগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা থেকে মন্ত্রী হয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তার দায়িত্বে রয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশু কল্যান দপ্তর। এই প্রথম রাজ্যের কোন মন্ত্রী সভায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে দুজন বিধায়ক মন্ত্রী হলেন।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 8

ফ্রী-তে সরকারি বাস পরিষেবা নারী সশক্তিকরণে বড় পদক্ষেপ ঃ কৃষ্ণেন্দু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

নারী সশক্তিকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা পরিষেবার সূচনা করা হলো জুন মাসে প্রথম দিন সোমবার থেকে। এই উপলক্ষে এদিন সকালে আসানসোল বাস স্ট্যান্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তর ও বারাবনির দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অরিজিৎ রায়, পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক বা ডিএম এস পোন্নাবলম সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে একের পর এক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তারই অংশ হিসেবে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাত্রার সুবিধা চালু হলো এদিন থেকে। যা নারী সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দেখিয়েই মহিলারা এই পরিষেবার সুবিধা নিতে পারছেন। ভবিষ্যতে আরও সুবিধার কথা মাথায় রেখে একটি বিশেষ কার্ড চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে মহিলারা সহজেই সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। বিজেপি বিধায়কের কথায়, এই প্রকল্প শুধুমাত্র যাতায়াতের সুবিধাই নয়, বরং মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক সাশ্রয় ও স্বনির্ভরতার দিকেও বড় ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, সরকারের নতুন এই পরিসেবা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ ও সন্তোষ দেখা গেছে। এদিকে, রাজ্য সরকারের দাবি, নারী কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনেও আরও একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

সরকারি নির্দেশ মেনে আসানসোলের স্কুলে প্রার্থনায় গাওয়া হল ‘বন্দেমাতরম’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

রাজ্যে আসা নতুন সরকারের নির্দেশ ছিলো ১ জুন থেকে স্কুলে স্কুলে প্রার্থনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দেমাতরম’ গান গাইতে হবে। সেই মতো জেলায় জেলায় ডিআই বা স্কুল পরিদর্শকদের সেই নির্দেশ ও গানটি পাঠানো হয়েছিলো। সেই মতো, এদিন সকালে আসানসোলের উমারানি গড়াই মহিলা কল্যান স্কুলে প্রার্থনায় ‘বন্দেমাতরম’ গানটি গাওয়া হয়। পড়ুয়াদের সঙ্গে স্কুলের টিআইসি বা টিচার ইনচার্জ পাপিয়া ঘোষ সহ অন্য শিক্ষিকারা গানে গলা মেলান। প্রসঙ্গতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ‘বন্দে মাতরম’ গানটির প্রথম দুটি স্তবক ১৮৭৫ সালে রচিত হয়েছিল। সেই হিসেবে ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর গানটি তার ১৫০তম বছর বা সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ করেছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গান ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ এটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৯৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গানে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান এই গানটিকে ‘জাতীয় গান’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করে। এর পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই কবিতা বা গানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এটি মাতৃভূমির প্রতি একটি স্তব, যা পরবর্তী ছত্রগুলোতে দেশমাতৃকাকে দেবী হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সঙ্গীতটি দ্বারা প্রাথমিকভাবে মূলত অবিভক্ত বঙ্গকে নির্দেশ বোঝানো হয়েছিল। তাই ক্ষুন্নমাক্ষ্ম চরিত্রটি বঙ্গমাতা হিসেবে ধরা হয়। ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গাওয়া হয় বন্দে মাতরম গানটি। উক্ত অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করলে বন্দে মাতরম গানটিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে একাধিক ভারতীয় মুসলিম সংগঠন বন্দে মাতরম গাওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিলো। ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। ইংরেজি ভাষায় এই অনুবাদটি বহুল প্রচলিত। একাধিকবার এই গানটিতে সুরারোপ করা হয়। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রাচীনতম প্রাপ্ত অডিও রেকর্ডিংটি ১৯০৭ সালের। সমগ্র বিংশ শতাব্দীতে গানটি প্রায় একশোটি ভিন্ন সুরে রেকর্ড করা হয়েছিল। ২০০২ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি জনপ্রিয় গান নির্বাচনের একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় ৭০০০ গানের মধ্যে থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত বন্দে মাতরম গানটি বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম গান নির্বাচিত হয়।

পরিচারিকার কাজ থেকে মন্ত্রীত্বের শপথ, শুভেন্দুর ‘স্পেশ্যাল ৩৫’-এ কলিতা মাঝি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা কলিতা মাঝি এবার শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। পরিচারিকার কাজ থেকে শুরু করে মন্ত্রীত্বের শপথ।রাজ্যে ঐতিহাসিক জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় সোমবার। ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক তিন সপ্তাহ পর এদিন রাজভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন যে সকল বিধায়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১৩ জন পূর্ণ মন্ত্রী (ক্যাবিনেট পদমর্যাদার ৫ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। আর এই ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক আউশগ্রামের কলিতা মাঝি যিনি নিজে এক সময় পরিচারিকার কাজ করতেন । শপথ গ্রহণের পরেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান,লড়াইটা কঠিন থাকলেও তিনি তার মত যথাসাধ্য লড়াই করেছেন।মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছেন।সেইমত তিনিও মানুষের সেবা করবেন। অন্যদিকে সকাল থেকেই আউশগ্রামের মানুষ ও তার পরিবারের সদস্যরা টিভির পর্দায় চোখ রেখে ছিলেন।কলিতা মাঝি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করতেই একদিকে যেমন পরিবারের সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন।অন্যদিকে এলাকায় গেরুয়া আবির উড়িয়ে চলে মিষ্টি বিতরণ।

গরমে বিদ্যুৎহীন মাধাইপুর গ্রাম, কোলিয়ারিতে বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
মাধাইপুর

তীব্র দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুৎহীন টানা বেশ কয়েকদিন। গরমে যখন হাঁসফাঁস দশা, তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হদেরডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা । পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে খনি কর্তৃপক্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে চলল বিক্ষোভ। কিন্তু মিলল না কোনো স্থায়ী সমাধান। বিক্ষোভরত গ্রামবাসী সুকুমার ঘোষ বলেন,‘ইসিএল-এর সঙ্গে আমাদের গ্রামের একটা চুক্তি ছিল যে কোলিয়ারীর ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গ্রামে জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হবে কিন্তু হঠাৎ করে এইসিএল কর্তৃপক্ষ গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। আজ প্রায় ১০ দিন হলো আমরা অন্ধকারে আছি। আমরা চাইছি আমাদের যে কথা ছিল সেই অনুযায়ী গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হোক। এখন ওনারা বলছেন বিদ্যুৎ দিতে পারবেন না। ওনারা যদি আমাদের বিদ্যুৎ না দেন, তবে আমরাও আমাদের এলাকায় ওনাদের বোরহোল, কোলিয়ারির নোংরা জল ফেলা বা পরিবেশ দূষণ করতে দেব না। আমরা আপাতত সাত দিনের সময় নিয়েছি, এর মধ্যে ব্যবস্থা না হলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’ অন্য দিকে কোলিয়ারি ম্যানেজার ইসতাক হোসেন বলেন ‘আমাদের স্পষ্ট গাইডলাইন আছে যে আমরা কোনো বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ রাখতে পারব না। আমরা ধাপে ধাপে সমস্ত বেআইনি লাইন কাটছি। ইসিএল এখন প্রচন্ড আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আছে। শুধু আমাদের এই মাইন্স এ প্রতি মাসে প্রায় ১১ কোটি টাকা ইলেকট্রিক বিল দিতে হচ্ছে। তাই ইসিএল-এর তরফ থেকে এভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।’ কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের এই অনড় অবস্থানের পর গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তারা এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য আপাতত এক সপ্তাহের সময় নিচ্ছেন। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা বা সুষ্ঠু সমাধান না বের হয়, তবে তারা আরও বড়সড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। এখন দেখার, এই তীব্র গরমে মাধাইপুর গ্রামের অন্ধকার কবে কাটে।

মন্ত্রিত্ব পেলেন মুর্শিদাবাদের গৌরীশংকর ঘোষ ও গার্গী দাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

রাজভবনে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৫ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৭ জন প্রতিমন্ত্রী। আর সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দুই মুখ। রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন পর জেলার প্রতিনিধিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিল নতুন সরকার। বিশেষ করে গৌরীশংকর ঘোষের উত্থান এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। ২০২১ সালে মুর্শিদাবাদ আসনে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী শাওনি সিংহ রায়কে হারিয়ে প্রথমবার বিধানসভায় পৌঁছেছিলেন তিনি। এরপর দ্বিতীয়বারও জয় ধরে রেখে ব্যবধান বাড়িয়েছেন উল্লেখযোগ্যভাবে। সেই ধারাবাহিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের পুরস্কার হিসেবেই এবার মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেলেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অন্যদিকে, গার্গী দাস ঘোষের মন্ত্রিত্বও মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জেলার দুই প্রতিনিধিকে একসঙ্গে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়াকে বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার ও রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবেই দেখছেন অনেকেই।এদিকে গৌরীশংকর ঘোষের মন্ত্রিত্বের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ডোমকলের বিজেপি কার্যালয়ে শুরু হয় উৎসব। মিষ্টি বিতরণ, মাল্যদান এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ে জমে ওঠে দলীয় কার্যালয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব নন্দদুলাল পাল, সুজাতা মালাকার, ডোমকল মণ্ডল সভাপতি-সহ একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। তাঁদের দাবি, মুর্শিদাবাদের উন্নয়ন ও জেলার দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসানে এই মন্ত্রিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।রাজনীতির ময়দানে এখন একটাই প্রশ্ন; মুর্শিদাবাদের এই ‘ডাবল রিপ্রেজেন্টেশন’ কি জেলার উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে? নজর এখন নতুন মন্ত্রীদের প্রথম পদক্ষেপের দিকে।

নবাবহাটেও মহিলাদের জন্য চালু হল ফ্রী-তে বাস পরিষেবা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

রাজ্যের মহিলাদের সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণার পরই তৎপর প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।সোমবার থেকে পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাট বাসস্ট্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাস সার্ভিস ।সোমবার এই জনকল্যাণমুখী পরিষেবার ফিতে কেটে শুভ সূচনা করলেন গলসি বিধানসভার বিধায়ক রাজু পাত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক রাজু পাত্র জানান,মহিলাদের সুবিধার্থে এবং মহিলাদের স্বনির্ভর ও গতিশীল করতে এই পরিষেবা আগামীদিনে আরও বাড়ানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে সামনে রেখেই জেলার মহিলাদের যাতায়াত আরও সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হওয়া এই পরিষেবা আগামীদিনে জেলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মহিলারা। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কর্মরতা মহিলা; সকলেই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এক যাত্রীর কথায়, ক্ষুব্বিনামূল্যে যাতায়াতের এই সুযোগ আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের মহিলাদের আর্থিক সাশ্রয় ঘটাবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এবার থেকে জেলার প্রতিটি রুটে মহিলারা কোনো ভাড়া ছাড়াই যাতায়াত করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। জেলাজুড়ে এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই জেলাজুড়ে বড় পদক্ষেপ।সোমবার থেকে বর্ধমানের নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু কড়ে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় মহিলারা ও মহিলা যাত্রীরা। এবার থেকে জেলার প্রতিটি জায়গায় মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।

দুর্গাপুর চলল বুলডোজার, ভাঙল তৃণমূলের কার্যালয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে দলীয় কার্যালয় নিয়ে ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ ঘিরে বিতর্ক।দুর্গাপুরের মার্কিন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ‘পবিত্র চ্যাটার্জি স্মৃতি ভবন’ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলো দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি) কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, মহিষ্কাপুর এলাকায় ডিএসপির জমির উপর অবস্থিত সিপিএমের একটি দলীয় কার্যালয় ভাঙতে গেলে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বচসা বাধে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে সরে যায়। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, কোনও উচ্ছেদ বা ভাঙার পদক্ষেপের আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যথাযথ নোটিস দেওয়া উচিত। সেই নিয়ম মেনেই পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

বাসে মহিলা যাত্রীদের শুভেচ্ছা বিধায়ক শংকর কুমার গুছাইতের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন ১ জুন সোমবার থেকে সরকারি বাসে যাতায়াত করার জন্য মহিলাদের কোনো ভাড়া লাগবে না। তাই ১ জুন সোমবার থেকে সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সেই জন্য সোমবার সকালে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সরকারি বাসে যাতায়াতকারী মা ও বোনেদের হাতে গোলাপ ফুল ও চকলেট তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন মেদিনীপুরের বিধায়ক ডক্টর শংকর কুমার গুছাইত। তিনি বলেন, ‘মোদীজি কা গ্যারান্টি। মোদীজি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার পূরণ করছে। এটা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, যার ফলে হাজার হাজার মা-বোন সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।’ সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে তিনি মহিলা বাসযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন বলে জানান। সরকারি বাসের মহিলা বাসযাত্রী মেদিনীপুর শহরের লালদীঘির বাসিন্দা ঝর্না দোলই বলেন, ‘আমি কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যাব। যখন আমি ডাক্তার দেখাতে যাই, সরকারি বাসে চেপে যাতায়াত করি। রাজ্য সরকার মহিলাদের সরকারি বাসে যাতায়াতের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হব এবং আমার মতো আরও মহিলা উপকৃত হবেন।’ তাই তিনি রাজ্যের নতুন সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আগামী দিনে যাতে এই প্রকল্প চালু থাকে, তার আবেদনও তিনি জানিয়েছেন। রাধারানী কর নামে এক সরকারি বাসের মহিলা যাত্রী জানান, এই প্রকল্প দেশের তামিলনাড়ুতে চালু রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে চালু হওয়ায় তাঁরা খুশি। তাই নতুন রাজ্য সরকারকে মহিলাদের সরকারি বাসে বিনা পয়সায় যাতায়াত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু তিন কিশোরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়্গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর গ্রামীণ থানার মাতকাত পুর এলাকায় কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নেমে সোমবার মর্মান্তিক মৃত্যু হল তিন কিশোরের। মৃত তিনজনই খড়্গপুর শহরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয়জন বন্ধু মিলে সোমবার সাত সকালে কাঁসাই নদীর অনিকেত বাঁধ সংলগ্ন মাতকাত পুর এলাকায় ঘুরতে আসে। পরে ওই ছয়জনের মধ্যে তিনজন কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যায় তিন কিশোর। তাদের সঙ্গে থাকা বাকি তিন বন্ধু চিৎকার শুরু করলে আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। স্থানীয়দের উদ্যোগে খড়্গপুর গ্রামীণ থানার মতকাতপুর এলাকায় কাঁসাই নদীতে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। কাঁসাই নদী থেকে তিন কিশোরকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, সঙ্গে থাকা বাকি তিনজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নদীর গভীর জল ও প্রবল স্রোতের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত কিশোরদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এলাকায়ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত তিন কিশোরের নাম নিখিল চারি, তার বয়স ১৬ বছর, কোলেব ডি বাঙ্গ তার বয়স ১৬ বছর ও জেনিথ চারি,তার বয়স ১৭ বছর। ওই তিন কিশোরের বাড়ি খড়্গপুর পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝিপাড়া এলাকায়। খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ওই তিন কিশোরের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে দেহগুলি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খড়্গপুর শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সিপিএমের কার্যালয়ে ‘হামলা’ বিজেপির, আহত একাধিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

বিজেপির তাণ্ডব। আক্রান্ত প্রবীর সামন্তর স্ত্রীকে ফোনে হুমকি; মুখ খুললে বিধবা হতে হবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সরবেড়িয়া জিপির গোবিন্দপুর বুথে সিপিআইএমের পার্টি দপ্তরে মিটিং চলাকালীন বিজেপির হামলা, আহত ৮১ বছরের প্রবীণ নেতা শীতল মাইতিসহ প্রবীর সামন্ত, শংকর পাত্র, অসীম মূলা প্রমুখ। প্রবীর সামন্তকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপির হুংকার; পার্টি দপ্তর বন্ধ রাখতে হবে। আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, থানায় অভিযোগ জানালে ঘর পুড়িয়ে গ্রামছাড়া করার। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সিপিএম দলের পক্ষ থেকে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ওই ঘটনার সাথে বিজেপির কেউ জড়িত নয়; বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

আরামবাগে সরকারি বাসে মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

শুরু হয়ে গেল সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনা ভাড়া পরিষেবা। সোমবার আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে দক্ষিণবঙ্গ সরকারি ডিপোতে সূচনা হয়ে গেল। সরকারি বাসে শুধুমাত্র মহিলারা এই পরিষেবা পাবেন। এই বিনা ভাড়া পরিষেবা চালু হওয়ায় মহিলাদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। প্রথম দিনে সরকারি বাসে বিনা ভাড়া পরিষেবা চালু হয়ে যাওয়ায় আরামবাগ সরকারি ডিপোয় মহিলাদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। জানা গেছে, আধার কার্ড সহ কিছু ডকুমেন্টস থাকলেই সরকারি বাসে এই পরিষেবা মিলবে মহিলাদের। এই পরিষেবায় মহিলারা খুবই খুশি হয়েছেন। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জিরো ব্যালেন্সে’ সরকারি বাসে মহিলাদের পরিষেবার সূচনা করেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ ও পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ।

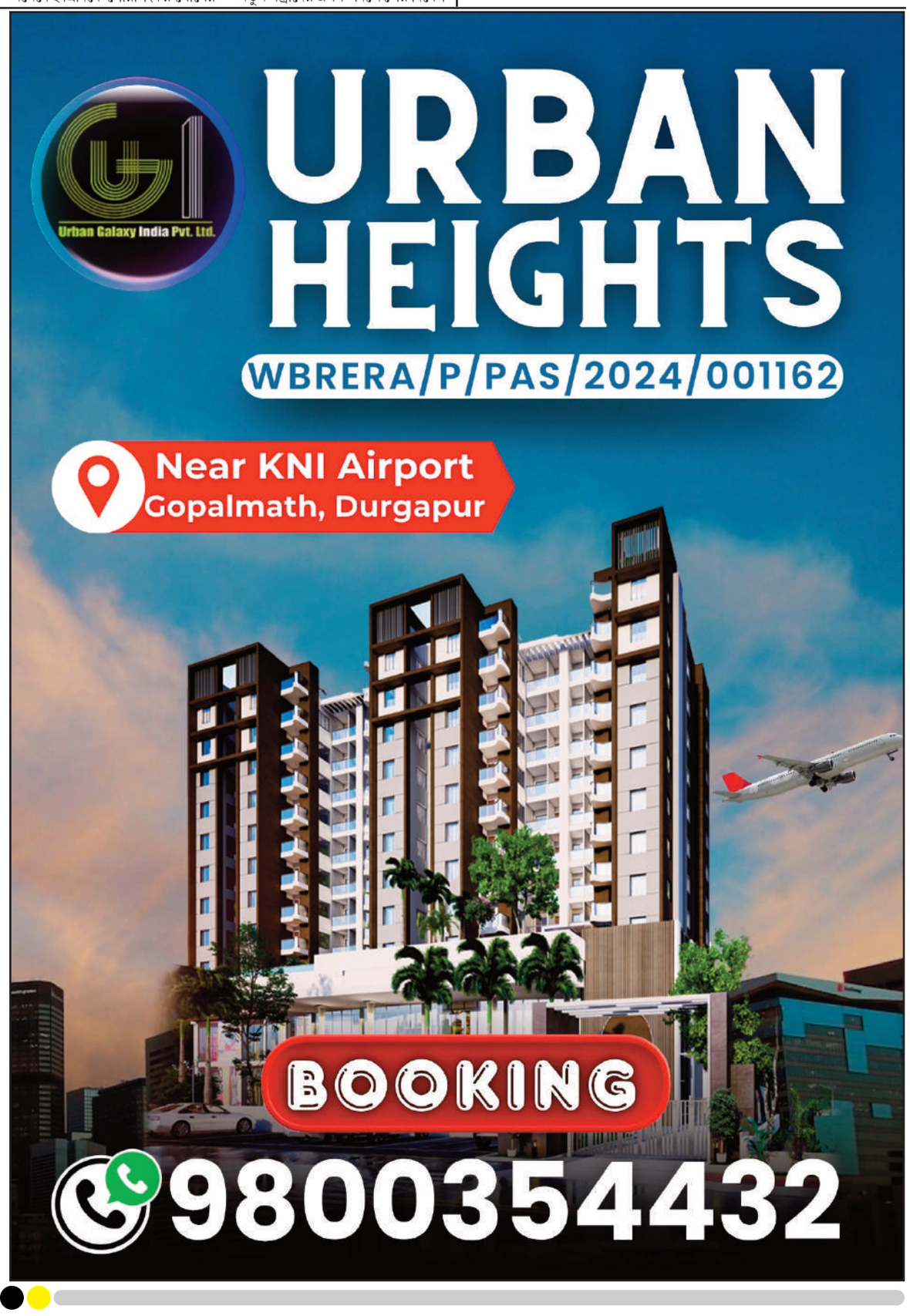

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 9

‘দল ছাড়ার কথা এখনও কিছু ভাবিনি’

ক্ষোভ উগরে বিস্ফোরক অরূপ রায়

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

বর্তমানে দলের প্রতি উচ্চ নেতৃত্বের কোনও কন্ট্রোল নেই, তাই এমন ঘটে চলেছে। ক্ষোভ উগরে সাংবাদিক বৈঠকে সাফ জানালেন ‘বেসুরো’ মধ্য হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেন, এর আগেও আমরা অনেকবার হেরেছি। তখনও বুক ফুলিয়ে বিরোধী রাজনীতি করেছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। এদিন নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অরূপ রায় বলেন, ‘সমস্ত জেলাতেই পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। এর আগে আমরা অনেকবার হেরেছি। কখনও ৪০টা বা কখনও ৩০টা সিট পেয়েছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। আমরা বুক ফুলিয়ে রাজনীতি করেছি। থানা ঘেরাও করেছি। মিছিল, মিটিং করেছি। এরকম ঘটনা ঘটেছে কারণ বর্তমানে দলের প্রতি উচ্চ নেতৃত্বের কোনও কন্ট্রোল নেই। দলীয় নেতৃত্বের এই মুহূর্তে উচিত ছিল কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের দেখা। জেলায় জেলায় এমএলএ, কর্মীরা মার খাচ্ছেন। উচিত ছিল সকলের পাশেই দলের দাঁড়ানো। সেটা কিন্তু দল সঠিকভাবে করেনি। উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা মার খেয়েছেন। বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একজনও তাঁকে ফোন করেননি। আমাদের দলের ৮০ জন বিধায়ক রয়েছেন। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরাই ক্ষমতায় ছিলাম। সুতরাং ক্ষোভ রয়েছে। তবে দল ছাড়ার কথা এখনও কিছু ভাবিনি। পরিস্থিতি তৈরি হলে তা জানাব। এখন দলের নেতৃত্ব যারা আছেন তাঁরাই চিন্তা করবেন দলকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায়। দল এখন কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার ব্যাপার আছে। দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই পরবর্তীকালে জেলা নেতৃত্ব চিন্তা করবে।’ অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ত্রাণের সামগ্রী ‘পাচার’ নিয়ে বিজেপি মিথ্যে অপপ্রচার করেছে বলে অভিযোগ তুলে অরূপ রায় এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আরও বলেন, ‘রাজ্যের সমস্ত বিধায়কদের কাছে পুজো এবং ইদের সময় সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী আসে। আগে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্রীড়া সামগ্রীও আসত। ইদের আগে ত্রাণ সামগ্রী এসেছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে যতটুকু দেওয়া গেছে তা দেওয়া হয়েছে। বাকি আমাদের কাছে ছিল। সেটা জেলাশাসকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিই। সেইমতো গাড়ি লোড করে যাওয়ার সময় বিজেপির কয়েকজন এসে গাড়ি আটকায়।

তারপর আরও লোকজন সেখানে আসেন। বিজেপির অভিযোগ ছিল সরকারি ত্রাণ মজুত করে তা নাকি পাচার করা হচ্ছে। কিন্তু আমার ১৫ বছরের মন্ত্রীত্বে আমি কোনও রং দেখিনি। যে সাহায্য চেয়েছেন তাঁকেই আমি সাহায্য করেছি। এমনকি আমার পকেট থেকে খরচ করে ল্যাপটপ, প্রায় ১০০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের বই কিনে দেওয়া, কানের মেশিন, ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার, সাইকেল সহ বিভিন্ন জিনিস দিতাম। অসুখ করলে তাঁদের টাকা দিতাম।অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতাম। সততার সঙ্গে আমি রাজনীতি করেছি।অনেক বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিজেপি কর্মীরা এই ধরনের অপপ্রচার চালায়। আমি ডিএম-এর চিঠিও দেখিয়েছি। সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী থানায় জমা আছে। সেগুলো জেলাশাসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তখন ক্লাবগুলোকে জানানো হয়েছে। যারা এসেছিল তাদেরকে হকিস্টিক, উইকেট, ক্রিকেট ব্যাট, ভলিবল দেওয়া হয়েছে। মধ্য হাওড়ায় কাউকে মারা হয়েছে ইতিহাসে তা নেই। ২০১১ সালে আমরা যখন প্রথম ক্ষমতায় এলাম তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মিছিল যেন না হয়। রবীন্দ্র সংগীত বাজিয়ে আনন্দ করা হয়েছিল। সেই সময় কাউকে কটূ কথা বলা হয়নি, টিটকিরিও দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন যারা ক্ষমতায় এসে এই ধরনের কাজ করছে তাদের ধিক্কার জানাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা আমাকে ম্যালিন করার জন্য এই কাজ করেছে। যতদিন রাজনীতি করছি সততার সঙ্গেই রাজনীতি করছি। কাজ যারা করেছে তারা অন্যায় করেছে। আমার বাড়ির দরজায় লাথি মেরেছে। কটূক্তি করেছে। নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেছে। আমরাও এফআইআর করছি। যারা দরজায়, শাটারে, গ্যারেজে লাথি মেরেছে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। এদের মধ্যে কিছু লোক পরিচিত। এদের ফেসবুক লাইভ রয়েছে। তারা আমার বাড়ির সিসিটিভি পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে।’

বাতিল হচ্ছে বাম আমলের ‘ময়ূরঝর্না প্রকল্প’, হাতির বিকল্প আবাসস্থলে জোর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বাম আমলের বহু চর্চিত ‘ময়ূরঝর্না প্রকল্প’ নিয়ে আর কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না বন দফতর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে একাধিকবার এই প্রকল্পের কথা উঠে এলেও তা বাস্তবে কখনওই কার্যকর হয়নি।বর্তমানে বন দফতরের লক্ষ্য, হাতিরা যে এলাকায় স্বাভাবিকভাবে থাকতে পছন্দ করে, সেখানেই তাদের জন্য বিকল্প আবাসস্থল গড়ে তোলা।বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইন, ১৯৭২-এর নিয়ম মেনে ২০০২ সালের ২৪ অক্টোবর ‘ময়ূরঝর্না এলিফ্যান্ট রিজার্ভ’-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে এই প্রকল্পের জন্য নতুন ‘ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন (সাউথ)’ গঠনের বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল রাজ্য সরকার, তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অথচ এর মাঝেই জঙ্গলমহলে হাতি ও মানুষের সংঘাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২২ সালে তৎকালীন ঝাড়গ্রামের সাংসদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রীর কাছে একটি দাবি সনদ পাঠিয়েছিল জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা।ওই বছরেরই ৯ ফেব্রুয়ারি সংসদে এই বিষয়ে প্রশ্নও তোলেন তৎকালীন সাংসদ। এরপর কেন্দ্রের ‘প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট’-এর তরফে রাজ্যের বন দফতরের বন্যপ্রাণ শাখার মতামত তলব করা হয়। রাজ্য বন দফতর চিঠির উত্তরে জানায় যে, ঝাড়গ্রাম জেলায় ময়ূরঝর্না এলিফ্যান্ট রিজার্ভটি এখনও চালু রয়েছে। যদিও জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতোর দাবি, বন দফতর কেন্দ্রকে প্রকল্প চালুর কথা জানালেও বাস্তবে ওই নির্দিষ্ট এলাকায় হাতি থাকে না, ফলে এই প্রকল্পের কোনও বাস্তব রূপায়ণ নেই। বর্তমানে বন আধিকারিকরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার যে অংশ নিয়ে ময়ূরঝর্না প্রকল্প গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেখানে হাতির উপস্থিতি এখন আর সেভাবে চোখে পড়ে না। এই কারণেই প্রকল্পটি নিয়ে নতুন করে আর ভাবতে নারাজ বন দফতর। মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গারাম কুলান্ডাইভেল জানিয়েছেন, ময়ূরঝর্না প্রকল্প এলাকায় হাতির দল থাকতে চাইছে না, ফলে সেখানে অকারণে টাকা খরচ করে কোনও লাভ নেই।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতির স্বাভাবিক যাতায়াতের ওপর নজর রেখে বর্তমানে গিধনি রেঞ্জ-সহ বেশ কিছু এলাকায় তাদের জন্য ছোট ছোট আবাসস্থল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। হাতির দল সাধারণত জামবনি ব্লকের গিধনি হয়েই ঝাড়খণ্ডে যায় এবং পুনরায় ওই একই পথে ঝাড়গ্রামে ফিরে আসে। তাই গিধনি রেঞ্জেই ইতিমধ্যে ১৬টি পুকুর খনন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ঘাসের বীজ, ৯০ হেক্টর এলাকায় হাতির পছন্দের ফলের ও ফডার জাতীয় গাছ (ডালপালা ও শস্য জাতীয় গাছ) লাগানো হয়েছে এবং আরও ৯০ হেক্টর এলাকা জুড়ে শালগাছের পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন চারা রোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, মাটি ও জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৮০ হেক্টর এলাকা জুড়ে পরিখা খনন এবং মোট ৬০ কিলোমিটার এলাকায় ফেন্সিং বা বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। মুখ্য বনপাল জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের যে পাঁচটি এলাকায় হাতির যাতায়াত সবচেয়ে বেশি এবং তারা যেখানে থাকতে পছন্দ করে, সেখানেই এই ধরনের উন্নত আবাসস্থল গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ২০০২ সালে ময়ূরঝর্না প্রকল্পের ঘোষণা কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত সেই এলাকায় জোর করে হাতিকে পাঠানো সম্ভব নয়। তাই হাতি যেখানে স্বাভাবিকভাবে থাকতে চাইছে, সেই জায়গাটিকেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দিকেই এখন সর্বাধিক জোর দিচ্ছে বন দফতর।

স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল ৪ বছরের শিশুর

সকালের শিরোনাম
কমল দত্ত
কৃষ্ণনগর

গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হতেই সোমবার সকালে স্কুল যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা।ঘটনায় মৃত্যু হয় চার বছরের এক শিশুর।

তবে আহত হয় আরও এক শিশুসহ এক মোটরসাইকেল চালক। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়কে। নদীয়ার শান্তিপুর থেকে ধুবুলিয়াগামী একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি বাইকের পেছনে। বাইকে থাকা দুই শিশুর মধ্যে মৃত্যু হয় চার বছরের এক শিশুর এবং আহত হয় অপর এক শিশুসহ মোটরসাইকেল চালক। তাদেরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চার বছরের এক শিশুকে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর শিশুর চিকিৎসা শুরু হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ইতিমধ্যে মোটরসাইকেল চালক কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত শিশুর গোটা পরিবারজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে নদীয়ার কোতোয়ালি থানার পুলিশ প্রশাসন।

আবাসের নামে ‘কাটমানি’, কাঠগড়ায় তৃণমূল সদস্যা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভগবানগোলা

আবাসে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল ভগবানগোলা থানার মহম্মদপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা পারভিন বিবি এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রতারিতরা সোমবার সকালে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার মাঠপাড়া হাবাসপুরের বাড়ির সামনে জমায়েত হন। টাকা ফেরতের দাবিতে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ অবস্থান চালান। পরে তাঁরা পারভিন বিবি এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ভগবানগোলা থানায় প্রতারণার লিখিত অভিযোগ করেন। ভগবানগোলা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘একটি অভিযোগ হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ জানা গিয়েছে, পারভিন বিবি মহম্মদপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা। অভিযোগ, বছর তিনেক আগে আবাসে ঘর দেওয়ার নাম করে একাধিক গ্রামবাসীর কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার, আবার কারও কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নেন। ঘর এবং টাকা ফেরত কোনওটাই না পেয়ে প্রতারিতরা সোমবার সকালে ভগবানগোলা থানার দ্বারস্থ হন। সেইসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের কাছে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। গবিনুর বেওয়া ছাগল বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার নামে ঘর এসেছে এই কথা বলে পারভিন বিবি পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে। ঘর পাওয়ার আশায় ছাগল বিক্রি করে টাকা দিয়েছিলাম। তিন বছর পেরোতে চললেও ঘর পাইনি। এদিকে টাকা ফেরতও দেয়নি। টাকা ফেরতের জন্য থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।’ ঘরের জন্য সোনার কানের দুল বন্ধক রেখে পাঁচ হাজার দিয়েছিলেন মানোয়ারা বিবি। তিনি বলেন, ‘পরে বুঝতে পারি ভাওতা দিয়ে টাকা নিয়েছে। পুলিশ টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করুক।’ যদিও পারভিন বিবি বলেন, ‘অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন। কারও থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি।’

ফ্রি-তে সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াতের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন

বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে সরব নাগরিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

সম্প্রতি রাজ্য সরকার মহিলাদের সুবিধার্থে সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংবাদমাধ্যমের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা স্বপন জানা। তাঁর মতে, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মডেল অনুকরণ করে এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে, অথচ ডবল ইঞ্জিন চালিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই সাত লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণে জর্জরিত। এই বিপুল ঋণের আবহে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের উচ্চ বেতনের পদে কর্মরত মহিলা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য, বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত যুবতী, কিংবা আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়ার কোনও বাস্তব যুক্তি নেই বলেই তিনি মনে করেন। ওই নাগরিক তাঁর চিঠিতে আরও জানিয়েছেন যে, বিনামূল্যে যাতায়াতের অর্থ হলো সরকারি কোষাগার থেকে বাস চালানোর খরচ বহন করা, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ঘাড়েই এসে পড়ে।

এর ফলে রাজ্যে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং কর বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকেই যায়। নতুন সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই পিছিয়ে পড়া মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চায়, তবে তার জন্য অন্যান্য বিকল্প পথের কথা ভাবা উচিত বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে মেহনতি, অসহায় এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলা, গরিব ঘরের ছাত্রী, স্বল্প বেতনের অঙ্গনওয়াড়ি, আশা বা মিড-ডে মিল কর্মী এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মা-বোনেদের দিন গুজরানের তাগিদে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা যানবাহনে যাতায়াত করতে হয়, শুধুমাত্র তাঁদের জন্যই এই ছাড় নির্দিষ্ট করা উচিত বলে তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অযথা ‘মহিলা দরদি’ ভাবমূর্তি তৈরি করতে গিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল মহিলাদের পিছনে সরকারি কোষাগারের টাকা নষ্ট করাটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয় বলে চিঠিতে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি, কাজের সময় মফস্সল বা প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে শহরকেন্দ্রিক কর্মস্থলে পৌঁছনো এবং সেখান থেকে ফেরার জন্য পর্যাপ্ত সরকারি বাস চালানোর ব্যবস্থা করার দাবিও তোলা হয়েছে। ওই নাগরিক সতর্ক করে দিয়েছেন যে, পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা না থাকলে আগামী দিনে সরকারি বাসে সাধারণ পুরুষ নিত্যযাত্রীদের ওঠাই কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাজা সকেট বোমা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

পাটের জমির আলে তাজা সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সাগরপাড়ায়। সাগরপাড়া থানার টিকটিকিপাড়া এলাকায় পাটের জমির আলে থেকে উদ্ধার হল একাধিক তাজা সকেট বোমা। প্লাস্টিকের জারের ভিতরে মজুত অবস্থায় থাকা বোমাগুলি ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে এক ব্যক্তি জমিতে কোদাল দিয়ে কাজ করার সময় আচমকাই সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে তাকাতেই বোমা বলে সন্দেহ হয় তাঁর। মুহূর্তের মধ্যে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন তিনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগরপাড়া থানার পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। এরপর ডাকা হয় বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। দুপুরে বহরমপুর থেকে আসা বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি পরীক্ষা করে নিরাপদে নিয়ে যায় এবং একটি ফাঁকা মাঠে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার পর কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়। গোটা ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বোমাগুলি কে বা কারা সেখানে রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় ঝাড়গ্রামের দুই বিধায়ক, জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন ঝাড়গ্রাম জেলার দুই জনপ্রতিনিধি। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জনসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে গোটা জেলাজুড়ে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সোমবার কলকাতার লোক ভবনে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক রাজেশ মাহাতো রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অমিয় কিস্কুও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ঝাড়গ্রাম জেলার দুই জনপ্রতিনিধির মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির খবরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সোমবার দুপুরে নয়াগ্রামের বিধায়ক অমিয় কিস্কু মন্ত্রী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নয়াগ্রাম বাজার এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আনন্দ-উৎসবে সামিল হন বহু স্থানীয় বাসিন্দা। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার ছবি ধরা পড়ে বাজার চত্বরে। অন্যদিকে, অমিয় কিস্কুর বাড়িতেও খুশির আবহ লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও জনসংযোগমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এই দায়িত্ব পাওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। নয়াগ্রাম মণ্ডল বিজেপির সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডলসহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের দাবি, জেলার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে মন্ত্রী হিসেবে অমিয় কিস্কুর অভিজ্ঞতা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে রাজেশ মাহাতোর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তিও ঝাড়গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করছেন জেলার মানুষ। জেলার দুই বিধায়কের একসঙ্গে মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়াকে ঝাড়গ্রামের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁদের আশা, আগামী দিনে জেলার উন্নয়নমূলক কাজে এই প্রতিনিধিত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এবং জেলার স্বার্থে আরও বেশি সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে।

তৈরি হচ্ছে মাস্টারপ্ল্যান, ৩ মাসের মধ্যেই ভোল বদলাচ্ছে বকখালির

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
বকখালি

দীঘা বা পুরীর তকমা পেতে এবার কোমর বেঁধে নামছে সুন্দরবনের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বকখালি। দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকার পর, এবার আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এটিকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ (জিবিডিএ)। আগামী তিন মাসের মধ্যেই এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপের কাজ দৃশ্যমান হবে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যেই বকখালিতে জিবিডিএ-র দফতরে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন সাগর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বকখালির সমুদ্র সৈকত পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন এবং একটি মাস্টারপ্ল্যান পেশ করেন।

বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল জানান,‘আগামী তিন মাসের মধ্যে আমাদের প্রথম ধাপের কাজ শেষ হবে। এবারের দুর্গোৎসবের আগেই বকখালি পর্যটন কেন্দ্রে আধুনিক উন্নয়নের ছাপ ফুটে উঠবে। আর আগামী ২ বছরের মধ্যে বকখালি হবে বাংলার পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু।’ বকখালি চত্বর থেকে পুরনো ‘ত্রিফলা লাইট’ সরিয়ে পুরো এলাকা আলোয় মুড়ে ফেলতে বসানো হবে আধুনিক ও শক্তিশালী স্ট্রিট লাইট। পর্যটকদের স্বাগত জানাতে বকখালির প্রবেশদ্বারে তৈরি করা হবে একটি সুদৃশ্য ও আধুনিক ‘ওয়েলকাম গেট’। সমুদ্র সৈকতকে পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক করে গড়ে তোলা হবে। এদিনের এই বৈঠকে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাশীনাথ জানা, জিবিডিএ-র আধিকারিকবৃন্দ এবং স্থানীয় হোটেল ও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা। বিগত বাম জমানা থেকে শুরু করে দীর্ঘদিনের তৃণমূল জমানাতেও বকখালির উন্নয়ন প্রায় থমকে ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে নতুন বিধায়কের এই উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ছোট দোকানদাররা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলেন, ‘এতদিন বকখালি অবহেলিত ছিল। নতুন বিধায়কের আশ্বাসে আমাদের ব্যবসার গতি ফিরবে বলে মনে করছি।’ অন্যদিকে, বকখালি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দেবরাজ জানা জানান, এই প্রথম কোনো বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছেন। দুর্গা পূজার মধ্যেই বকখালির সিংহভাগ চেহারা বদলে যাবে বলে তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী। এখন দেখার, নতুন এই পরিকল্পনায় বকখালি কতটা তার হারিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরে পায়।

হাওড়াকে ঢেলে সাজাতে একাধিক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

উত্তর হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাই সোমবার লোকভবনে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর দপ্তর ঘোষণা হয়নি। প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকায় ফিরলে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকায় কার্যত উৎসব শুরু হয়ে যায়। বিজেপি কর্মীরা গেরুয়া আবির উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। ঢাক-ঢোল, ব্যান্ড-বাজনার তালে সমর্থকরা নাচে-গানে মেতে ওঠেন। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় ফুলের মালা পরিয়ে উমেশ রাইকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, ‘আমি বিধায়ক হয়েছিলাম। সরকার আমাকে মন্ত্রী করেছে। তবে এখনও জানা নেই আমি কোন দপ্তরের মন্ত্রী। হাওড়া থেকে আমি একজন মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি।

মুখ্যমন্ত্রী উন্নত হাওড়া দেখতে চান। আমার যা ভূমিকা থাকবে আমি তাই করব। ইতিমধ্যে আমরা হাওড়া জেলা হাসপাতাল, সংশোধনাগার, হাওড়া পুলিশ মর্গ, সত্যবালা আইডি হাসপাতাল, পরিদর্শন করেছি। বুধবার ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমার প্রায়োরিটির কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাব। এরমধ্যে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি থাকবে হাওড়ার জল নিকাশি ব্যবস্থা। তার জন্য ৪,৭০০ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি হয়েছে। হাওড়া জেলা হাসপাতালকে মাল্টিস্পেশালিটি সুপার হাসপাতালের রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেব। হাওড়ার মানুষ যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় তার প্রায়োরিটি থাকবে। যেখানে হিন্দি ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে একটা ভালো কলেজ হোক। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ডিলিমিটেশন করে ভোট করা হোক। এমন বিভিন্ন বিষয়ে আছে যেগুলি আমার প্রায়োরিটির মধ্যে আছে। ভোট হলেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বোর্ড থাকলে একটা একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধান করতে পারে। এ ব্যাপারে এডমিনিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। বিধায়ক হিসেবে আমি খুশি ছিলাম। মন্ত্রিত্ব পাওয়া আমার কাছে একটা বোনাস। বিধায়ক হয়ে আমি রাজা ছিলাম। মন্ত্রিত্ব পেয়ে আমি মহারাজা হয়েছি। যতদিন আমার মন্ত্রিত্ব আছে ততদিন আমি হাওড়ার উন্নয়নের কাজ করতে পারব। এটাই আমার চেষ্টা। ৫০ বছর ধরে হাওড়া শুধু উন্নয়নের কথা শুনেছে। উন্নয়ন দেখেনি। ডবল ইঞ্জিন সরকার কাকে বলে ৬ মাসের মধ্যে মানুষ দেখতে পাবে। হাওড়ার শিল্প, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছু আছে। সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটাই আমার লক্ষ্য। আমি মানুষের কাছে যাব। তাদের থেকে সাজেশন নেব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বর্ষীয়ান নেতা, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে সে তৃণমূলের হলেও তাঁদের কাছেও যাব। তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইব তাঁরা কি চেয়েছিলেন। তাঁরা কেন কোন কাজ করতে পারেননি। সকলের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে কিভাবে হাওড়াকে উন্নত হাওড়া করা যায় সেই চেষ্টাই করব।’

সাংবাদিকদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, ‘২০২১ সালে কয়েকশো বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। তারপর এই সরকার আমরা পেয়েছি। আমরা হিংসার মধ্যে নেই। কারও বিরুদ্ধে আমরা প্রতিশোধ নেবনা। কিন্তু মানুষের রোষের ব্যাপারে কি বলবেন ? বিজেপি কর্মীদের তো আমরা আটকে দেব। কিন্তু যারা প্রতারিত হয়েছেন, যাদের বাড়ির লোকদের মারা হয়েছে তারা যদি প্রতিবাদ করেন তার মধ্যে বিজেপি কি করবে ? ২০২১ সালে তৃণমূল তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার বিজেপি কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের বাড়িঘর লুট হয়েছে। আগুন লাগানো হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের পেটে লাথি মারা হয়েছে। খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এটাই মানুষের রোষ। বিজেপির রাজ্য সভাপতির নির্দেশ কোনমতেই তৃণমূলের কোনও নেতাকে বিজেপিতে যোগ করানো যাবে না। বিশেষ করে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, মামলায় অভিযুক্ত তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এরকম নেতাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নেবেনা। সব দলেই ভালো এবং খারাপ লোক থাকে। সে তৃণমূলেই হোক, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক বা বিজেপিতে হোক। কিন্তু এখন নির্দেশ কোনও টিএমসিকে বিজেপিতে যোগদান করতে দেওয়া যাবে না।’

গ্রামীণ খাদ্যের স্বাদ ফেরাতে ঝাড়গ্রামে আয়োজিত ‘পাখাল পরব’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

স্থানীয় খাদ্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাকে পরিচিত করার এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল ঝাড়গ্রামে। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের নানা দিকের ওপর আলোকপাত করতে রবিবার রাতে ঝাড়গ্রাম শহরের খুঁটিয়া ভবনে আয়োজিত হয়েছিল সুবর্ণরৈখিক ‘পাখাল পরব’। মূলত গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম বিধানসভা এলাকার সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, লোককলা ও খাদ্যাভ্যাসের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে এই আয়োজক গোষ্ঠীটি। তাদের এই পরবে বাংলার নিজস্ব পান্তা ভাত বা ‘পাখাল’-এর পাশাপাশি পড়শি ওড়িয়া সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ফুটে ওঠে। পরবের দিন সকাল থেকেই খুঁটিয়া ভবনে শুরু হয়েছিল রান্নার বিশেষ কর্মশালা।

এই উৎসবে মাটির থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় সাদু পাখাল অর্থাৎ তাজা পান্তা এবং টক পাখাল বা বাসি পান্তা। শুধু পান্তাই নয়, এর সঙ্গে শালপাতার ওপর রাখা মাটির বাটিতে ছিল একাধিক ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পদ। মেনুতে ছিল আলু পোড়া, বড়ি ছ্যাঁচা, খড়ক বা ক্ষুদে চিংড়ি ছ্যাঁচা, গেঁড়ি-গুগলি দিয়ে তৈরি জলযোগেই চচ্চড়ি, শুশনি শাক, মুসুর ডালের বড়া, রসুন ও সর্ষের তেলে ভাজা ঢেঁড়শ এবং ঐতিহ্যবাহী কুঁদরি পাতা পোড়া পুঞ্জা, যা কুঁদরি পাতা বেটে মশলা মিশিয়ে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়।

পাখাল তৈরির মূল দায়িত্বে থাকা সংগঠনের শহর সম্পাদক শাশ্বতী খুঁটিয়া জানান, একসময় গ্রীষ্মকালে সুবর্ণরৈখিক অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্রাত্যহিক খাবার ছিল এই পাখাল। মাঠে কাজ করতে গিয়ে বা গবাদিপশু চরানোর সময়ও মানুষ এটিই খেতেন, যা আজ কালের নিয়মে অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। এই হারিয়ে যাওয়া পদগুলি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই ছিল আয়োজকদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সুবর্ণরৈখিক রন্ধনশিল্পী সুধাংশুশেখর মণ্ডল, যিনি আলু পোড়া, বড়ি ছ্যাঁচা ও কুঁদরি পাতা পোড়া পুঞ্জা তৈরি করেছিলেন, তিনি আক্ষেপ করে জানান যে বর্তমান প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে এই খাবারগুলির নাম পর্যন্ত শোনেনি, অথচ একসময় এগুলি প্রতিটি ঘরেই অত্যন্ত পরিচিত ছিল। পরবে যোগ দিতে খড়গপুর থেকে আসা শ্রাবণী পাল তৈরি করেছিলেন জলযোগেই চচ্চড়ি এবং খড়ক চিংড়ি ছ্যাঁচা। এই উৎসবে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রিনম পাল, চতুর্থ শ্রেণির অর্পিতা মণ্ডল, দ্বাদশ শ্রেণির রোশন বালা এবং কলেজ পড়ুয়া অয়েন্স ঘোষের মতো নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। তাদের সামনে সুবর্ণরৈখিক এলাকার নানা ঐতিহ্যগত দিক অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়। আয়োজক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্রশান্ত বালা জানিয়েছেন, তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল কারণ।

তাঁর কথায়, পাখাল পরবের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি খাবার নয়, বরং একটি সমগ্র অঞ্চলের ইতিহাস, জীবনযাপন এবং সামাজিক স্মৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভাষাকে বাঁচাতে হলে যেমন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে, তেমনই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই ধরনের প্রাচীন খাদ্য ঐতিহ্যকেও সযত্নে ধরে রাখতে হবে।

মঙ্গলকোটে গ্রেপ্তার তিন তৃণমূল নেতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

ক্ষীরগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাসেদুর রহমান ওরফ মুকুল শেখ তাকে পঞ্চায়েতের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। এছাড়াও লাকুড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মফিজুল শেখ ও বুথ সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন সেখ কে বোমা রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাদের নামে।অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করে তিনজনকেই পাঠানো হয় কাটোয়া মহকুমা আদালতে। জানা গিয়েছে রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন।এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেই অভিযোগের ভিত্তিতে একের পর এক দুস্কৃতিকে গ্রেফতার শুরু করেছে।সেই মত এই ৩জন নেতাকেও এদিন গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

সরকারি ত্রাণ পার্টি অফিসে রাখার অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

সকালের শিরোনাম
রাজ কুমার ঘোষ
কালনা

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা দু’নম্বর ব্লকের সিঙ্গারকোন তৃণমূল পার্টি অফিসে রাখা ছিল ত্রাণের সামগ্রী।সেগুলি বিতরণ না করে নিজেদের কাছে রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কালনা দু’নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায়। ধৃতকে সোমবার দুপুরে তোলা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। আদালতে যাবার পথে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু না। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে গ্রামে পাকা বাড়ি দিয়েছে, গ্রামে ত্রিপল এর চাহিদা কমেছে। একই সাথে ট্রাই সাইকেল এবং হ্যান্ডিক্রাফট এর যে সামগ্রিক উদ্ধার হয়েছে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেগুলি প্রাক্তন এমপি তিনি ক্যাম্প করেছিলেন, সেগুলিও যারা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট নিতে আসতেন সারা বছরই তাদেরকে কাগজ দেখে দেওয়া হতো। অন্যদিকে তাকে কোর্টে তোলার সময় তাকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের। এই ঘটনায় আদালত চত্বরে ছড়ায় উত্তেজনা।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 10

গ্রেফতারের পর তৃণমূল নেত্রী কল্পনা শীটের বাড়িতে তল্লাশি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেলদা

বালি মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যোগের অভিযোগে গ্রেফতারের কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী কল্পনা শীটের বিলাসবহুল বাড়িতে তল্লাশি চালাল পুলিশ। সোমবার খড়্গপুর টাউন থানা ও বেলদা থানার পুলিশ যৌথভাবে ওই অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় কল্পনা শীটকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেলদায় কল্পনা শীটের একটি দোতলা বিলাসবহুল বাড়িতে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। বাড়ির বিভিন্ন ঘর, নথিপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। যদিও তল্লাশি থেকে ঠিক কী উদ্ধার হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই বালি মাফিয়া চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ কল্পনা শীটকে গ্রেফতার করে। পেশায় কেশসজ্জাশিল্পী (হেয়ারড্রেসার) হলেও, এলাকায় তাঁর আর্থিক উত্থান এবং সম্পত্তি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা ছিল। সেই প্রেক্ষিতেই এ দিনের তল্লাশি তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহলের একাংশ। যদিও কল্পনা শীট বা তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্তের স্বার্থে পুলিশও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

উখড়ায় পরিবহন কর্মীদের অফিস ফিরিয়ে দিল বিজেপি

সকালের শিরোনাম

বিশেষ প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

উখড়ায় পরিবহন কর্মীদের অফিস আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিজেপির পক্ষ থেকে। গত শনিবার সন্ধের সময় বিএমএস শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জল মুখার্জির উপস্থিতিতে উখড়ার বাজপেয়ী মোড়ের ৪০ বছরের পুরনো পরিবহন কর্মীদের অফিস ফিরে পেয়ে খুশির হাওয়া পরিবহন কর্মীদের মধ্যে। সারাদিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করার জন্য এই অফিস ব্যবহার করে বাস, গাড়ির চালক, খালাসী সহ পরিবহণের সাথে যুক্ত কর্মীরা। গত সপ্তাহে আচমকা এই অফিস বিজেপি জেলা নেতৃত্বর বেশ কিছু কার্যকর্তা নিজেদের আওতায় নিয়ে নেন দলীয় কাজের জন্য।

কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় ৫২ জন মিনিবাসকর্মী বিজেপির জেলা সভাপতির কাছে চিঠি দেন অফিস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপরেই বিএমএস শ্রমিক সংগঠন থেকে উদ্যোগ নিয়ে এই অফিস পুনরায় চালু করা হয় বাসকর্মীদের জন্য। অবশেষে স্বস্তি ফিরেছে পরিবহন কর্মীদের মধ্যে। জানা গেছে এই অফিস থেকে পরিবহণ কর্মীরা নিজেদের কাজকর্ম ফের করতে পারবে। গোটা অফিস নতুনভাবে রং করে সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, গায়েব পাঁচ লক্ষ টাকা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

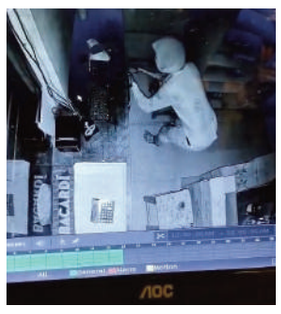

দুর্গাপুর মহকুমা শাসক (এসডিও) দপ্তরের পাশেই পার্ক সংলগ্ন একটি মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। অভিযোগ, গভীর রাতে দোকানের পিছনের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে একদল দুষ্কৃতী। এরপর ক্যাশ কাউন্টার খুলে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা নগদ এবং একাধিক দামি মদের বোতল চুরি করে পালিয়ে যায় তারা। দোকান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সকালে দোকান খুলতে এসে পিছনের দরজার ভাঙা তালা দেখতে পান কর্মীরা। পরে ভিতরে ঢুকে দেখা যায় ক্যাশ কাউন্টার ফাঁকা এবং বেশ কয়েকটি মূল্যবান মদের বোতলও উধাও। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চুরির পুরো ঘটনাটি দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। ফুটেজে কয়েকজন দুষ্কৃতীকে দোকানের ভিতরে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটাতে দেখা গিয়েছে। সেই ফুটেজের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার জেরে নিউ টাউন শিব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের একেবারে পাশেই এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

মাটিতে বসেই গ্রামবাসীদের ‘অন্নপূর্ণা’র ফর্ম পূরণে বিডিও

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম পূরণে সহায়তা ও আবেদনপত্র সংগ্রহের বিশেষ ক্যাম্প শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এদিন ব্লকের বাহারুনা গ্রামে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রাহুল বিশ্বাস গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটিতে বসেই আবেদনপত্র পূরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি নিজে ফর্ম কীভাবে সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে, কী কী নথি লাগবে এবং আবেদন প্রক্রিয়ায় কোন বিষয়গুলিতে বিশেষ নজর দিতে হবে, সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেন। ব্লকের খোদ বিডিওকে সাধারণ মানুষের পাশে এভাবে মাটিতে বসে সহযোগিতা করতে দেখে গ্রামবাসীরাও সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও বালিডিহা গ্রামেও একই ধরনের সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দেওয়ার সুযোগ পান। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে সহজে পৌঁছে যায় এবং আবেদন প্রক্রিয়ায় কোনও অসুবিধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের সহায়তা শিবির চালু থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

অসহায় মানুষের পাশে শালবনির সমাজসেবী কার্তিক মাহাতো

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম মেদিনীপুর

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার করলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনির তরুণ সমাজসেবী কার্তিক মাহাতো ওরফে তারকাটা টিংকু। তিনি যেমন অসহায়, অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় সহযোগিতা করেন, তেমনি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য তাদের পাশে থেকে শিক্ষাসামগ্রী দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। এককথায় তিনি হলেন এলাকার অসহায় দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে ভগবান। তাঁর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন। তিনি বলেন, ‘আমরা পৃথিবীতে এসেছি, কেউ কোনো কিছু নিয়ে আসিনি এবং কোনো কিছু নিয়ে যাব না। কিন্তু আমাদের মানবিকতা ও মূল্যবোধ থাকা উচিত।’ সেই জন্য বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতায় অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকার করেছেন বলে তিনি জানান। আগামী দিনে তাঁর এই লড়াই অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পায় এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে, তার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাই তিনি সকলকে অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

সকালের শিরোনাম

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র

রামনগর

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-২ নম্বর ব্লকের বালিসাই বড়রাঙ্কুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘটনা। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে স্থানীয় এলাকায়। মৃতের পরিবার-সহ পরিজনদের অভিযোগ যে, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতবাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা বছর সাতাশের মামনী মালি নামের এক মহিলা প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা নিয়ে গতকাল অর্থাৎ রবিবার রাতে বালিসাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর চিকিৎসকেরা মামণিকে স্যালাইন দেয়। এর পাশাপাশি, প্রেসক্রিপশনে ওষুধ ও ইঞ্জেকশন লিখে দেয়। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ যে, তিনবারই ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। তারপর পেটের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। পরিবারের লোকেরা চিকিৎসককে ‘রেফার’ করতে বললেও কোনও কর্ণপাত করেননি। অভিযোগ, শেষ মুহূর্তে আরেকটি ইঞ্জেকশন দেয় চিকিৎসক। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃতার পরিবারের দাবি, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যু হয়েছে। খোদ সরকারি হাসপাতালেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবার-সহ পরিজনেরা। তাঁরা কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরাসরি চিকিৎসার গাফিলতির আঙুল তোলেন। তবে এ বিষয়ে রামনগর থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

প্রয়াস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

প্রয়াস দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫-২৬, ৩১ মে রবিবার বিকেলে ইসিএল ঝাঁঝরা হাউস সেমিনার কক্ষে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি; অ্যাডভোকেট আইয়ুব আনসারী, সভাপতি, বর্ধমান জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি; সুজন চক্রবর্তী, সম্পাদক, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি; প্রবীর ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, প্রয়াস সহ আরও বহু বিশিষ্ট সমাজকর্মী, রক্তদান আন্দোলনের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ। সভায় সংগঠনের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এছাড়াও, বিগত বছরে সফলভাবে রক্তদান শিবির আয়োজনকারী বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করে তাদের সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি জানানো হয়। একই সঙ্গে বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস (৩১শে মে) যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা ও জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হয়। মানবতার সেবায় রক্তদান ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতার এই ধারাবাহিক কর্মসূচি আগামী দিনেও আরও বিস্তৃত হবে;এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

শালবনিতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণে বিজেপির সক্রিয় কর্মীরা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শালবনি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশিজোড়া অঞ্চলের করমশোল , বরাগাদা,সীতানাথপুর পালইবনি সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণ করছেন বিজেপির সক্রিয় কর্মীরা। বিজেপির মেদিনীপুর চার মন্ডল কমিটির সম্পাদক বাপন ঘোষ ও বিজেপির কাশিজোড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি কৃষ্ণপদ সরেন জানান অনেকেই ফর্ম পূরণ করতে পারেন না, তাই দলের সক্রিয় কর্মী বাপি ঘোষ, সুকুমার সরেন সহ অন্যান্যরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনা প্রকল্পের উপ ভোক্তাদের ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। বিনা পারিশ্রমিকে দলের ওই সক্রিয় কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিবির করে ফর্ম পূরণ করছেন।

এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তা মহিলারা। আগামী দিনে ও বিজেপি দলের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান। বিজেপি কর্মী সুকুমার সরেন ও বাপি ঘোষ বলেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা খুশি তাই বিনা পারিশ্রমিকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা প্রকল্পের ফর্ম মহিলাদের আমরা শিবির করে পূরণ করে দিচ্ছি। যার ফলে খুশি ওই এলাকার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার জন্য প্রকল্পের উপভোক্তা মহিলারা।

নয়াগ্রামের মাটিতে প্রথম মন্ত্রী, তবু বাড়ির উঠোনে নেই ক্ষমতার দূরত্ব

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

নয়াগ্রাম

স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে নয়াগ্রামের মাটিতে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন অমীয় কিস্কু। নয়াগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম এই এলাকার কেউ রাজ্যের মন্ত্রীসভায় জায়গা পেলেন। ঘটনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য যেমন আছে, তেমনই রয়েছে এক অন্য গল্প; একটি মানুষের, একটি পরিবারের, এবং ক্ষমতার দোরগোড়ায় পৌঁছেও মাটির কাছাকাছি থেকে যাওয়ার গল্প। দুপুর গড়িয়ে তখন প্রায় দু'টো। নয়াগ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে অমীয় কিস্কুর বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই চোখে পড়ে সাধারণতার এক দৃশ্য। বাঁশের বেড়া ঘেরা বাড়ি। এমনই সরু প্রবেশপথ যে বড় গাড়ি ঢোকার প্রশ্নই নেই। দোতলা বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। উঠোনে গোল হয়ে বসে রয়েছেন মহিলা-পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা। প্লাস্টিকের চেয়ারে ভর দিয়ে কেউ গল্প করছেন, কেউ মোবাইলের পর্দায় শপথগ্রহণের মুহূর্ত খুঁজছেন, কেউ আবার নিঃশব্দে অতিথিদের দেখে নিচ্ছেন। পেশাগত কারণে পৌঁছনো;অতিথি হিসেবে নয়, সংবাদকর্মী হিসেবে। সে পরিচয় জানানোর আগেই এক কিশোর এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে দিল। বসতে বলল। কোনও আড়ষ্টতা নেই, কৌতূহল আছে, আন্তরিকতা আছে। কথা হচ্ছিল অমীয়বাবুর দাদার সঙ্গে। ভাইয়ের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে ফিরে গেলেন বহু বছর আগের দিনগুলোয়। বললেন, ‘ছোট থেকেই ফুটবল, ক্লাব; এইসব নিয়ে থাকত। কিন্তু শুধু খেলাধুলো নয়, গ্রামের মানুষের কথাও ভাবত।

দেশের দশের কথা ভাবত।’ ভাই মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর প্রত্যাশাও স্পষ্ট; এলাকায় সেচব্যবস্থার উন্নতি হোক, রাস্তাঘাট ভালো হোক, মানুষ উপকৃত হোক। পরিবারের ভেতরের মানুষ হিসেবে অন্য এক অমীয় কিস্কুর ছবি তুলে ধরলেন তাঁর বৌদি সোহাগী কিস্কু। রান্নাঘরের স্মৃতি টেনে তিনি বললেন, ‘খেতে ভালোবাসেন। মাছ, মাংস, সবজি;সবই খান।’ কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দের কথার পাশাপাশি উঠে এল জনজীবনের চাওয়াও। মহিলাদের ভাতা, সরকারি সহায়তা, চাকরি;এই প্রসঙ্গেই বেশি জোর তাঁর কণ্ঠে। বললেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যেন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে রাজনীতির মূল স্রোতে উঠে এসে মন্ত্রী হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় এর আগেও বহু আদিবাসী মুখ দেখা গিয়েছে। অমীয় কিস্কুও সেই ধারারই নতুন সংযোজন। কিন্তু এ দিনের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে যা বেশি করে চোখে পড়ে, তা ক্ষমতার চকমকের গল্প নয়। বরং এক ধরনের অনাড়ম্বরতা। চারপাশে মানুষের ভিড়, নতুন পদমর্যাদার উচ্ছ্বাস;তবু কোথাও অহংকারের ছাপ মেলে না।মন্ত্রীত্বের শপথের দিনেও বাড়ির পরিবেশ যেন বলছিল;রাজনীতি অনেক দূর যেতে পারে, কিন্তু মানুষ যদি মাটির কাছাকাছি থাকে, সেই দূরত্ব বড় হয়ে ওঠে না।

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ কাকদ্বীপের বিধায়ক দীপঙ্কর জানা'র

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাকদ্বীপ

রাজ্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের নবনির্বাচিত বিধায়ক দীপঙ্কর জানা। সম্প্রতি রাজভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেই বাজিমাত করেছেন মধ্য পঞ্চাশের এই সর্বক্ষণের রাজনীতিক। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত দীপঙ্করবাবু। বর্তমানে তিনি দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভাগ কনভেনর পদের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হলেও জীবন উৎসর্গ করেছেন রাজনীতিতেই। মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ও আপ্লুত কাকদ্বীপের গোবিন্দরামপুরের এই বাসিন্দা। শপথ নেওয়ার পর এখনও তাঁর দপ্তর বণ্টন চূড়ান্ত হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের প্রবল ধারণা, সুন্দরবন এলাকার মানুষ হওয়ায় তাঁকে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়ে স্বভাবসুলভ নম্রতায় দীপঙ্কর জানা জানান, ‘কাকদ্বীপের মানুষের ভালোবাসায় ও আশীর্বাদেই আজ আমি বিধায়ক হতে পেরেছি। তবে এখন শুধু নিজের কেন্দ্র নয়, কাকদ্বীপবাসীর পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যের মানুষের কল্যাণের কথা আমায় ভাবতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং সরকারের নির্দেশ মেনে আগামী দিনে মানুষের কাজ করব।’ একই সঙ্গে সুন্দরবনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নতুন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত দিনে সুন্দরবনের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। বিশেষ করে সেখানকার বেহাল নদীবাঁধগুলোর দ্রুত সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি। নদীবাঁধের স্থায়ী সমাধান না করলে সুন্দরবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।’ সুন্দরবনের উন্নয়ন ও নদীবাঁধ সংস্কারই যে আগামী দিনে তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

পুলিশের জালে তৃণমূল নেতা মানস ও জামাল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পূর্ব বর্ধমান

রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই জেলায় জেলায় দুর্নীতি দমন এবং ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। একের পর এক হেভিওয়েট নেতার গ্রেফতারির তালিকায় এবার যুক্ত হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নাম। পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি মানস ভট্টাচার্য এবং রায়ান ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি জামাল শেখ। এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক দাপট ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি তাঁদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই দুই দাপুটে নেতাকে আটক করে। যদিও এই দুই নেতাকে ঠিক কী অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। পুলিশ সরকারিভাবে মুখ না খুললেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এর আগেও এই দুই নেতা মানস ভট্টাচার্য ও জামাল শেখের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠে এসেছিল এলাকাবাসীদের তরফ থেকে। ২০২১ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এলাকায় যে অশান্তি ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল, তার পেছনে এই দুই নেতার উসকানি বা যোগসূত্র ছিল বলে নানা অভিযোগ উঠেছিল। এর আগেও একটি ঘটনায় এই দুই নেতাকে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল, পরে তাঁরা জামিন পেয়ে যান। কিন্তু পুলিশের নজরদারিতে তাঁরা ছিলেন। এবার আবার তাঁদের গ্রেফতার করে সোমবার আদালতে পেশ করা হয়। এছাড়াও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও ব্যবসা থেকে তোলাবাজি এবং দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল প্রশাসনের কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। তৃণমূলের অন্দরেও এই জোড়া গ্রেফতারির পর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্য জুড়ে চলা এই শুদ্ধিকরণ ও আইনশৃঙ্খলার কড়াকড়ির আবহে বর্ধমানের এই দুই প্রভাবশালী নেতার পতন আগামী দিনে জেলার রাজনীতিতে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

MOTOR, TRANSFORMER
WINDING & SERVICES

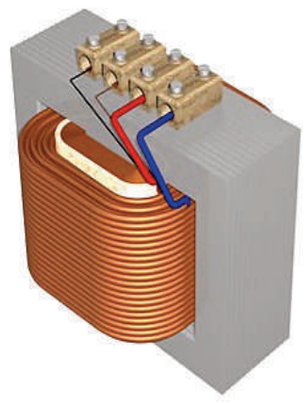

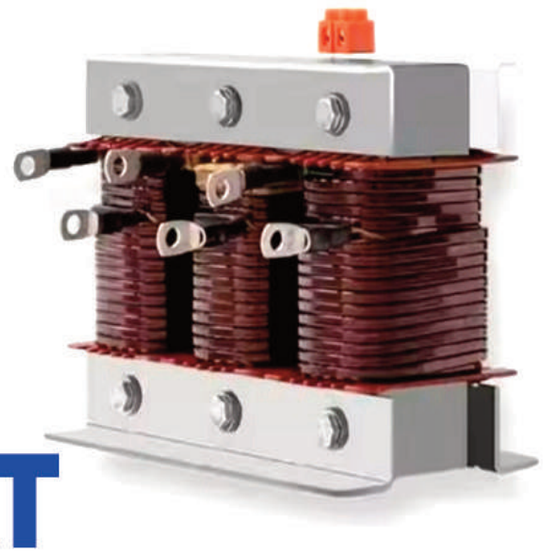

VENKAT
INDUSTRIES
Sister Concern
Krishna Electric
J P AVENUE, DURGAPUR

‘এল নিনো’র জেরে কম বর্ষার আশঙ্কা, তীব্র জলসঙ্কটে ভুগবে গ্রাম-জীবন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গড়বেতা

চৈত্র পড়তে না পড়তেই গ্রামের পুকুর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় সাবমার্সিবল পাম্পের জল ওঠাও। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার ছোট্ট গ্রাম উত্তরবিলের ছবিটা এখন এমনই। এই গ্রামেরই ষাটোর্ধ্ব কৃষক আনিসুর পাঠানের কথায়, আগে মাটির সামান্য নীচেই জল মিলত, কিন্তু এখন কয়েকশো ফুট খুঁড়েও জলের দেখা নেই। ধান বা অন্যান্য শীতকালীন ফসল বাঁচাতে ধারদেনা করে সাবমার্সিবল বসালেও ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাওয়ায় চোখের সামনেই শুকিয়ে যাচ্ছে ফসল। আনিসুর একা নন, উত্তরবিল গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের অবস্থাই আজ জলের অভাবে সঙ্গিন।

নীতি আয়োগের ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ মাঝারি থেকে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছেন এবং নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে বছরে প্রায় দু'লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ‘জল জীবন মিশন’ শুরু করে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবেশবিদদের প্রশ্ন, মাটির নীচেই যদি জল না থাকে, তবে সেই মিশন আদেও কতটা সফল হবে? আগামী দিনে এই জলসঙ্কট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে ‘সুপার এল নিনো’-র প্রভাবে। আমেরিকার ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্ট এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার একাধিক জলবায়ু মডেল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শক্তিশালী এল নিনো তৈরি হতে পারে। সহজ কথায়, এই এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে বিষুবরেখা বরাবর প্রবাহিত হওয়া বাণিজ্যিক বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে সমুদ্রের উষ্ণ জল পূর্ব দিকে সরে আসার একটি প্রক্রিয়া। এর ফলে ভারতের কৃষিকাজের মূল ভরসা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের মতে, শিল্পায়ন ও জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই প্রায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। উষ্ণায়নের শিকার এই পৃথিবীতে এল নিনোর প্রভাব আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে, যার ফলে খরা, তাপপ্রবাহ এবং জলসঙ্কটের মতো চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক তথা পরিবেশবিদ প্রভাতকুমার শাঁট জানিয়েছেন, এল নিনোর জেরে বৃষ্টিপাত কমলে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি, বিশেষ করে জঙ্গলমহলে এর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে। জলের অভাবে চাষাবাদ মার খাবে, ফলন কমবে এবং কৃষিকাজের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মুখে পড়বে। খোলা আকাশের নীচে কাজ করা শ্রমিক, কৃষক বা ট্রাফিক পুলিশের মতো পেশার মানুষদের জন্য এই চরম আবহাওয়া প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে উত্তরবিল গ্রামের মানুষ ইতিমধ্যেই পুকুর আরও গভীর করার চেষ্টা করছেন, কম জলে চাষ করা যায় এমন ফসলের দিকে ঝুঁকছেন, আবার কেউ কেউ বাধ্য হয়ে কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিচ্ছেন। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল বিষয় বা থিম হলো জলবায়ু এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃতি নির্ভর সমাধান। কিন্তু বাস্তব ছবিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষ প্রকৃতি থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ শিকার হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ততই যেন গভীর সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রণবীরের ‘রাম’ হওয়া নিয়ে বড় বার্তা ইমতিয়াজ আলি’র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রণবীর কপূরের ‘রাম’ হওয়া নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সব বিতর্ক উড়িয়ে অভিনেতা বন্ধুর পাশেই দাঁড়ালেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি। ‘রকস্টার’ ও ‘তমাশা’ খ্যাত পরিচালকের দাবি, রামের চরিত্রের জন্য রণবীরই একেবারে যথাযথ অভিনেতা। তাঁর বিশ্বাস, রণবীর অভিনীত রাম বহু দিন দর্শকের মনে থেকে যাবে। রণবীরের প্রশংসায় ইমতিয়াজ বলেন, ‘ও অভিনেতা হিসাবে যে কোনও চরিত্র তুলে ধরতে পারে। ভিন্ন ধরনের চরিত্র করা উচিত ওর। ও সহজেই চরিত্র হয়ে উঠতে পারে। নিখাদ অভিনেতা বলতে যা বোঝায়, রণবীর তা-ই। আমি খুশি যে, ও রামের চরিত্রে অভিনয় করছে। ও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারে।’ পর্দায় রণবীরকে রামের বেশে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ইমতিয়াজ।

এই চরিত্রটি রণবীরের অভিনয় জীবনে বড় উন্নতি আনবে জানিয়ে পরিচালকের বক্তব্য, ‘আমি নিশ্চিত, ও রাম হিসাবে যথার্থ অভিনয় করবে।’ নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত এই মেগা প্রজেক্টটি প্রযোজনা করছেন নমিত মলহোত্র। ৪ হাজার কোটি টাকার বিপুল বাজেটে তৈরি ছবিটি দুটি পর্বে মুক্তি পাবে। বিগ বাজেটের এই ছবিতে পারিশ্রমিকের অঙ্কেও রয়েছে বড় চমক। দুটি পর্বের জন্য রণবীর কপূর মোট ১৫০ কোটি টাকা নিচ্ছেন, অর্থাৎ প্রতি পর্বে তাঁর পারিশ্রমিক ৭৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ছবিতে রাবণের চরিত্রে দেখা যাবে দক্ষিণী তারকা যশকে। দুটি ভাগের জন্য তিনি পাচ্ছেন মোট ১০০ কোটি টাকা। সীতার চরিত্রে অভিনয় করছেন সাই পল্লবী।

শুটিং সেট থেকে ইতিমধ্যেই সাই পল্লবীর ‘লুক’ ফাঁস হয়েছে। দুই পর্বের জন্য তাঁর ঝুলিতে আসছে মোট ১২ কোটি টাকা।

সব মিলিয়ে, বিতর্ক ছাপিয়ে রুপোলি পর্দায় রামায়ণের এই নতুন রূপ দেখার অপেক্ষায় সিনেমাপ্রেমীরা।

বোলপুরে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ক্যাম্পে ‘চোর’ স্লোগান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পয়লা জুন থেকে দেওয়া হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম। সে মতো এদিন বীরভূমের বোলপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভুবনডাঙ্গায় সরকারিভাবে ক্যাম্প করে দেওয়া হচ্ছিল অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম। ক্যাম্পে দেখা গেল বিরল ছবি। একসাথে তৃণমূল কাউন্সিলর ও বিজেপি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি করার সহযোগিতা করছে। বেলা বাড়তেই চিত্রটার বদল ঘটল। তৃণমূল কাউন্সিলরকে শুনতে হল চোর চোর স্লোগান। যা নিয়ে রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। এলাকার ছাড়তে হয় তৃণমূল কাউন্সিলর সুকান্ত হাজরাকে । বিজেপি নেতা সনাতন খাঁ বলেন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ক্যাম্পে তৃণমূলের চোরগুলো থাকবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তৃণমূল সরকারের আমলে ছেলেরাও লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতো।

তাই চোর গুলোকে ক্যাম্প থেকে বের করলাম। তৃণমূল কাউন্সিলর সুকান্ত হাজরটা বলেন, সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডারে পরিবর্তে অন্নপূর্ণা ভান্ডার দিচ্ছে। আমিতো জনপ্রতিনিধি। সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার লক্ষ্য। তাই আমি ক্যাম্পে এসে ফর্ম বিলি করতে সাহায্য করছি। চোর স্লোগান আমার নাম করে দেয়নি। তবে আবার এই ওয়ার্ডে দাঁড়াবো। জিতে দেখাবো। সব মিলিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফরম বিলির ক্যাম্পে অস্বস্তিকর একটা ছবি ধরা পরল বোলপুরে।

ছেলের এক কথায় বদলে গেলেন ববি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ছেলের মুখের একটি কথাই যেন চোখ খুলে দিয়েছিল ববি দেওলের। ‘অ্যানিম্যাল’ এবং ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’ দিয়ে কেরিয়ারে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করলেও, এক সময় মদের নেশায় ডুবে থাকতেন অভিনেতা। কাজ হারিয়ে চূড়ান্ত হতাশায় দিন কাটত তাঁর। তবে এই কঠিন সময়েও হাত ছাড়েননি স্ত্রী তান্যা দেওল। শেষমেশ বড় ছেলে আর্যমানের কথাতেই মদের মারাত্মক আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করেন ধর্মেন্দ্র-পুত্র। বলিউডের সফল অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর ছেলে হওয়ায় কেরিয়ারের শুরুতে সহজেই সাফল্য পেয়েছিলেন ববি। তবে এক সময় দীর্ঘ দিন হাতে কোনও কাজ ছিল না তাঁর। সেই হতাশা থেকেই ডুবে যান মদের ঘোরে। ববি জানান, ‘মদের নেশা ভয়ঙ্কর। এটা মস্তিষ্কের সঙ্গে খেলা করে। আমি রোজ মদ খাচ্ছি, এমন নয়। কিন্তু খাওয়ার পর যেন মানুষটা অন্য হয়ে যেতাম। সে কারণে আমার বাড়ির লোকেরা আতঙ্কে থাকত। সারা দিন বাড়িতে বসে মদ্যপান করতাম।’ অভিনেতা মনে করেন, বাবা ধর্মেন্দ্র মদ্যপান করতে ভালবাসতেন বলেই তাঁর মধ্যেও এই আসক্তি তৈরি হয়। উপার্জন বন্ধ হওয়ায় এক সময় ববির সংসার চালানোর টাকাও ছিল না। তখন স্ত্রী তান্যা একাই সমস্ত খরচ সামলান। ববির কথায়, ‘তান্যা চাইলেই আমাকে ছেড়ে যেতে পারত। কিংবা মদ ছাড়ার জন্য জোরাজুরি করতে পারত। ও কখনও তেমন কিছু করেনি।’ ববির এই অবস্থা দেখে প্রথম আপত্তি জানিয়েছিল তাঁর বড় ছেলে আর্যমান।

মেদিনীপুরে বিজেপির রক্তদান শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় স্থানীয় শ্যামসঙ্গ ভবনে একটি মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সমস্ত রক্তদাতা, ওয়ার্ডের সমস্ত কার্যকর্তা ও অতিথিদের উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে এই রক্তদান উৎসবটি সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন হয়। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সিএমওএইচ ডাক্তার সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী, প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শমিত কুমার মণ্ডল, বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক ড. শঙ্কর গুছাইত এবং নারায়ণগড়ের রামপ্রসাদ গিরি। সহ উপস্থিত ছিলেন ড. টি. কে. বিশ্বাস, ডাক্তার এস. সিনহা রায়, ডাক্তার সুমন সাহু, ডাক্তার অর্ণব দত্ত, ডাক্তার বিপ্লব বর্মন, ডাক্তার অরিজিৎ গুহ, ডাক্তার সৌম্যজিৎ দাস, ডাক্তার অমিত রঞ্জন সহ বজরংলাল আগরওয়াল, স্বরাজ ব্যানার্জি, অশোক ব্যানার্জি, শান্তনু চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘোষ, মৌটুসী দণ্ডপাট সহ একাধিক অ্যাডভোকেট, প্রফেসর, মাস্টারমশাই সহ শহরের বিশিষ্ট গুণীজনেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে ৮০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সকল অতিথিরা রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং রক্তদানে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সকল রক্তদাতা, সকল বিশিষ্ট অতিথি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সকল কার্যকর্তা সহ সবাইকে এই রক্তদান উৎসবটিকে সফল করার জন্য বিজেপি দলের মেদিনীপুর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

মন্ত্রীসভায় চাষি পরিবারের সন্তান দিবাকর ঘরামী, উচ্ছ্বাস বাঁকুড়ায়

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। স্বাভাবিক ভাবেই আজন্ম যোগ মাটির সঙ্গে। ২০২১ সালে সোনামুখী বিধানসভা থেকে জয়লাভের পরেও এক দিনের জন্যেও মাটির সঙ্গে সেই যোগ ছিন্ন হয়নি। সাধারণ সেই কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে আজ রাজ্যের মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা গোটা পরিবার।

তাঁকে ঘিরে চড়ছে এলাকার মানুষের প্রত্যাশার পারদ। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই তাঁর দাদু ও ঠাকুমাকে বরিশালের বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এ দেশে। ঘুরতে ঘুরতে ঠাঁই হয়েছিল বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদের তীরে কুরুমপুর গ্রামে। সেখানেই জন্ম দিবাকর ঘরামীর। উদ্বাস্তু পরিবারে অভাবের সংসারে জন্ম হওয়ায় ছোট থেকেই সঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। কৃষক পরিবারের দিবাকর ঘরামীর নিজের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে চাষাবাদ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভা থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হওয়ার পরেও জমির সাথে ছিন্ন হয়নি নিজের যোগ। এখনো নিত্যদিন তিনি মাঠে যান। প্রতিদিন সকালে মাঠে গিয়ে ফসলের পরিচর্যা করা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন। এবারও তাঁকে দল টিকিট দিলে সদাহাস্য দিবাকর ঘরামীর জয়ে কোনো বাধাই আর বাধা হয়ে ওঠেনি। আজ তিনিই ঠাঁই পেলেন রাজ্যের মন্ত্রিসভায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ঘটনায় খুশি দিবাকর ঘরামী ও তাঁর পরিবার। স্বাধীনতার পর এই প্রথম সোনামুখী বিধানসভা থেকে জিতে কেউ মন্ত্রী হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দিবাকর ঘরামীকে ঘিরে বাড়ছে প্রত্যাশার পারদ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে মেচেদায় আবর্জনা নিয়ে ক্ষোভ পরিবেশপ্রেমীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

মেচেদা বাঁপুর খালে খেলা আবর্জনার চিত্র ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার হল মেচেদা। মেচেদা রেলস্টেশন ও মেচেদা কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড হয়ে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ ওই শহরে নেই কোনো ভ্যাট। ফলস্বরূপ বাসিন্দারা বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মেচেদা-বাঁপুর খাল ও হলদিয়া-মেচেদা বা মেচেদা-দিঘা জাতীয় সড়কের ধারেই বাড়ির দৈনন্দিন আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হন। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, মেচেদা সায়েন্স সেন্টার, সায়েন্স একাডেমির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে স্থানীয় কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে মেচেদায় একটি ভ্যাট নির্মাণ ও মেচেদা-বাঁপুর খালটিকে জঞ্জাল ও আবর্জনা মুক্ত করার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ‘আমরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কাছে ওই দাবি জানানোর পাশাপাশি জনসাধারণকে সচেতন করতে ৫ই জুন সকাল ৮টায় মেচেদা কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল ফটক পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকসহ পরিবেশপ্রেমী জনসাধারণকে ওই কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

ঝাড়গ্রামে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসঙ্ঘের সেমিনার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

আখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসঙ্ঘ (উচ্চশিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে সোমবার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের সেমিনার হলে এক শিক্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক,অধ্যাপিকা এবং শিক্ষকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রবাদী ভাবধারার প্রসার, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষকদের সঙ্গে সংগঠনের পরিচয়পর্বের পাশাপাশি সংগঠনের নীতি ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বক্তারা জানান, পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাষ্ট্রবাদী সরকারের সঙ্গে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি বৈভবশালী ও উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে ভারতের বৃহত্তম শিক্ষক সংগঠনগুলির অন্যতম ঙঙ্কট্র(ঞ্চ নিরন্তর কাজ করে যাবে। সেমিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র সংক্রান্ত একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ,জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ঙ্গঙ) প্রদান, সপ্তম পে কমিশন চালু, নির্দিষ্ট সময়ে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে পদোন্নতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় তোষণ বন্ধ করা। এদিনের সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃত্ববৃন্দ এবং সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি ডা. নিন্টু মণ্ডল, জেলা সম্পাদক ডা. কেশব চন্দ্র গোপ, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক রাজেশ পাণ্ডে এবং জেলা কোষাধ্যক্ষ ডা. অনির্বাণ হাতিয়াল। তাঁরা সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি, শিক্ষকদের অধিকার এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষক সমাজের ন্যায্য দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি ডা নিন্টু মণ্ডল বলেন আমরা এই জেলায় যে সমস্ত কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অধ্যাপিকার আছেন আমরা তাদের আমাদের সংগঠনের পরিচিতি জানাবো, আমাদের সংগঠন কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলে আমাদের সংগঠনের কি কাজ আমরা সারা বছর কি কাজ করি এই উদ্দেশ্যটাই আমরা জানাবো সকলকে। পরবর্তীকালে যারা আমাদের সংগঠনের সদস্য হবেন তারা যেন বোঝেন যে এই সংগঠনটা কি কাজ করে, যারা রাষ্ট্রহিতে কাজ করতে চান তারাই যেন আমাদের সংগঠনে আসেন, যারা রাষ্ট্রেরহিতের জন্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন, শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র হিতের দিকে এগিয়ে যাবেন তাদেরকেই আমরা চাই।

হিঙ্গলগঞ্জে উদ্ধার বিলুপ্তপ্রায় তক্ষক, বন দফতরের হাতে তুলে দিল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হিঙ্গলগঞ্জ

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল একটি বিলুপ্তপ্রায় তক্ষক। বিরল প্রজাতির এই সরীসৃপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।জানা গিয়েছে, বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ থানার উত্তর বোলতলা গ্রামের বাসিন্দা মহিউদ্দিন গাজীর বাড়িতে একটি তক্ষক দেখতে পান স্থানীয়রা। বিরল প্রজাতির এই প্রাণীটিকে ঘিরে এলাকায় কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাহুল হালদারের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল তক্ষকটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে নেয়। পরে বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে রামপুর ফরেস্ট রেঞ্জের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের পক্ষ থেকে উদ্ধার হওয়া তক্ষকটি বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়াঙ তক্ষকটির দৈর্ঘ্য প্রায় এক থেকে দেড় ফুট। আন্তর্জাতিক অবৈধ বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের কাছে এই প্রাণীর চাহিদা থাকায় এর কালোবাজারি মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে দাবি স্থানীয়দের। উদ্ধার হওয়া তক্ষকটির ওজন আনুমানিক ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম।

ভুবনডাঙায় উচ্ছেদের নোটিশ, উপাচার্যকে ডেপুটেশন স্থানীয়দের

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
শান্তিনিকেতন

১৫ দিনের সময়সীমা। বীরভূমের শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙা বাঁধের পাড়ে প্রায় ৫০টি পরিবারকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল ঘর খালি করার জন্য। উচ্ছেদ নোটিশ দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সোমবার সময় চেয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন। দীর্ঘ বহু বছর ধরে বসবাসকারী স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।জানা যায়, রাজ্যে পালাবদলের পর, এ রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙার বাঁধের পাড়ে বসবাসকারী ৫০টি পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ দেয়।বিশ্বভারতীর তরফ থেকে বলা হয় ১৫ দিনের মধ্যে জায়গা খালি করে দিতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এদিন প্রায় ৫০টি পরিবার বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ডেপুটেশন জমা দেয়। স্থানীয়দের দাবি, ‘দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বংশপরম্পরায় ভুবনডাঙায় বাঁধের পাড়ে বসবাস করে আসছি। হঠাৎ সরকার বদল হয়েছে। আর সেই কারণেই, আমাদের উচ্ছেদ নোটিশ ধরানো হয়েছে। এদিন আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা আবেদন করেছি। আমাদেরকে বিশ্বভারতী সময় দিক। কারণ হঠাৎ করে এভাবে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়।’ যদিও এই বিষয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে প্রশাসনকে চিঠি মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

যানজট ও পথচারীদের সমস্যা দূর করতে সরকারি নির্দেশে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের ফুটপাত ও রাস্তায় হকারদের বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এতেই ভবিষ্যতে ব্যবসা করা নিয়ে শঙ্কার মেঘ দেখছেন ফুটপাতের অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। সোমবার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে ফুটপাত ‘দখলমুক্ত’ করা হয় বলে অভিযোগ। তবে, ব্যবসায়ীরা চান তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হোক। সোমবারের অচলাবস্থা নিয়ে এদিন ফের তাঁরা জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার সহ বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলাহাট বা তার সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত দখল করে আর কোনোভাবেই পোশাক বা অন্যান্য পণ্য বিক্রি করা যাবে না। ফুটপাতের হাট ব্যবসায়ীরা জানান, এদিন বেশ কিছু জায়গায় হকারদের লাঠি উঁচিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার একদিকে যেমন প্রশাসনের সাফ বার্তা ছিল, ‘রাস্তায় বসে আর ব্যবসা নয়’, অন্যদিকে ফুটপাত আঁকড়ে বেঁচে থাকা হাজারো প্রান্তিক ব্যবসায়ীর দাবি ‘ব্যবসা করতে না দিলে খাব কী?’ এদিন এই টানাপোড়েনের জেরে সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ময়দানের বঙ্কিম সেতু চত্বর। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষে এদিন হকারদের জমায়েত হটাতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। এদিন পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, রাস্তার যানচলাচল ও পথচারীদের যাতায়াত মসৃণ রাখতে আর কোনও অস্থায়ী দোকান বসতে দেওয়া হবে না। এর জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কয়েকশো অস্থায়ী ব্যবসায়ী। বঙ্কিম সেতুর তলায় একজোট হয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাটের জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমরা আজ নতুন বসিনি।বছরের পর বছর ধরে এই রাস্তার উপরেই আমাদের সংসার চলছে। হঠাৎ করে একদিন এসে যদি বলা হয় উঠে যাও, তবে আমাদের পরিবারগুলো না খেয়ে মরবে। প্রশাসনকে আগে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে।’ এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাওড়া থানার পুলিশ। কিন্তু ব্যবসায়ীদের হটাতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসরে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপর বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। বর্তমানে গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি (সেন্ট্রাল)-এর সভাপতি মলয় দত্ত বলেন, ‘সরকার শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা অনুরোধ করছি সরকার যেন এই মানুষগুলোর পেটের দিকে একটু তাকায়। না হলে হাজার হাজার পরিবার বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে যা সামলানো অসম্ভব। আমরা এই মুহূর্তে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি। সরকারপক্ষ গত সপ্তাহে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার উল্টো এদিন ঘটল। এদিন আমরা সিপি, এসিপি, ডিসি, হাওড়া থানা, হাওড়া ট্রাফিক, পুরসভা এবং জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছি। আমরা ওনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা ডাকা হলে আমরাও আলোচনায় বসব। আমরা কারও কাছে ভিক্ষে চাই না, টাকাও চাই না। সরকারের কাছে আমরা চাই আমাদের ব্যবসা করতে দেওয়া হোক। আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। খেটে খাওয়া লোক, শ্রমজীবী মানুষ। আমাদের সময়সীমা রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা। কারও অসুবিধা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মঙ্গলবারের মধ্যে কোনও ফিডব্যাক না এলে আমরা আরও উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে যাব। তাঁদের দরজায় কড়া নাড়ব।’

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা রুখতে পরিদর্শন প্রশাসনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

১৯ নং জাতীয় সড়কে (এনএইচ-১৯) ক্রমবর্ধমান পথ দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পরিবহণ দফতর। শুরু হয়েছে তৎপরতাও। ১৯ নং জাতীয় সড়কে এক্সিডেন্ট প্রোন বা দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সোমবার বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ডুবুরডিহি চেকপোস্ট এলাকায় যৌথ পরিদর্শন করা হয়েছে। ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) পি.ভি.জি. সতীশ সহ অন্য পুলিশ আধিকারিক , জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং মোটর ভেহিকেলস (এমভিআই) বিভাগের আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে পরে ডিসিপি (ট্রাফিক) পি.ভি.জি. সতীশ বলেন, ট্রাফিক গার্ড পুলিশ, হাইওয়ে অথরিটি এবং পরিবহণ দফতরের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করছেন। যেসব এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে অথবা যেখানে পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি প্রিয়াংশু সিং বলেন, দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তায় নতুন সাইনেজ বসানো, যান চলাচল আরও সুগম করা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।বরাকর-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ধাপে ধাপে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে বলেও তিনি জানান। পরিদর্শনের সময় ডুবুরডিহি চেকপোস্ট-সহ জাতীয় সড়কের একাধিক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কোথায় কি ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশও করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখ যোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ ও দুর্ঘটনামুক্ত সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের সার্বিক উন্নয়ন বজায় রাখতে আলোচনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে সোমবার গার্ডেনের প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংগঠনের তরফে এক প্রতিনিধি দল গার্ডেনের ‘হেড অফ দ্য অফিস’ ডক্টর মানস ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এদিন বোটানিক্যাল গার্ডেন ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন এর তিন প্রতিনিধি ডক্টর এইচ বি সিং, সভাপতি তাপস দাস, সম্পাদক পরমেশ ব্যানার্জি গার্ডেনের উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব দেন।

এই প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে ১) বাই সেন্টেনারি গেটে একটি পার্কিং জোন চালু করা, ২) গার্ডেনের ভিতরে পরিবেশ বান্ধব সাইকেল রাখার অনুমতি দেওয়া এবং ৩) আচার্য ড জগদীশচন্দ্র বসুর একটি ব্রোঞ্জের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

বিশেষ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও’র উদ্যোগে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৩১মে-১ জুন মেচেদার বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সভা। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত কর্মী-সংগঠকরা প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শিবাশীষ প্রহরাজ, সেন্ট্রাল কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ শামসুল আলম, সেন্ট্রাল কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি মণিশংকর পট্টনায়ক, সেন্ট্রাল কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই সভার শেষদিনে বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও এস ইউ সি আই (সি)’র বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি ও এস ইউ সি আই (সি)’র বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমল সাঁই। সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বর্তমান সময়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সমগ্র রাজ্যজুড়ে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার দাতা-নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 01-06-2026 21:22 Page 12

লক্ষ্য এবার হ্যাটট্রিক

খেতাব ধরে রেখেই হুঙ্কার আরসিবি অধিনায়ক রজতের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আমেদাবাদ

রবিবাসরীয় মোতেরায় তখন উৎসবের আবহ। গুজরাত টাইটান্সকে ৫ উইকেটে পর্যুদস্ত করে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল ট্রফি ঘরে তুলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রোহিত শর্মার পর ভারতের তৃতীয় অধিনায়ক হিসেবে এই অনন্য কীর্তি গড়েছেন রজত পতিদার। কিন্তু সাফল্যের সেই শিখরে দাঁড়িয়েও বেঙ্গালুরু শিবিরের লক্ষ্য যে আরও উঁচুতে, ম্যাচ শেষে তা স্পষ্ট করে দিলেন খোদ আরসিবি অধিনায়ক। সাফ জানালেন, উচ্ছ্বাস থাকবে, তবে তাঁদের আসল পাখির চোখ এবার ট্রফির 'হ্যাটট্রিক'। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে জয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পতিদার বলেন, '২০২৬ সালের আইপিএল ট্রফি জয়ের আনন্দ আমরা অবশ্যই উদযাপন করব। তবে আমাদের মূল ফোকাস থাকবে কীভাবে টানা তিনবার এই খেতাব জেতা যায়, অর্থাৎ হ্যাটট্রিক কীভাবে করা সম্ভব, সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য'। বিগত মরশুমের তুলনায় এবারের ট্রফি জয়ের যাত্রাটি অনেকটাই মসৃণ ছিল বলে মনে করেন আরসিবি অধিনায়ক। তাঁর মতে, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে দলের ওপর চাপের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। পতিদারের ভাষায়, 'সত্যি বলতে, গত বছরের তুলনায় এবার চাপ অনেকটাই কম ছিল। টুর্নামেন্ট জুড়ে আমরা যেভাবে খেলেছি, তা কেবল জয় নয়, একপ্রকার একাধিপত্য বিস্তার করা বলা চলে। ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, এই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে দ্বিতীয় খেতাব আমাদের ঘরে আসবেই'।

নিজের মিতভাষী নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমার অধিনায়কত্বের ধরনটা একটু আলাদা। আমি মাঠে খুব একটা আবেগ প্রকাশ করি না। তবে ম্যাচের পরিস্থিতি এবং দলের চাহিদা সম্পর্কে আমি সবসময়ই সম্পূর্ণ সচেতন থাকি'। এ দিন ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সকে ১৫৫ রানে আটকে রাখার পর, বিরাট কোহলির ৪২ বলে অনবদ্য ৭৫*রানের ইনিংসের ওপর ভর করে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বেঙ্গালুরু। চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পর তৃতীয় দল হিসেবে আইপিএলের ইতিহাসে টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল তারা। ম্যাচ শেষে দলের আইকন বিরাট কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অধিনায়ক। বিরাটের নেট প্র্যাকটিসের তীব্রতা এবং জুনিয়রদের মেন্টরিং করার মানসিকতাকে দলের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। ২০২৪ সালে নাটকীয়ভাবে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই জয়যাত্রাকে নিজের ভাগ্যলিপি হিসেবেই দেখছেন পতিদার। ট্রফি হাতে আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আরসিবি'র অধিনায়ক হওয়া বা ট্রফি তোলার স্বপ্ন আমি কখনও দেখিনি। বোধহয় এটা আমার ভাগ্যেই লেখা ছিল। আমি কৃতজ্ঞ'। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আরসিবি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রফিটি উৎসর্গ করে পতিদার বলেন, 'এই জয় আরও একবার শুধু আপনাদের জন্যই'।

বিসিসিআই-এর দরাজ সার্টিফিকেট আরসিবি-কে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মোতেরার সেই মায়াবী রাজসূয় যজ্ঞের রেশ এখনও কাটেনি। গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল ট্রফি জয়ের পর ক্রিকেট মহলে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর এবার আরসিবি শিবিরকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বেঙ্গালুরুর এই জয়কে অত্যন্ত 'আনন্দের বিষয়' বলে অভিহিত করার পাশাপাশি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন দলের দুই প্রধান কারিগর; তরুণ তুর্কি বৈভব সূর্যবংশী এবং অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারের। সংবাদসংস্থা এএনআই-এর মুখোমুখি হয়ে বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেন, 'আরসিবি-র এই জয় সত্যিই অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। তারা যেভাবে ফাইনাল ম্যাচটি খেলেছে এবং টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি নিজেদের ঘরে তুলেছে, তা এককথায় অনবদ্য'। টুর্নামেন্ট জুড়ে আরসিবি-র এই রাজকীয় দাপটের নেপথ্যে যুব ও অভিজ্ঞতার এক অদ্ভুত কোলাজ কাজ করেছে বলে মনে করেন তিনি। বিশেষ করে টুর্নামেন্টের নবীনতম নক্ষত্র বৈভব সূর্যবংশীর পারফরম্যান্সে মুগ্ধ শুক্লা। মাত্র ১৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের পরিপক্কতা দেখে তিনি বলেন, 'এত কম বয়সে বৈভব যেভাবে এই মেগা মঞ্চে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে, তা ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে। ও সত্যিই এক মায়াবী বিস্ময়'। একই সঙ্গে বল হাতে গোটা টুর্নামেন্টে আরসিবি-র বোলিং বিভাগের মেরুদণ্ড হয়ে থাকা ভুবনেশ্বর কুমারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনি। তাঁর মতে, সুইংয়ের জাদুকর ভুবনেশ্বর প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, নিখাদ অভিজ্ঞতা এবং লাইন-লেংথ আধুনিক ক্রিকেটের 'হাইপার-রিয়েলিটি'-তেও কতটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পর তৃতীয় দল হিসেবে আইপিএলের ইতিহাসে খেতাব ধরে রাখার এই অনন্য নজির গড়ল আরসিবি। রাজীব শুক্লার এই দরাজ সার্টিফিকেট যেন বেঙ্গালুরু শিবিরের সেই রাজকীয় জয়মাল্যে আরও একটি নতুন পালক জুড়ে দিল। বিজয়ের এই নিওন আলো হয়তো একসময় নিভে যাবে, কিন্তু বোর্ডের শীর্ষকর্তার এই প্রশংসা জুনিয়র ও সিনিয়ারের মেলবন্ধনে গড়া আরসিবি-র এই মহাকাব্যকে ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে 'বুকমার্ক' করে রাখবে দীর্ঘকাল।

বাংলাদেশের প্রতিরোধ চূর্ণ করে গ্রুপ শীর্ষে ব্লু টাইগ্রেসরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সবুজ গালিচায় তখন শেষ বাঁশির সুর। ঢাকার আকাশে নিওন আলোর রোশনাইয়ের নিচে আরও একবার ডানা মেলল ভারতীয় নারী ফুটবলের রাজকীয় দাপট। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের রক্ষণভাগকে কার্যত এক পরাবাস্তব ধাঁধায় ফেলে, মাঠ জুড়ে নিখাদ আধিপত্য বিস্তার করে ম্যাচ জিতে নিল ভারতের 'ব্লু টাইগ্রেস'রা।

বাংলাদেশকে গোলশূন্য ব্যবধানে স্তব্ধ করে দিয়ে (ব্ল্যাঙ্ক করে) গ্রুপ 'বি'-র শীর্ষস্থানটি নিজেদের দখলে সুরক্ষিত করল ভারতীয় দল।

এই জয় কেবল তিন পয়েন্টের গাণিতিক হিসাব নয়, এ যেন এশিয়ান ফুটবলের ক্যানভাসে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যের এক নতুন মনোলগ। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারতীয় দলের রণকৌশলে ছিল আধুনিক 'হাইপার-অ্যাক্টিভ' ফুটবলের ছোঁয়া। পাসিংয়ের নিখুঁত অলগরিদম আর মাঝমাঠের দখল নেওয়ার এক অদ্ভুত জেদ নিয়ে বাংলাদেশের সীমানায় একের পর এক আক্রমণ আছড়ে ফেলতে থাকে ব্লু টাইগ্রেসরা। প্রথমার্ধেই বিপক্ষ রক্ষণকে বোকা বানিয়ে ভারত লিড তুলে নেয়। বাংলাদেশের মেয়েরা ঘরের মাঠে হাজারো সমর্থকের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, ভারতের জমাট ডিফেন্সের সামনে তাদের সমস্ত আক্রমণ একলাই রুখে দেন ডিফেন্ডাররা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতের এই আগ্রাসী ফুটবল শৈলী বজায় ছিল, যেখানে প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকারদের কার্যত কোনও সুযোগই দেননি ভারতীয় গোলরক্ষক ও রক্ষণভাগ। এই জয়ের ফলে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে পরের রাউন্ডের টিকিট আরও রাজকীয়ভাবে নিশ্চিত করল ভারত।

মাঠের এই দাপুটে পারফরম্যান্সের পর ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, যুব ও অভিজ্ঞতার এক অদ্ভুত কোলাজে গড়া এই ভারতীয় দল এখন যে কোনও প্রতিপক্ষের কাছেই এক মনস্তাত্ত্বিক ত্রাস। ঠিক যেমন কোনও টানটান পোস্ট-মডার্ন উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্লু-টাইগ্রেসদের এই মায়াবী ফুটবলও এশিয়ান ফুটবলের স্ক্রিনে ও অনুরাগীদের স্মৃতিতে 'বুকমার্ক' হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল।

মোতেরার রাজসূয় যজ্ঞে আরসিবি-র জয়মাল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আমেদাবাদ

আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের সেই মায়াবী রবিবাসরীয় গোধূলি হয়তো ফুরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু রেখে গিয়েছে এক চিরন্তন মহাকাব্যের সৌরভ। গুজরাত টাইটান্সকে পাঁচ উইকেটে ধুলিসাৎ করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু যখন টানা দ্বিতীয়বার আইপিএলের সোনার ট্রফিটি ছুঁয়ে দেখল, তখন মোতেরার আকাশে-বাতাসে যেন এক অলৌকিক সুর বেজে উঠছিল। এ জয় কেবল বাইশ গজের আধিপত্য নয়, এ যেন এক রাজকীয় রূপকথা, যার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে জেদ, স্বপ্ন আর বুকের ভেতরে লালন করা এক অদ্ভুত মায়াজাল। বিশ ওভারের ক্রিকেট বিনোদন এবার যেভাবে বাইশ গজে আছড়ে পড়ল, তাকে কেবল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বললে ভুল হবে, এ যেন ছিল এক ব্যাটিংশৈলীর মহোৎসব, এক পশলা শ্রাবণ মাসের মতো রানের সুনামি। পরিসংখ্যানের শুকনো পাতা ওল্টালে অবশ্য চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। এবারের আইপিএল দেখল এক সংস্করণে সর্বোচ্চ ২৭,৪৫০ রানের এক অবিশ্বাস্য কীর্তি! বাউন্ডারির বন্যায় ভেসে গিয়েছে মাঠ; সব মিলিয়ে পড়েছে ২,৩৩২টি চার এবং ১,৪২৬টি ছক্কার মার। ৬৫ বার দলগত স্কোর পেরিয়েছে ২০০ রানের গণ্ডি, আর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বিষয় হলো; ১৭ বার সফলভাবে তাড়া করা হয়েছে ২০০-র বেশি রান! কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? ক্রিকেট তো আসলে খাতার হিসাব নয়, ক্রিকেট হলো সেই চেনা মানুষের অচেনা হয়ে ওঠার গল্প, একলা ঘরে হেডফোন কানে চেপে ধরে রাখা আবেগের টানটান মুহূর্ত। মহেন্দ্র সিং ধোনি কিংবা রোহিত শর্মার সেই চেনা মহিমার পাশে এবার এক নতুন নাম খোদাই হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটের অমরত্বে; রজত পতিদার। ভারতের তৃতীয় অধিনায়ক হিসেবে এই অনন্য কীর্তি গড়েও কিন্তু এই তরুণ তুর্কির পা দুটো মাটিতেই আটকে রইল। সাফল্যের এই হিমালয়-চূড়ায় দাঁড়িয়েও তিনি যেন এক স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষি। ম্যাচ শেষে যখন চারদিকে আলোর রোশনাই আর শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, রজত তখন শান্ত গলায় শোনালেন তাঁর পরবর্তী অভিসারের কথা। সাফ জানালেন, উচ্ছ্বাসের এই ফাগুন হাওয়া কেটে গেলেই তাঁদের পাখির চোখ হবে ট্রফির 'হ্যাটট্রিক'। কীভাবে টানা তিনবার এই রাজমুকুট ধরে রাখা যায়, সেই রণকৌশলই এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। অথচ, এই রাজপুত্রের রাজ্যাভিষেকের গল্পটা কী অদ্ভুত!

২০২৪ সালের সেই ঝোড়ো রাতে যখ ন নাটকীয়ভাবে আরসিবি-র ব্যাটন তাঁর হাতে এসেছিল, তখন কি কেউ ভেবেছিল এই লাজুক ছেলেটিই একদিন ইতিহাস লিখবেন? রজত নিজেও ভাবেননি। ট্রফিটি বুকের গভীরে আগলে ধরে যখন তিনি বলছিলেন, 'আরসিবির অধিনায়ক হওয়া বা এই ট্রফি তোলার স্বপ্ন আমি কখনও দেখি নি। বোধহয় এটা আমার ভাগ্যেই লেখ া ছিল...'; তখন তাঁর চোখের কোণে চিকচিক করে উঠছিল এক পরম প্রাপ্তির জল। এ তো কেবল অধিনায়কের বক্তব্য নয়, এ যেন নিয়তির কাছে এক সমর্পিত হৃদয়ের আকুতি। ঠিক যেমন কোনও দীর্ঘদিনের চেনা বন্ধু হঠাৎ মধ্যরাতে এসে হাতটা চেপে ধরে বলে, 'জানিস, আমি সত্যিই পেরেছি!' রজত মাঠে আবেগ দেখান না, তাঁর শরীরী ভাষায় কোনও উগ্র আস্ফালন থাকে না। কিন্তু এই শান্ত সমুদ্রের বুকাই যে লুকিয়ে থাকে এক প্রলয়ঙ্কারী ঝড়, তা আরও একবার টের পেল গুজরাত। ফাইনালে বিপক্ষকে মাত্র ১৫৫ রানে বেঁধে রাখার পর, ব্যাট হাতে নেমেছিলেন ক্রিকেটের সেই চিরন্তন মহানায়ক; বিরাট কোহলি। একসময় ১৩২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে আরসিবি কিছুটা চাপে পড়লেও, বিরাটের ৪২ বলে অপরাজিত ৭৫* রানের সেই মায়াবী ও রাজকীয় ইনিংস বেঙ্গালুরুকে পৌঁছে দেয় এক ঐতিহাসিক জয়ের বন্দরে। বিরাটের এই নিখাদ নিষ্ঠা আর জুনিয়রদের আগলে রাখার যে অসামান্য তাগিদ, তাকেই আরসিবি-র সাফল্যের আসল চাবিকাঠি বলে মনে করেন অধিনায়ক। চেন্নাই আর মুম্বইয়ের পর তৃতীয় দল হিসেবে আইপিএলের ইতিহাসে টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এই যে রাজকীয় দাপট, তার সবটুকু কৃতিত্বই রজত উৎসর্গ করেছেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি আরসিবি ভক্তদের চরণে। তাঁর কথায়, 'এই জয় আরও একবার শুধু আপনাদের জন্যই'।

বিজয়োৎসবের আলো হয়তো একসময় নিভে যাবে, কিন্তু মোতেরার সেই মায়াবী রাতে ট্রফি হাতে বিরাট আর রজতের সেই যুগলবন্দীর ছবি ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া আর রাজকীয় গৌরবের মিশেলে আরসিবি বুঝিয়ে দিল; তারা শুধু খেলতেই আসেনি, এসেছে মন জয় করতে, এসেছে রাজত্ব করতে। ঠিক যেমন কোনও গভীর উপন্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তার চরিত্ররা আমাদের মনের বারান্দায় হেঁটেচলে বেড়ায়, এই ২০২৬-এর আইপিএলও তেমনই এক অমলিন স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল।

ট্রফি হাতে আবেগঘন বিরাট-রজত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আমেদাবাদ

আইপিএলের খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে সফল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। রবিবাসরীয় ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সকে উড়িয়ে দিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি নিজেদের দখলে রেখেছে বেঙ্গালুরু ব্রিগেড। এই জয়ের পর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে উৎসবের আবহ তৈরি হয়, যেখানে দলের মেন্টর ও তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি এবং অধিনায়ক রজত পতিদারকে ট্রফি উঁচিয়ে উল্লাস করতে দেখা যায়।ম্যাচ শেষে ট্রফি হাতে নিয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন আরসিবি অধিনায়ক রজত পতিদার। ২০২৪ সালে নাটকীয়ভাবে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই জয়যাত্রাকে নিজের ভাগ্যলিপি হিসেবেই দেখছেন পতিদার। ট্রফিটি সযত্নে আগলে রেখে তিনি বলেন, 'আরসিবি'র অধিনায়ক হওয়া বা ট্রফি তোলার স্বপ্ন আমি কখনও দেখিনি। বোধহয় এটা আমার ভাগ্যেই লেখা ছিল। আমি কৃতজ্ঞ'। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আরসিবি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রফিটি উৎসর্গ করে পতিদার বলেন, 'এক্সএই জয় আরও একবার শুধু আপনাদের জন্যই।এক্স ফাইনালের মঞ্চে বিরাটের অনবদ্য ইনিংস এবং পতিদারের শান্ত অথচ দৃঢ় নেতৃত্ব আরও একবার প্রমাণ করল যে, বর্তমান আইপিএলে বেঙ্গালুরু শিবিরের একাধিপত্য কতটা মজবুত।

এবার রুপোলি পর্দা?

রোনাল্ডোকে নিয়ে এক পরাবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সবুজ গালিচার মহানাট্যশালায় তিনি অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গোল উদযাপনের চিরচেনা সেই 'সিউউউ' ভঙ্গিমা হোক কিংবা পেনাল্টি বক্সের ভেতর শরীরী ভাষার টানটান মেলোড্রামা; ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো মানেই এক নিখাদ বিনোদন।

সবুজ গালিচার মহানাট্যশালায় তিনি অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গোল উদযাপনের চিরচেনা সেই 'সিউউউ' ভঙ্গিমা হোক কিংবা পেনাল্টি বক্সের ভেতর শরীরী ভাষার টানটান মেলোড্রামা; ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো মানেই এক নিখাদ বিনোদন। কিন্তু ফুটবলার রোনাল্ডো যখন বুট জোড়া তুলে রাখবেন, তখন তাঁর গন্তব্য কোথায়? এই ধোঁয়াশায় ঘেরা ক্যানভাসে এক নতুন হাইপার-রিয়েলিটির রং ঢেলে দিলেন ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার তথা বর্তমান অভিনেতা ফ্রাঙ্ক লেবফ। তাঁর স্পষ্ট দাবি, ফুটবল ছাড়ার পর হলিউড বা রুপোলি পর্দায় পা রাখলে সিআর সেভেন সেখানেও এক দুর্দান্ত অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন। সংবাদসংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেবফ জানান, রোনাল্ডোর মধ্যে এক জাত অভিনেতার সমস্ত উপাদান মজুত রয়েছে। একজন সফল অ্যাথলিটের পাশাপাশি ক্যামেরার লেন্সকে কীভাবে নিজের ক্যারিশমা দিয়ে শাসন করতে হয়, তা পর্তুগিজ মহাতারকার চেয়ে ভালো আর কে জানেন! লেবফের ভাষায়, 'ক্রিশ্চিয়ানো একজন দুর্দান্ত অভিনেতা হতে পারেন। কারণ ও যখন মাঠে থাকে, তখন প্রতিটা মুহূর্তকে ও যেভাবে পরিচালনা করে, তা এক মনস্তাত্ত্বিক পারফরম্যান্সের চেয়ে কম কিছু নয়। ও জানে কীভাবে স্পটলাইট নিজের দিকে ধরে রাখতে হয়'। ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি ডিফেন্ডার লেবফ নিজে ফুটবলকে আলবিদা বলার পর লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে অভিনয়ের পাঠ নিয়েছেন, অভিনয় করেছেন অস্কার-মনোনীত 'দ্য থিওরি অফ এভরিথিং'-এর মতো চলচ্চিত্রে। ফলে ফুটবল এবং অভিনয়; এই দুই ভিন্ন মাধ্যমের ব্যাকরণই তাঁর নখদর্পণে। সেই অভিজ্ঞতার আলোতেই তিনি মনে করেন, আধুনিক বিনোদন দুনিয়ার মেটা-ভার্সে রোনাল্ডো যদি তাঁর এই মায়াবী স্ক্রিন প্রেজেন্স নিয়ে হাজির হন, তবে বক্স অফিস চূর্ণ হতে বাধ্য। রোনাল্ডোর কোটি কোটি ভক্তের কাছে এই খবরটি যেন এক টানটান পোস্ট-মডার্ন উপন্যাসের চমকপ্রদ ক্লাইম্যাক্সের মতো। ফুটবল মাঠে সিআর সেভেনের আধিপত্য হয়তো একদিন ফুরোবে, কিন্তু রুপোলি পর্দায় তাঁর এই সম্ভাব্য রাজ্যাভিষেকের গল্পটি এখন থেকেই ফুটবলপ্রেমী ও সিনেমা অনুরাগীদের মনে এক অমলিন ফ্যান্টাসি হিসেবে 'বুকমার্ক' হয়ে রইল।

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com